ব্রহ্মসূত্রমালা

শঙ্কর ও রামানুজ ভাষ্য

কাব্যানুবাদ

॥ কাব্যানুবাদ ॥

বাণীভদ্রা পুষ্পদেবী সরস্বতী শ্রুতিভারতী

প্রকাশক

বাণীভদ্রা পুষ্পদেবী সরস্বতী শ্রুতিভারতী

১ ডাঃ শ্যামাদাস রো

কলিকাতা-৭০০ ০১৯

প্রকাশ করেছেন
বাণীভদ্রা পুষ্পদেবী সরস্বতী শ্রুতিভারতী
১ ডাঃ শ্যামাদাস রো, কলিকাতা-৭০০ ০১৯

Published with financial assistance from the Ministry of Education and Social Welfare, Government of India.

মুদ্রণে
মুকুন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সাউথ ক্যালকাটা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৫ বসন্ত বোস রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

প্রচ্ছদপট ছেপেছেন
অ্যাডসনস্
১৩০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা

বাঁধিয়েছেন
সাউথ ক্যালকাটা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৫ বসন্ত বোস রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৬

মূল্য—দশ টাকা
(Price : Rupees Ten only)

প্রাপ্তিস্থান
১ ডাঃ শ্যামাদাস রো
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

উৎসর্গ

আমার গোপাল শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী শিশিরকুমারের
শ্রীকরকমলে

পুরানে শুনেছি গোপালের ছিল ক্ষীর নবনীতে প্রীতি।
আমার গোপাল তাহে নয় খুসী শুধু চায় হরিগীতি।
আপনি রাঁধিয়া মায়েরে খাওয়ায় নিজে খেতে নাহি চায়।
যাহা চায় সেযে যাতে তার প্রীতি তাই মা তাহারে দেয়।

ইতি—
গোপালের মা
প্রণতা পুষ্প

শ্রীশ্রীতারামঠ

সাধু তারাচরণ সত্যসঙ্ঘ

সর্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা পুষ্পদেবী সরস্বতী শ্রুতিভারতী মহাশয়াকে পুণ্যধাম তারামঠ কর্তৃক বাণীভদ্রা উপাধি প্রদানে প্রশস্তি—

পুষ্পসৌরভে আমোদিত হল ভুবন গগন তল
দিব্যগন্ধ ভরিল ধরায় দুরিল কলুষ সকল
দেবলোক হতে দেবগণ গায়
কিন্নর জনে প্রণতি জানায়
মর্ত্তের মানব অমৃতধারায় সিক্ত হল সকল।
পারিজাত ফুল নন্দনের মাগো তব কাছে মানে হার
তুমি কৌস্তভমণি বিষ্ণু বক্ষে রত্নের মনিহার।
বেদসাম গানে সুধা বিতরিলে
মর্ত্তের মাঝে স্বরগে আনিলে
বাণীর মন্দিরে "সরস্বতী" সে লভিলে পুণ্যনাম
গার্গী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতীর গৌরবময় গাথা
তোমারে ঘেরিয়া জাগিল মা পুনঃ হে মহিমময়ী মাতা!
আজ বাণীভদ্রা উপাধি দানিল তারামঠ পুন্যধাম
বঙ্গের যত বিদগ্ধজন জানায় মাগো প্রণাম।

প্রণত **ভক্তবৃন্দ ও সুনীল রাহা**

ভূমিকা

সুধর্ম	"আবিরাবীর্ম এধি"	ন্যাশনাল লাইব্রেরী
১৬ হিন্দুস্থান পার্ক	মানবিকীষু ভারতস্য জাতীয় আচার্য	বেলভেডিয়ার
কলিকাতা ১৯	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা ২৭

কল্যাণীয়া পুষ্পদেবী পশ্চিমবঙ্গের এক বিদুষী কন্যা, সুলেখিকা বাঙলা ভাষী সকল শিক্ষিত পাঠকপাঠিকাদের নিকট সুপরিচিতা। অতি উচ্চ শিক্ষিত অভিজাত ঘরের মেয়ে, অনুরূপ ঘরের বধূ। সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবেষ্টনীর মধ্যে পরিবর্ধিতা, সংস্কৃত দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষতঃ বেদান্তে বিশেষভাবে লব্ধপ্রতিষ্ঠা। ইঁহার কৃত সুললিত বাঙ্গলা পদ্যে অনুদিত উপনিষদাবলী, গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থ সকলেরই বিশেষতঃ পণ্ডিত-মণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও পাইয়াছে। সম্প্রতি ইনি একটি বিশেষ দুরূহ সাহিত্যিক ও দার্শনিক কার্য সম্পূর্ণ করিয়াছেন। সেটি একটি অভাবনীয় কঠিন ব্যাপার। ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বাঙলা কবিতায়। এই জটিল ব্যাপারে যাঁহাদের জ্ঞান এবং অধিকার আছে সেইরূপ সকল প্রধান প্রধান পণ্ডিত ইঁহার কৃত এই অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন—পাণ্ডিত্য এবং সাহিত্য উভয় দিক হইতেই। আমি ইঁহার অনুবাদ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। এই ব্রহ্মসূত্রের অনুবাদ ও ইঁহার পূর্বতন কৃতির মর্যাদা রক্ষা করিয়াছে। দিল্লী সংস্কৃতভবন হইতে ইহা লোকশিক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্যও লাভ করিয়াছে। ইতি—

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রার্থনা

প্রণমিয়া মোর ইষ্টদেবতা প্রনমিয়া গুরুদেবে!
প্রণমিয়া সব দেবদেবী আর মন্ত্রদ্রষ্টা সবে।
প্রণাম করিয়া শ্রীব্যাসচরণে পিতৃমাতৃ স্মরি,
প্রণমিয়া সব ভাষ্যাচার্য্যে ঋষিদের নতি করি।
শঙ্কর পাশে রামনুজে বরি সম্মতি বর দানে,
ব্রহ্মের সূতা ব্রহ্মসূত্র গাহিব মানস মনে।
পরম পুরুষ মুখ নিঃসৃত অমৃত ময় যে বাণী
হিন্দুধর্ম হৃদি সম্ভার সেই বেদে সার মানি।
সেই বেদ সার কেহ বেদ কেহবা উপনিষদও কয়
ব্রহ্ম সূত্র সেই সার হতে দর্শনে তুলি লয়।
আপাত দ্বন্দ্ব উপনিষদের ঘুচায়ে সে দর্শন
দানিল বিশ্বে ব্রহ্মের জ্ঞান পথের প্রদর্শন।
ব্রহ্মসূত্র গীতা বেদান্ত প্রস্থানত্রয় নামে
স্বীকৃতি পায় সর্ব্ব সমাজে প্রামানিক বলি গনে।
হিন্দু ধর্ম কুলের তিলক রত্নাচার্য্য গণ
উজলিয়া কুল যুক্তি বুঝায়ে সাজালেন দর্শন।
সে সভার মাঝে রত্ন তিলক শোভে জানি দুইজনে
শঙ্কর আর রামানুজ রাজে সম্মতি সম্মানে।
আমিও এসেছি সে দেব সভায় শ্রীগুরু স্মরণ করি
বিলাব বিশ্বে সে স্বর্গসুধা বঙ্গ কাব্যে ভরি
ঋষি আমি নই ঋষির শিষ্যা এই মম গৌরব
এ মহান ব্রতে সবারে বিলাব জগতের বৈভব।

ঋষি মোর গুরু শ্রীমোহনানন্দ বৈদ্যনাথেতে ধাম,
স্বনামধন্য পিতা সুকুমার দেবশর্ম্মন নাম !
আরাধ্য পতি শান্তনু কুমার আর্য্যপুত্রে সেবি,
সে সেবাধন্যা আর্য্যকন্যা আমি যে পুষ্পদেবী।
রঘুবংশের বর্ণনা দিতে কহেছেন কালিদাস,
এ যেন আমার বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আশ।
মিটিবে না আশ যদি আমি নাহি ব্রহ্মের কৃপা পাই,
জুড়ি দুটি কর তাঁরে বর্ণিতে তাঁহারি শকতি চাই।
প্রার্থনা করে এ আর্য্য নারী দিয়া বাক কায়া মন
মূর্ত্ত হউক ব্রহ্মমন্ত্রে ব্রহ্মরে দরশন
মূর্ত্ত হউক ব্রহ্ম সূত্রে মনেরে করিয়া ত্রাণ
বিশ্ব ভরিয়া উঠুক ধ্বনিয়া মুক্তির জয় গান।
প্রার্থনা করে এ আর্য্য নারী শুন দেবদেবী সবে
দীনতা আমার ক্ষমা করি মোরে পূর্ণতা দিতে হবে !
দিও পূর্ণতা বেদ অধিকারে পূর্ণতা দর্শনে
পূর্ণতা দাও ব্রহ্মজ্ঞানেরে বিলাতে বিশ্বজনে।
প্রকাশো হে দেবী ভাষার আসনে প্রকাশো ব্রহ্মসতি !
বিকশিত করো মানস মুকুলে সে দিব্য ধ্রুবজ্যোতি,
শব্দ ব্রহ্ম প্রকাশো আমার মানস বৃন্দাবনে
মন তন্ময় ব্রহ্মের রূপে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে
প্রকাশ হে প্রভু দর্শন মাগি প্রকাশিও মোর তরে
হে মন ! হে ভাষা বেদার্থ দানে কৃতার্থ করো মোরে।
অধীত বিদ্যা হোয়োনাকো যেন বিস্মরনেতে ক্ষয়
বেদার্থে স্মরি দিবস রজনী করিব জ্যোতির্ম্ময়।
ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করি মনে সত্য মন্ত্র প্রাণে
অমৃতের বাণী অমর সত্যে ঘোষিব বিশ্বজনে।
পঙ্গুতে গিরি যাঁর ইচ্ছায় সহজেই লঙ্ঘয়,
তাঁহারি কৃপায় মূঢ় অভাজন গূঢ় রহস্য কয়।

ভাষা নিরুক্ত জ্ঞান বিজ্ঞান পরিজ্ঞান জানা নয়
মোর হাত ধরি লেখান যেজন দেখি মানি বিস্ময়
আখরের মালা গাঁথিয়া আপনি আপন কণ্ঠে পরে
বিকশিয়া জ্যোতি ব্রহ্মা মূরতি অপরূপ রূপ ধরে।
ব্রহ্মসূত্র লেখানর ছলে নিজেরে প্রকাশি কয়
মুখগহ্বরে নেহারি বিশ্ব যশোদার বিস্ময়
আত্মা ব্রহ্ম আমারই মাঝারে সেজন আপনা হারা
কঠিন বস্তু কখনত নন বুঝাবারে দেন ধরা
গঙ্গার জলে গঙ্গার পূজা এর মাঝে আমি নাই
শঙ্কর আর রামানুজ কন দুই-ই লিখিবারে চাই।
তবু মাঝে মাঝে কার ইচ্ছায় লেখনী কি কথা বলে
লিখি আনকথা যেজন লেখান লেখনী তেমতি চলে।

———

লেখিকার নিবেদন

এই বইটি প্রকাশের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। প্রথম যখন আমার স্বর্গত পিতৃব্য বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মসূত্রে হাত দিই তখন ১৯৭১ সাল। অধ্যাপকমশাই হঠাৎ একদিন একরাশ প্যাড এনে হাজির, তাতে ছাপানো পুষ্পদেবী সরস্বতী শ্রুতি ভারতী, সমগ্র গীতা, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদিকা। আমি বল্লুম করেছ কি? সবেত হাত দিয়েছি। শান্ত হেসে বললেন, তোমায়ত চিনি, হাত যখন দিয়েছ তখন কি শেষ না করে ছাড়বে? তারপর নিজেই একদিন ভারতবর্ষ অফিসে গিয়ে ব্রহ্মসূত্র ক্রমশঃ প্রকাশের ব্যবস্থা করে এলেন। বছর গেল। 'ভারতবর্ষ' উঠে গেল। অর্থাৎ বইটি প্রকাশ বন্ধ হল। কিন্তু আমার লেখা বন্ধ হল না। তবে একান্ত নিষ্কামভাবেই লেখা। এগিয়ে এলেন আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী। তিনি নিজে গিয়ে আমার লেখা দিল্লী সংস্কৃতভবনে অনুমোদনের জন্য দিয়ে এলেন। দিন যায় খবর কিছু পাই না। আমি আশা ছাড়লেও অধ্যাপকমশাই আশা ছাড়েন নি। একদিন বললেন তোমার ছেলে রামধন দাসকে একটা চিঠি দাও না? উত্তর এলো যাঁদের কাছে বিচারের জন্য কপি পাঠানো হয়েছিল তাঁরা তা হারিয়ে আমায় দায়মুক্ত করেছেন। এর মধ্যে আমার দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে এলো অধ্যাপকমহাশয়কে আমি হারিয়ে ফেললুম। সেই সময় সংস্কৃতভবন থেকে চিঠি এলো, আবার কপি পাঠাও। ভগবান রক্ষা করেছেন আমি ইংরাজী জানি না, নইলে সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাঠাতুম "পাঠাব না"। আমার লেখার ড্রয়ার খুঁজেপেতে যা কিছু পারম্পর্য্যহীন কাগজপত্র পাওয়া গেলো তাই বেঁধে পাঠিয়ে দিলো আমার বন্ধু দীপ্তিকণা বসু (বার-এট্-ল)। অনেক বাধা দোবার চেষ্টা করেও তার ব্যারিস্টারী বুদ্ধির কাছে আমার হার হোলো। সঙ্গে সঙ্গে বইটি অনুমোদিত হয়ে এলো। কিন্তু তখন আমি অধ্যাপকমহাশয়ের "পুষ্পাঞ্জলি" লেখায় ব্যস্ত। হাতের শেষ কপর্দক খরচ করে বইটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে হবে এই-ই ছিল আমার সাধনা। কিন্তু অধ্যাপকমহাশয় কী আছেন? কত বাধা-বিপত্তি ও জলের মত অর্থ ব্যয়েও বইটি মনের মত ও সময়মত বের করতে পারলুম না। সামান্য কদিনের জন্য এ বইটি, কাকার হাতেও দিতে পারলুম না এ দুঃখ যাবার নয়।

এই বইটিতে সর্বাধিক উৎসাহ আমার চিরকল্যাণকামী শ্রীশ্রীগুরুদেব মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের। তারপর ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডাঃ স্নীতি চট্টোপাধ্যায় এঁদের উৎসাহও কম নয়। এবার ব্রহ্মসূত্রের জন্য এগিয়ে এলো আমার চিরদিনের সন্তানাধিক মায়া বসু। সে জানতো যাদুমন্ত্র, যাতে এই সাপকে বশ করা যায়। বললো মেসোমশায়ের যে বড় ইচ্ছে ছিল মাসীমা—এর পরে যা কিছু কৃতিত্ব তার। আর একজন এ বইটির জন্য অনেক কষ্ট করেছে সে আমার মধ্যম ভ্রাতা কল্যাণীয় অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়। বারে বারে যখনি আমি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছি বলেছে না দিদি শান্তনুদার কথা ভেবে এ বই তোমায় বের করতেই হবে। মঙ্গলময় ভগবান মায়ারানীর ও অক্ষয়ের অশেষ কল্যাণ করুন। প্রুফ দেখতে আমি জানি না তবুও বাধ্য হয়ে প্রুফও দেখেছি, প্রচুর ত্রুটি থাকারই সম্ভাবনা। বন্ধু দীপ্তিকণা বসুকে জানাই প্রাণের ভলোবাসা—ধন্যবাদ দোবার সম্পর্ক তার সঙ্গে নয়।

পুষ্পাদেবী

কয়েকটি অভিমত

GAURINATH SASTRI

224 Shyamnagar Road
Calcutta-700 055

I have carefully gone through the versification of the Brahmasutras by Srimati Puspa Devi. She has already acquired reputation as a translator of our ancient Sanskrit Texts. And this new endeavour will, I am sure, enhance her reputation.

GAURINATH SASTRI

R. C. MAJUMDAR

4 Bepin Pal Road
Kalighat, Calcutta-700 026

Srimati Puspa Devi Sarasvati, Srutibharati is very much well-known to me. She has made a serious study of the Upanishads and translated them in verses which are both popular and authentic. She has recently translated the Brahmasutra into verse which fully sustains her reputation earned by the earlier translation of 'Isa, Kena and Katha' Upanishads and other works in verse. She has received recognition from the orthodox Pandits by the award of the two titles mentioned above after her name and the Calcutta University has also awarded her the Lila Prize in appreciation of her merit.

R. C. MAJUMDAR

ডঃ সুকুমার সেন

ব্লক নং ২ সুট ৩২
১০ রাজা রাজ কিষণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্রদ্ধেয়াসু, আপনার ব্রহ্মসূত্রমালা উপাদেয় ও উপকারী গ্রন্থ। অতি গভীর কথা খুব সহজ ভাষায় ও সরল ছন্দে প্রকাশ করতে লেখিকা সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইয়াছেন। এই ধরনের বই সাধারণ পাঠক যত পড়িবে ততই মঙ্গল। শাস্ত্রের কৌটায় আঁটা সংস্কৃত ভাষার কুলুপ দেয়া এই অধ্যাত্মচিন্তা প্রায় আমাদের সকলেরই নাগালের বাইরে। যাঁহারা সে কৌটা খুলিয়া সে চিন্তা আমাদের সময়োপযোগী করিয়া ধরিয়া দেন তাঁহারা মহৎ কাজ করেন। পুষ্পদেবী সেইরূপ মহৎ কাজ করিতেছেন। ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তসূত্র নাম শুনিলেই শিক্ষিত ব্যক্তি ভয় পান, তাঁহারা ভাবেন ওসব বই পড়ে বোঝবার নয়। টীকাভাষ্যের অরণ্যে দিশাহারা হয়ে সমাধিস্থ না হলে ওসব বই পড়ে বোঝবার নয়। আপনি সরল পদ্যে অনুবাদ করে ব্রহ্মসূত্রের বাহ্য অর্থ যা নিয়ে আমাদের কারবার ও আবশ্যকতা তা সকলের কাছে সুগম করে দিয়েছেন—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি। ব্রহ্মসূত্র নামটির খোঁচা এড়িয়ে যিনি বইটির পাতা ওল্টাবেন তিনি উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষেও বইটির উপযোগিতা অল্প নয়। আমি আশা করছি ব্রহ্মসূত্রমালা অবিলম্বে যথাযোগ্য সমাদর পাবে। ইতি—

সুকুমার সেন

ডঃ বাসন্তী চৌধুরী, এম-এ, বি-টি, ডি-ফিল
গীতাভারতী, ডি-লিট
ভাইস প্রিন্সিপাল, হাওড়া গার্লস কলেজ
রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্ট

মাস্টারপাড়া
কোন্নগর
হুগলী

শাস্ত্রতত্ত্ব দুরবগাহ, কিন্তু সেই শাস্ত্রের তত্ত্বকে জটিলতামুক্ত করে সরস সহজ করে তোলার সাধনায় যাঁরা সার্থক হয়েছেন পুষ্পদেবী তাঁদের অন্যতমা। অনন্যতমাও বটে, কেন না ব্রহ্মসূত্রের মত দুরূহ গ্রন্থের বাংলা কবিতায় অনুবাদ করার কাজে তাঁর আগে কেউ প্রয়াস করেন নি। তাঁর কবিমানস এই গ্রন্থখানিকে অবলম্বন করে শুধু নিপুণ সাহিত্যই রচনা করেন নি। দার্শনিক জটিল তত্ত্বকে সরস ও সহজ করে পরিবেশন করেছেন। এই পুস্তক প্রকাশিত হলে দেশের ও দশের কল্যাণ হবে। ব্রহ্মসূত্রের মত কঠিন পুস্তকের প্রবেশদ্বার সাধারণের পক্ষে অর্গলমুক্ত হবে। সুতরাং এই পুস্তকের বহুল প্রচার সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

ব্রহ্মসূত্রমালা

প্রথম খণ্ড

উপনিষদের বাক্যগুলিরে সামঞ্জস্য করি,
ব্রহ্মসূত্র হইল রচনা মধুরস তাহে ভরি।
ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মলাভের উপদেশ এতে রয়,
ঋষি বেদব্যাস সূত্রগুলিরে অর্থ করিয়া কয়।
সাধনার পথে অমূল পাথেয় শেষ পারানির কড়ি
অজ্ঞ মূর্খ আমি অভাজন শ্রীগুরু পারের তরী
সূত্রসংখ্যা পাঁচশত আর পঞ্চাশোর্দ্ধ হয়
সূত্রগুলিরে চার অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া লয়,
স্পষ্ট লিঙ্গবিচার অর্থে ব্রহ্মের লক্ষণ,
আছে যাতে যাতে শঙ্কর শুধু সেই কথাটুকু কন।

"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ১।১।১

(অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।) অথ অর্থাৎ অনন্তর। কিসের অনন্তর? এ বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজের মতভেদ আছে। শঙ্কর বলেন এখানে অথ শব্দের অর্থ নিম্নলিখিত চারি প্রকার সাধনার সম্পত্তির অনন্তর:

প্রথম : "নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক"
ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু হয়
ব্রহ্ম ছাড়া যাহা কিছু অনিত্যতাময়।

(দ্বিতীয়) "ইহামূত্রফল ভোগ বিরাগ"
ইহলোক পরলোক যত কিছু ভোগ
করিয়া সকল ত্যাগ মোক্ষ লক্ষ্য হোক।

(তৃতীয়) "শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা"
শম দম উপরতি তিতিক্ষা সমাধান
শ্রদ্ধা এই দ্বারা হয় জ্ঞানের অর্জন
সম অর্থে সংসারেতে নিবৃত্ত হইয়া
মনকে সংযত রাখো শ্রীহরি স্মরিয়া
দম্ অর্থে ইন্দ্রিয়ের সংযম বিধান
উপরতি কর্মত্যাগ সন্নাস গ্রহণ
তিতিক্ষায় শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ সহা।
সমাধীন অর্থ হয় সমাধিতে রহা
বৈষয়িক চিন্তা ছাড়ি মন স্থির করো
শ্রদ্ধা অর্থে আস্থাবান শাস্ত্রের উপর।

(চতুর্থ) "মুমুক্ষুত্ব-মোক্ষলাভ করিবার আকাংক্ষা।"
মুমুক্ষুত্ব মোক্ষলাভে আকাঙ্খা যাহার
শঙ্কর বলেন ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার।
উপায় ব্রহ্মাত্ম জ্ঞান উপেয় কি জানো ?
যতনেতে লভে যাহা উপেয় তা মানো
নিবর্ত্ত্যা অজ্ঞান মোহ সরাইয়া দূরে
ব্রহ্মধনে করো লাভ হৃদয়ের পুরে।

(প্রশ্ন) শঙ্কর বলেন যাহারা এই সকল জ্ঞান লাভের উপায় অধিগত করিয়াছে তাহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু রামানুজ বলেন তাহা নহে—অথ শব্দের অর্থ বেদপাঠ এবং পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন (কিভাবে বৈদিক কর্ম

অনুষ্ঠান করিতে হইবে দর্শন শাস্ত্রে মহর্ষি জৈমিনি তাহাই আলোকিত করিয়াছেন) ইহারই প্রথম সূত্র "অথাতোব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"।

ব্রাহ্মণ শিশুর হলে অষ্টম বরষ,
আচার্যের কাছে বেদ করিবে অভ্যাস।
এর পর বিচারেতে ফল বোঝা যায়
স্বর্গ আদি ভোগ কভু চিরস্থায়ী নয়।
কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান শুধু লাভ হয় যার ?
তাহারই-ত নিত্যধনে চির অধিকার।
তবু কিছু কর্ম আগে প্রয়োজন হয়,
নিষ্কাম যজ্ঞের ফলে সেই শুধু রয়।
দ্বৈতাদ্বৈত বিশিষ্টাদি আছে যত মত
নানা পথে একই কাম্য একই মনোরথ।
ব্রহ্মকে জানার তরে ধ্যান-উপাসনা
উপনিষদের অর্থ অন্তরেতে জানা
মনে মনে ভাবি তাহা ধ্যানে রত হও
শ্রীহরি চরণ ছাড়া কখনত নও।
অন্য চিন্তা মনমাঝে নাহি দিও স্থান
হৃদয় কমল মাঝে ব্রহ্ম অধিষ্ঠান॥
আত্মা মাঝে উপলব্ধি ব্রহ্মে যদি হয়
বুঝিবে নির্মল আত্মা অপাপ অভয়।
জরা নাই মৃত্যু নাই শোক নাহি তার।
ভোজনের ও ইচ্ছা নাই সত্য শুধু সার
সত্যকাম সত্য সংকল্পই শুধু হয়
অনন্ত কল্যাণযুক্ত দোষমুক্ত রয়।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, দ্বিতীয় শ্লোক।

জন্মাদ্যস্য যতঃ (১।১।২)

পূর্বের সূত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। জন্মাদি অস্য যতঃ। অস্য অর্থাৎ এই জগতের জন্মাদি অর্থে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়। যত অর্থাৎ যাহা হইতে। ঈশ্বরের সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যই প্রমান। অনুভবও কিন্তু প্রমান—। শ্রুতিতে যেরূপ সাধনার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সেইরূপ সাধনা করিলে ব্রহ্মকে অনুভব করা যায়। তখন দেখা যায় শ্রুতিতে যে প্রকার ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে ব্রহ্ম যথার্থই সেইরূপ।

এই জগতের যাতে জন্ম স্থিতি লয়,
সেই কথা স্মরণেতে সদা যেন রয়।
যাঁহা হতে সৃষ্টি হয় সকল প্রাণীর,
যাঁর দ্বারা রয় বেঁচে জানো তাঁরে স্থির।
মৃত্যুর পরেও সবে যাঁর কাছে যায়,
সেই ব্রহ্মে করো মন নিয়োজিত তায়।

বিচার করিবার সময় শ্রুতির অনুকূল যুক্তির অবতারণা করা প্রয়োজন হয়। তাহাতে ভ্রান্তি হইবার আশঙ্কা থাকে না। রামানুজ বলেন এই সূত্র হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় ব্রহ্ম সবিশেষ। কারণ ব্রহ্মের যেরূপ লক্ষণ দেওয়া হইল তাহা সবিশেষ বস্তুর লক্ষণ।

শ্রুতি অনুকুল যত কিছু কথা ভ্রান্তি তাহাতে নাই
মহাজনদের পথ ধরি চলো ঋষি নির্দেশ তাই
জ্ঞান দিয়ে তাঁরে জানিবারে চাই, হায় সে অধরাজন!
মেধা সেইখানে মানে পরাভব ধ্যান আরাধ্যধন।
কৃপাকরি যবে সেই কৃপাময় হাত ধরে লয়ে যায়।
ব্রহ্ম স্বরূপে ব্রহ্মরে পেয়ে সে হয় ব্রহ্মময়।

প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, তৃতীয় শ্লোক

শাস্ত্র যোনিত্বাৎ (১।১।৩)

এইখানে শাস্ত্র যোনি কথাটির শঙ্করাচার্য্য দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্ম সকল শাস্ত্রের কারণ বা যোনি অর্থে উৎপত্তি-স্থল। ব্রহ্ম যখন শাস্ত্রের কারণ তখন তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁহার দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় হওয়া সঙ্গত।

আবার শাস্ত্র যোনি কথাটির অন্যরূপ অর্থও করা যায়। শাস্ত্র (বেদ প্রভৃতি) যোনি (স্বরূপ জ্ঞানের কারণ) যাঁহার তিনি শাস্ত্র-যোনি। ব্রহ্ম কি বস্তু তাহাও শাস্ত্র হইতেই জানা যায়।

রামানুজ এই দ্বিতীয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন—তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, যে শাস্ত্র ভিন্ন অন্য উপায়ে ব্রহ্মকে জানা যায় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না।

সকল শাস্ত্রের মূল ব্রহ্ম জেন হয়,
জ্ঞানের আকর সেই শুদ্ধ সত্ত্বময়!
সর্বজ্ঞ ও যত-কিছু সবের আধার ;
সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়েও ক্ষয় নাহি যার॥

প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, চতুর্থ শ্লোক

তৎ তু সমন্বয়াৎ (১।১।৪)

তৎ অর্থে যে শাস্ত্রতে ব্রহ্মারে বুঝায়
তু কিন্তু ও সমন্বয়াৎ কার কথা কয়?
উপনিষদের কথা সবি-ব্রহ্মময়
তাঁরি ছবি হল আঁকা সকল সময়
তাঁরে যাতে আঁকা যায় মূর্ত ব্রহ্ম হন
তাঁরি কথা আলোচনা করে ঋষিগণ

স্ফটিকেতে জবাফুল যদি ধরা যায়,
শুভ্র স্ফটিকেরে জেন লাল দেখা যায়।
তেমনি চৈতন্য কাছে বুদ্ধি যদি থাকে,
চৈতন্যরে বুদ্ধি বলি ভ্রম হয় তাকে।
চৈতন্যর উপাধিরে বুদ্ধি জেনো কয়,
সেকারণ এই দুই এক কভু নয়।
শঙ্কর ও রামানুজ হল এক মত,
শাস্ত্র বাক্য যত কিছু ব্রহ্মতে উদ্ধৃত।
ধ্যান উপাসনা করি তাঁরে পাওয়া যায়
তাঁহারে পাইলে পরে ব্রহ্ম লাভ হয়।

ঈক্ষতের্নাশব্দম (১।১।৫)

ঈক্ষতে ('ঈক্ষতি' এই ধাতুর প্রয়োগ আছে বলিয়া) অশব্দম (শব্দ অর্থাৎ বেদে যাহা নাই এরূপ প্রধান বা প্রকৃতি) ন (জগতের কারণ হইতে পারে না)।

উপনিষদে আছে "সদেব সৌমং ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। (এটি ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬।২।১ অধ্যায়ে আছে) এর মানে হচ্ছে, হে সৌম্য সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎবস্তুমাত্র বিদ্যমান ছিল। সেই বস্তু আলোচনা করিল 'আমি বহু হইব' এই যে জগতের কারণ সৎবস্তু ইহা কি? সাংখ্যমতাবলম্বী বলিতে পারেন যে সাংখ্যদর্শনে যে প্রধান বা প্রকৃতির কথা আছে যাহা হইতে সাংখ্যমতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে সেই প্রধান বা প্রকৃতিই উপনিষদুক্ত সৎবস্তু। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ উপনিষদে সৎবস্তু সম্বন্ধে ঈক্ষতি এই ধাতু প্রয়োগ করা হইয়াছে। উপনিষদ বলিয়াছেন জগতের আদিকারণ সেই সৎবস্তু আলোচনা করিয়াছিলেন। সাংখ্যের

প্রকৃতি চিন্তা করিতে পারেন না অতএব উপনিষদে যে সৎবস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা সাংখ্যের প্রকৃতি হইতে পারে না। এই সদবস্তু উপনিষদ উক্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলেও তিনি সর্বজ্ঞ হইতে পারেন কারণ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক অবিদ্যা তাঁহার জ্ঞান আচ্ছন্ন করে না। এজন্য তিনি স্বভাবতঃই জ্ঞানবান।

॥ কাব্যানুবাদ ॥

ঈক্ষতে ঈক্ষতি ধাতু প্রয়োগ যে হয়,
অশব্দম অর্থ জেনো বেদে যাহা নয়।
এরূপ প্রকৃতি কিংবা প্রধান যা আছে,
জগৎ কারণ নয় যাতে সবে বাঁচে।
জ্ঞানেন্দ্রিয় নাহি তবু সর্বজ্ঞ যেজন,
অবিদ্যা যাহাতে নাশ জ্ঞানবান জন।
জ্ঞানের মূরতি ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান কয়,
উজলিত দশ দিশ রূপ জ্যোতির্ময়।

গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দাৎ (১।১।৬)

গৌণঃ চেৎ (যদি কেহ বলেন যে, ঈক্ষতি শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ হয় নাই, গৌণভাবে প্রয়োগ হইয়াছে)—ন (না তাহা হইতে পারে না) আত্ম শব্দাৎ (কারণ আত্মা এই শব্দের প্রয়োগ আছে পুর্বসূত্রে বলা হইয়াছিল যে সৎবস্তু অচেতন প্রধান হইতে পারে না, কারণ, উপনিষদে আছে যে, সেই সৎবস্তু ঈক্ষণ করিয়াছিল। ইহার উত্তরে প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন যে সে ঈক্ষণ মুখ্য নহে—গৌণ অর্থাৎ মনে হয়, যেন এই প্রধান "জগৎরূপে পরিণত হইব" এইরূপ চিন্তা করিয়াই জগৎরূপে পরিণত হইয়াছিল।

প্রতিপক্ষের এই যুক্তি সমীচীন নয়। ইহা বলিতে পারা যায় না যে, ঈক্ষণ শব্দ গৌণভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে। কারণ আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে। উপনিষদে আছে সেই মূল আদিকারণ তেজ। তেজ অপ্ এবং অন্ন সৃষ্টি করিলেন, করিয়া ভাবিলেন "অহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকর বাণি" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬।৩।২, ছান্দোগ্য ৬।৮।৭)

॥ কাব্যানুবাদ ॥

গৌণভাবেতে ঈক্ষতি কথা ব'লে যদি বলে কেহ
গৌণ চেৎ— ন এই কথামাঝে আত্মা কাটায় সে সন্দেহ
জগৎ রূপেতে হব পরিণত চিন্তা করিয়া হয়
তেজ জল আর অন্ন মাঝেতে তিনটি রূপেতে রয়
জীবরূপ এই আত্মার দ্বারা তিন দেবতার মাঝে
একই ব্রহ্ম উজ্জল হইয়া নিজ মহিমায় রাজে
এদেরি ভোগের তরে-ত নামেতে স্থূল জগতের হয়ে
স্বরূপ আত্মা চেতন জীব সে অচেতনে নাহি রহে
সৎবস্তু এ সচেতন জন আলোচনা এই করে
গৌণভাবেতে বলা হয় নাই মুখ্যভাবেই ধরে।

রামানুজ এখানে আর একটি শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন : ঐতদাত্ম্যং ইদং সর্বং। —অর্থাৎ ইহা (এই সৎবস্তু) নিখিল জগতের আত্মা। আত্মা কখনও অচেতন হইতে পারে না, অতএব সৎবস্তু অচেতন নহেন সচেতন ; এবং তিনি যে ঈক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা গৌণভাবে বলা হয় নাই মুখ্যভাবেই বলা হইয়াছে। এইভাবে রামানুজ সূত্রটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ (১।১।৭)

যিনি তন্নিষ্ঠ হইবেন, অর্থাৎ সেই আদিকারণকে নিজের আত্মা বলিয়া জানিবেন, তাঁহার মোক্ষ হইবে। উপনিষদে এইরূপ উপদেশ আছে। সেই আদিকারণ যদি অচেতন প্রধান হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিজ আত্মা বলিয়া জানিলে জীবের মোক্ষ হইবে না, বরং অনর্থ হইবে। অতএব সেই আদিকারণ প্রধান হইতে পারে না।

তন্নিষ্ঠ যিনি হইবেন তাঁর মোক্ষ লাভ যে হয়
আদি কারণেরে দেখে যেই জন নিজের আত্মাময়
উপনিষদেতে এই উপদেশ আছে দেখো কত মত
আদি কারণেরে ভেবে অচেতন অনর্থ হয় শত
আদি কারণেরে প্রধান না ভেবে ব্রহ্মে স্মরণ করো
আদি কারণেরে সচেতন জেনে ভকতি ভরেতে স্মরো।

হেয়ত্বা বচনাচ্চ (১।১।৮)

হেয়ত্বস্য অবচনাৎ— হেয়ত্বের কথা বলা হয় নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, যদিও ব্রহ্মই জগতের প্রকৃত কারণ তথাপি এখানে প্রধানকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে; এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে স্থূলজগৎ ছাড়িয়া সূক্ষ্ম প্রধানের ধারণা করিতে হইবে। এই ভাবে ক্রমশঃ ব্রহ্মের ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এই কথা যুক্তিযুক্ত নহে। কারন উপনিষদের যদি ইহাই উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে উপনিষদে এই সৎ বস্তু পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে গ্রহণ করিবার কথাও থাকিত। কিন্তু এইরূপ হেয়ত্বের কথা (অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবার কথা) নাই, অতএব এখানে প্রধানের কথা বলা হয় নাই। ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে।

স্ব অর্থাৎ নিজেকে, অপ্যয় মানে প্রাপ্তি জানিও হয়
স্বপ্নবিহীন নিদ্রার মাঝে নিজের স্বরূপ পায়।

জীব এই সৎ শব্দ বাচ্য কারণে বিলীন হয়
এবং তখন নিজ স্বরূপেতে আপনি আপনাময় !
সুতরাং এই সৎ শব্দেতে অচেতন প্রকৃতি নয়
চেতন ব্রহ্ম নিজ স্বরূপেতে সৎ এতে বিরাজময়।

স্বাপ্যায়াৎ (১।১।৯)

স্ব অর্থাৎ নিজেকে অপ্যয় অর্থাৎ প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। উপনিষদে আছে যে, সুষুপ্তির সময় (অর্থাৎ নিদ্রার সময় যখন কোন স্বপ্ন দেখা যায় না) জীব এই সৎ শব্দবাচ্য কারণে বিলীন হয় এবং নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই সৎ শব্দবাচ্য বস্তু অচেতন হইতে পারে না। হেয়ত্বা বচনাৎ এবং স্বাপ্যায়াৎ এই দুইটি সূত্রের মধ্যে আচার্য্য রামানুজ "প্রতিজ্ঞা বিরোধাৎ" এই সূত্রটি দিয়াছেন। শঙ্কর কিন্তু দেন নাই "প্রতিজ্ঞা বিরোধাৎ"-অর্থ

ভাষ্য কিঞ্চৈক বিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা
বিরোধাদপিনাচেতন কারণবাদঃ সাধুঃ।

এর ব্যাখ্যা হল যে, এক বস্তুর বিজ্ঞানে সকলের বিজ্ঞান হয়। তাহা উপদেশ করিবেন বলিয়াশ্রুতি-পূর্ব্বোক্ত সদেব সৌম্য ইত্যাদি বাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরন্তু, ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য-বস্তু অচেতন প্রধান হইলে তদরিক্ত চৈতন্য বস্তুর উপদেশ উক্ত ষষ্ঠ প্রপাঠকে না থাকায় শ্রুতির প্রতিজ্ঞাও লঙ্ঘিত হয়। কারণ অচেতনপ্রধানের বিজ্ঞান হইলেই চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার জ্ঞান হয় না, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রেরও অভিমত। অতএব শ্রুতির প্রতিজ্ঞা-বিরোধ হয় বলিয়াও অচেতন প্রধান সৎ শব্দের বাচ্য হইতে পারে না। উপনিষদে আদি কারণ উল্লেখ করিবার পূর্বে আছে "যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" অর্থাৎ যাঁহাকে জানিলে যাহা-কিছু অশ্রুত সকলই শ্রুত হয়। উপনিষদ এখানে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,

প্রস্তাবিত সৎ বস্তুকে জানিলে আর কিছুই জানিতে বাকি থাকে না। এই সৎ বস্তুকে প্রধান বলিলে প্রতিজ্ঞার সহিত বিরোধ হয় কারণ প্রধানকে জানিলেও ব্রহ্মকে জানা বাকি থাকে। এই সৎ বস্তুকে ব্রহ্ম বলিলেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।

উপনিষদেতে প্রতিজ্ঞা করে এই সে সত্যধন
যাহারে জানিলে বাকি নাহি থাকে জানিবারে কোন জন
প্রধান এ নয় পূর্ণ এজন এজন ব্রহ্মধন
যাঁহারে লভিলে সার্থক হয় যত দেহধারী জন।

গতি সামান্যাৎ (১।১।১০)

সর্বত্রই গতি সমান। শঙ্কর ইহার ব্যখ্যা করিয়াছেন যে, বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য এক, সে তাৎপর্য্য ব্রহ্ম-জ্ঞান। সুতরাং ইহা হইতে পারে না যে কোন স্থলে বেদান্তবাক্যের তাৎপর্য্য প্রধান বা প্রকৃতি।

আচার্য্য রামানুজ কিন্তু এভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন উপনিষদে অন্যত্র সৃষ্টি বিষয়ক যে সকল বাক্য আছে তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কারণ, অতএব এখানেও উপনিষদ বাক্যের সেইরূপ অর্থ করিতে হইবে, নচেৎ বিভিন্ন উপনিষদ বাক্যের বিভিন্ন গতি হইবে তাহা দোষাবহ।

সর্ব্বত্রই যে সম গতিবান সে হল ব্রহ্মজ্ঞান
বেদান্ত বাক্যে তাৎপর্য্যতে সবে একই কথা কন।
উপনিষদেতে কহে ঋষিগণ সৃষ্টি বিষয়ে কথা
ব্রহ্মই হল জগৎ কারণ প্রকৃতি নহে সে যথা
সহজ এ কথা সহজে না বুঝে ভিন্ন পথে যে যায়
বিভিন্ন গতি নানা দোষাবহ পায় সেই জন হায়।

প্রথম অধ্যায় ১।১।১১

শ্রুতত্বাচ্চ

শঙ্কর কন জগৎ কারণ ব্রহ্মাই জেন হয়
লেখা আছে বেদে স্পষ্ট ভাবেতে শ্রুতিতেও ইহা কয়
জগৎ কারণ ব্রহ্ম সকল ইন্দ্রিয় অধিপতি
সকল জীবের প্রভু সেই জন জেন সবাকার গতি।

আনন্দ ময়োহভ্যাসাৎ ১।১।১২

তৈত্তিরীয় উপনিষদেতে কহে আনন্দময়
এই শব্দেতে ব্রহ্মের কথা ঋষিজনে সবে কয়
অন্ন রসের বিকারে সৃষ্ট দেহ রূপে হেথা রাজে
দেহের মাঝেতে আত্মারূপেতে ব্রহ্মই যেন সাজে
তাহারও ভিতর প্রাণময় সেই তার পরে মনোময়
তাহারও ভিতর বিজ্ঞানময় তাতে আনন্দময়
কল্পনা করো পুরুষরূপে সে শির তার প্রিয় হয়
দক্ষিণ পাখা মোদ উত্তর পাখা সে প্রমোদময়
আত্মা তাহার আনন্দ আর পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা সেই
শব্দের দ্বারা বুঝায় জানিও কেবল ব্রহ্মকেই ।।
রামানুজ কন জীব ও জগৎ ব্রহ্ম কখনো নয়
শরীর রূপেতে জীব ও জগৎ আত্মা ব্রহ্ম হয়
শরীরের দোষ আত্মাকে যথা মলিন কভু না করে
ব্রহ্ম তেমনি চিরউজ্জ্বল নিরমল রূপ ধরে ।।

বিকার শব্দান্নেতিচেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ ১।১।১৩

আনন্দময় মানে কেবা বলো নাহি জানে
ময়ট্ অর্থে বিকার এখানে নয়।

ব্রহ্ম যেখানে রাজে বিকার সেথা কি সাজে
এখানে ময়ট্ প্রাচুর্য্য হয়ে রয়।
অল্প বুদ্ধি কেহ করে যদি সন্দেহ
ভাবে যদি আছে কণা দুঃখও তায়
তাহলে ভুলই হবে আনন্দময় ভবে
দুঃখ তাঁহার কাছেতে পায় যে লয়।

তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ১।১।১৪

তৎ হেতু হেথা আনন্দ হেতু ব্যপদেশ বলি রয়
সব আনন্দ কারণ সেজন নিজে আনন্দময়।
জীবে আনন্দ দান
দুঃখেতে করে ত্রাণ
জীব হতে সেই ভিন্ন তখন হয়
অপরূপ লীলা বলে বোঝানর নয় ।।

মান্ত্রবর্ণিক মেব চ গীয়তে ১।১।১৫

মন্ত্রে যাহার উল্লেখ আছে মান্ত্রবর্ণিক তাই
তারি কথা হেথা গীত করা হল বলা শুধু হল তাই
সত্যং জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম
এই সার কথা সকল ধর্ম
এই মন্ত্রেতে ব্রহ্মের কথা উল্লেখ শুধু হল
আনন্দময় এ আত্মা ব্রহ্ম বারে বারে তাহা বলো।

নেতরোহনুপ পত্তেঃ ১।১।১৬

ইতর জীবেরে আনন্দময় বলা সঙ্গত নয়
এক হয়ে যেই ইচ্ছা করিয়া বহু জন হয়ে রয়

সেই আনন্দময়
গাহ মন তাঁরি জয়
আনন্দময়ে মিশে যেই জন হয়ে যায় একাকার
সেই পায় সেই অমৃতের স্বাদ নহিলে সাধ্য কার।

ভেদব্যপদেশাচ্চ ১।১।১৭

আনন্দময় শুধু সেই জন আত্মা তাহা ত নয়
এই ভেদকথা উপনিষদেতে বিশদ করিয়া কয়
রসের স্বরূপ সেই তাহারে পাইলে তাই
আনন্দ রসে হয়ে নিমগন জীবে আনন্দ পায়
পরশ পাথরে পরশি যেমন লোহা সোনা হয়ে যায়।
জীব ও ব্রহ্মে ভেদ যেইখানে জীব তাহা করিয়াছে
অহঙ্কারেতে মত্ত হইয়া ভিন্নতা সেই রচে
নিজ স্বরূপেতে ব্রহ্মে না হরি দেহ ইন্দ্রিয়মন বুদ্ধি ধরি
আপনারে সেই কল্পনা করি ভিন্ন হইয়া যায়
জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই বুঝে না একথা হায়।
আত্মা অন্বেষ্টব্যঃ একথা উপনিষদেতে কয়,
আত্মা ব্রহ্ম ব্রহ্মেরে ছাড়া কোন জীব নাহি রয়।
রামানুজ কন জীবের মাঝেতে ব্রহ্ম অংশ রয়
ব্রহ্মের মাঝে জীব বিরাজিছে ইহা কখনই নয়।

কামাচ্চনানুমানাপেক্ষা ১।১।১৮

কাম শব্দের প্রয়োগে বুঝিও অনুমানের অপেক্ষা নয়
সাংখ্য দর্শনোক্ত প্রকৃতির কথা এইখানে জেন নয়
প্রকৃতি প্রধান এই দুই জন,
আনন্দময় কভু নাহি হন।
যে জন একই বহু হয়ে হেথা সবার মাঝেতে রয়
অপার লীলা সে বুঝাব কেমনে সেই জন লীলাময়।

অস্মিন্নস্য চ তদযোগং শাস্তি ১।১।১৯

অস্মিন মানে আনন্দময় বস্তুতে এই হয়
অস্য অর্থে জীবের যে যোগ শাস্ত্রেতে তাহা কয়
এক হয়ে দোঁহে মিশে যবে যায়
ব্রহ্ম অভয়পদ সেই পায়
তৈত্তিরীয়েতে এই মিলনের বর্ণনা জেন আছে
বাক্য যাঁহারে বর্নিতে হারে সেই পদ সবে যাচে
রসের সাগর সেই
তাহাতে মিশিল যেই
রসসমুদ্রে হল সেই ভাসমান
আনন্দময়ে করিল অধিষ্ঠান ॥
রামানুজ কন আনন্দ কভু ব্রহ্মস্বরূপ নয়
ব্রহ্মের মাঝে গুণ রূপ ধরি আনন্দ বিরাজয় ।

অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ ১।১।২০

সুর্য এবং চক্ষুর মাঝে যে পুরুষ সদা রয়
অন্তঃ নামেতে ব্রহ্ম সেজন সেজন ধর্ম হয়
সোনার বরণ পুরুষ সেজন
বর্ণিবে কেবা সেই অতুলন
শশ্রু ও কেশ সকলি সোনার নখাগ্র সোনা হয়
সর্ব দেহটি সোনায় গঠিত উজল জ্যোতির্ময় ।
আঁখি দুটি তাঁর রক্তকমল রক্তিম আভা ধরে
সূর্যের দ্বারা হয়ে বিকশিত অমল কমল হারে
সকল পাপের উর্ধ্বে সে রয়
পাপ পরশিতে-না পারে তাহায়
তাঁহারে যে জানে সকল পাপের হয় তার অবসান
বক্ষ শীতল কারি সেই জন দুঃখীজনের ত্রাণ ।

কেহ বলে ইনি ঋক সাম যজু এই জন তিন বেদ
বর্ণিতে ভাষা হার মানে মোর মনে রয় শুধু খেদ
নিজ মহিমায় রাজে সেই জন
আধার ভেদেতে বিভিন্ন হন
অসীম শকতি ধরে সেই জন বলিবার তাহা নয়
সূর্য্য এবং চক্ষুর মাঝে অন্ত হইয়া রয়।

রামানুজ কন আশঙ্কা হয় পাছে কেহ ভুল করে
ব্রহ্ম এবং পরমাত্মাকে বুঝিবারে নাহি পারে
ইন্দ্র সূর্য ইহাদের মত
মানুষ না পারে এরা পারে তত
তবু ইহাদের ব্রহ্ম ভাবিয়া করিও না কেহ ভুল
সবের স্রষ্টা পরমেশ্বর পরমাত্মাই মূল।

ভেদব্য পদেশাচ্চান্যঃ ১।১।২১

সূর্য হইতে ভিন্ন সে নয় সূর্য দেবতা নয়
সূর্য তাঁহারে জানে না তবু সে সূর্য শরীরে রয়
সূর্যের মাঝে নিয়ন্তা হয়ে
অমৃত রূপেতে যায় যেই বয়ে
তোমার আমার শরীর-মধ্যে অভেদ তিনিই হন
অন্তরযামী অন্তর মাঝে অমৃত হইয়া রন।

আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ১।১।২২

আকাশ অর্থে ব্রহ্মে বুঝায় লক্ষণ দেখো তার
এই জগতের আশ্রয় তিনি তিনিই সবার সার
আকাশ হইতে উদয় তাহার
আকাশে অস্ত হয় তাই তাঁর

আকাশ সমান বিরাট বৃহৎ আকাশ পরম গতি
এখানে আকাশ ব্রহ্মে বুঝায় জীবের যেজন পতি
তাইত শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া আকাশেরে বলিয়াছে
অনন্তরূপে ব্রহ্ম রূপেরে এখানে বর্ণিয়াছে

সূর্যের মত হইয়া বিকাশ।
সবাকার যেই করেন প্রকাশ

সেই ব্রহ্মই আকাশের সাথে সূর্যের মত রয়
তাঁহার জ্যোতিতে উজলি ভুবন হইয়া জ্যোতির্ময়।
রামানুজ কন এ আকাশ জেন দেখো যাহা তাহা নয়
ব্রহ্মই আদি আকাশ যাহাতে সব প্রকাশিত হয়।

অতএব প্রাণঃ ।১।১।২৩

সমস্ত জীব প্রাণেই বিলীন প্রাণ হতে তাহা হয়
অতএব প্রাণ বলিয়া এখানে ব্রহ্মের কথা কয়

প্রাণরূপে সেই রাজে
যাহার পরশে বাঁচে

প্রাণরূপে সেই সকল জীবেতে আপনি মূর্তময়
আনন্দময় ব্রহ্ম সবেতে প্রাণরূপ হয়ে রয়।
রামানুজ কন ব্রহ্ম জগতে প্রাণীরে বাঁচায়ে রাখে
তাই এখানেতে প্রাণ শব্দেতে নির্দেশ করে তাঁকে।

জ্যোতি বচরণাভিধানাৎ ১।১।২৪

জ্যোতি শব্দের অর্থ জানিও ব্রহ্মই তাহা হয়
চরণের আর অভিধান কথা উল্লেখ তাই রয়

স্বরগ উপরে জ্যোতিরূপে রয়
প্রদীপ্ত হয়ে যে জ্যোতির্ম্ময় হয়

এর চেয়ে বড় এর চেয়ে ছোট কোনখানে কিছু নাই
এই সেই জ্যোতি পরম পুরুষে প্রকাশি উজলি তাই।
এইখানে জ্যোতি সূর্য্য অগ্নি কখন জানিও নয়
চরণ বলিয়া ত্রিপাদে বুঝায় স্বর্গেতে যাহা রয়

মোক্ষ লভিবে ব্রহ্মে জানিলে
হবে কিছু ভাল এভাবে পুজিলে

বলেছে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে যদি এইভাবে পূজা করো
তবে হবে তুমি বিখ্যাত আর হবে সুন্দর তর
রামানুজ কন এখানেতে জ্যোতি সূর্য কখন নয়
যাহার জ্যোতিতে জ্যোতির প্রকাশ ব্রহ্মই নিশ্চয়।

ছন্দোহভিধানাৎ ন ইতি চেৎন ২।১।২৫

তথা চেতোহর্পণনিগদ্যা তথা হি দর্শনং

ছন্দের কথা হইয়াছে বলা জ্যোতিতে ব্রহ্ম নয়
ইতিচেৎ যদি ইহা বলা যায়, না বলিয়া পুনঃ কয়
এরূপে চিত্ত সমাধান করো এই কথা বলিয়াছে
তবু দর্শন মিলে যে তাহাতে অন্যত্র এরূপ আছে

গায়ত্রীরূপে রয় সব গায়ত্রীময়

গায়ত্রী রূপে স্মরণ করিয়া ব্রহ্মের পূজা করো
সেই ব্রহ্মের মাঝেতে মনেরে সমাধান করি স্মরো।
গায়ত্রীরূপে চারি পাদ আর অক্ষর হয় ছয়,
ব্রহ্মের জেনো চারি পাদ, একে জগৎ সৃষ্ট হয়।
বাকী তিন পাদ স্বরগেতে রয় স্বরগ উজল করি,
তাই-তো হেথায় গায়ত্রীরূপে ব্রহ্ম ধনেরে স্মরি।
রামানুজ কন তিনটি পাদেতে গায়ত্রী বটে হয়—
কিন্তু কোথাও চারিটি পাদেও গায়ত্রী বর্ণয়।

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং ১।১।২৬

ভূত প্রভৃতির উল্লেখ আছে পাদের বা ব্যপদেশ
এতে বোঝা যায় গায়ত্রী শব্দ নহে ছন্দের রেশ।

বুঝায় ব্রহ্মধনে
দেখ সেই অতুলনে

গায়ত্রী মানে প্রাণী প্রতিটিই পৃথিবীও সেই হয়
পুরুষের দেহে গায়ত্রী জেনো পুরুষ হৃদয়ময়।
প্রাণীরা সকলে পৃথিবী ও দেহ হৃদয় ও সেইজন,
গায়ত্রীর জেনো পরিপাদ হতে অংশ ইহারা হ'ন।

লক্ষ্য ব্রহ্মকেই
তিনি ছাড়া কিছু নেই।

উপদেশ ভেদাৎ ন ইতি চেৎ ন উভয়স্মিন্নপি অবিরোধ্যাৎ ১।১।২৭

উপদেশ ভেদে যদি মনে কর হইতে পারে না তাহা,
ধীর স্থির হয়ে দেখহ বিচারী প্রভেদ নাহিক তাহা।

ব্রহ্মেতে তিন ভাগ
স্বর্গেই তাহা থাক

দিব শব্দের সপ্তমী দ্বারা বিভক্তি হেথা আছে
স্বরূপে থাকিয়া তবু সে জন স্বরূপ উপরে রাজে॥

প্রাণস্তথানুগমাৎ ১।১।২৮

প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম অনুগমন করিয়াছে
কৌষীতকিকে ইন্দ্র ও প্রতর্দ্দনকে তা বলিয়াছে—

বলেন আমিই প্রাণ
আমি আনন্দবান

অজর অমৃত প্রাণই চিরদিন এ প্রাণ ব্রহ্মময়,
তাঁহারে লভিলে মৃত্যু বিনাশ নিমেষেতে পায় লয়।

কহেন ইন্দ্র প্রতর্দ্দকে বর নাও মোর কাছে
কহিলেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞানই আমার পরাণ যাচে।

সবচেয়ে হিততম
পেতে আগ্রহ মম

যাঁহারে জানিলে মৃত্যু বিভাগ দূরেতে সরিয়া রয়
ইহা ছাড়া আর মুক্তিলাভের উপায় নাহিক হয়।
এতে বোঝা যায় ইন্দ্র বলেন ব্রহ্মের কথা শুধু
অতুলন সেই ব্রহ্মলোকের আনন্দময় মধু।

ন বক্তুরাত্মোপদেশাৎ ইতি চেৎ

অধ্যাত্ম সম্বন্ধ হি অস্মিন ১।১।২৯

যদি মনে হয় প্রাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম নয়
"বক্তুরাত্মোপদেশাৎ" বলে যদি হেথা তাহা কয়।

যদি কেহ মনে করে
ভূল হ'ল জেনো তারে,

ব্রহ্মের সাথে অধিক বরং এই জেনো দেখা যায়
প্রত্যগাত্মা শব্দের অর্থ অধ্যাত্ম সর্বব্যাপী সে রয়।
তাইত ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে বলেন আমিই প্রাণ
আমি সে আত্মা প্রাণরূপে সবজীবেতে বিদ্যমান।

রথের চাকার নেমির মতন
মধ্যেতে রহে নাভি "অর"গণ

নেভিকে ধরিয়া অরগুলি রয়, অর সে নাভিকে ধরে
সেইরূপ ভূত মাত্রাগুলি যে প্রজ্ঞা ধারণ করে।
প্রজ্ঞারে প্রাণ ব্রহ্ম রূপেতে ধারণ আবার করে
ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চভূতেরে ধরে

পাঁচটি বিষয় জ্ঞান
প্রজ্ঞায় অবধান

পাঁচ ইন্দ্রিয় গুণ জ্ঞান সব যার দ্বারা লাভ হয়
ব্রহ্মই সব জ্ঞানের আকর শঙ্কর এই কয়।

* * * * * *

রামানুজ কন ভূত শব্দেতে অচেতন বুঝা যায়
প্রজ্ঞা মাত্র জ্ঞানের আধার ব্রহ্মই তাহা হয়।

শাস্ত্র দৃষ্ট্যা তু উপদেশো বামদেববৎ ১।১।৩০

শাস্ত্র দৃষ্টি অনুসারি এই উপদেশ দেয়া হয়
বামদেব ঋষি যেমন করিয়া বুঝায়ে সবারে কয়
ইন্দ্র নিজেকে কয় হইয়া ব্রহ্মময়
ব্রহ্মরে যে জানে আপনি সেজন ব্রহ্ম হইয়া যায়
বামদেবও তাই ব্রহ্মে জানিয়া ব্রহ্ম ধনেরে পায়।
বলে বামদেব আমি মনু আমি সূর্যও আমি হই
সবের ভিতরে বিরাজে ব্রহ্ম আমি তিনি ছাড়া নই।
রামানুজ কন জীবাত্মা দেহ ব্রহ্ম আত্মা হয়
অহং এখানে ব্রহ্মকে বলে সেই নির্দ্দেশ দেয়॥

উপাসাত্রৈ বিধ্যাৎ আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদযোগাৎ ১।১।৩১

উপনিষদের এই কথাগুলি আলোচনা হল হেথা
তাহাদের মাঝে জীবেরও প্রাণবায়ুর ও রহিল কথা
বাক্যরে নয় বক্তারে জেন
দত্তধনের দাতাটিকে চেন
জীবই বক্তা জীব লক্ষণ স্পষ্টই দেখা যায়
প্রাণই আত্মা জ্ঞানময় রূপে প্রাণেরেই পুনঃ চায়।
প্রাণ শক্তির জোরে শরীরে উর্দ্ধে তোলে

তাবলে ভেবনা প্রাণই ব্রহ্ম ব্রহ্ম লক্ষ্য নয়
ব্রহ্মের মাঝে প্রাণের সৃষ্টি ব্রহ্মেতে তার লয়
জীব উপাসনা প্রাণ উপাসনা ব্রহ্মের উপাসনা
ভেবে দেখো যদি দেখিবে সেথায় ব্রহ্মেরই আলোচনা
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নাই
জীব লক্ষণ ব্রহ্মই তাই
তাঁর শক্তিতে অমর অজর প্রাণের তো তাহা নাই
প্রাণের মধ্যে ব্রহ্ম রয়েছে ব্রহ্মেতে প্রাণ নাই।

প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত ॥

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ প্রথম শ্লোক
সর্বত্র প্রসিদ্ধংধিকরণ

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ১।২।১

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত
অথঃ খলুঃ ক্রতুময় পুরুষঃ প্রেত্যজ্ঞতি স ক্রতুং কুর্বীত
মনোময়ঃ প্রাণ শরীর ভারূপ।

জগৎ ব্রহ্মময় ব্রহ্মে সৃষ্ট হয়
ব্রহ্মে বিলীন ব্রহ্মের অবস্থান
শান্ত হইয়া তাই ডাকগো সর্ব্বদাই
করো উপাসনা করো জীব তাঁরি ধ্যান
সংকল্প বিকার ময় মানব শরীর হয়
মরণের পর জনমে সে রূপ লয়ে
মনোময় প্রাণদেহ হয় নিঃসন্দেহ

তেজোময় হতে বুদ্ধিমানেতে চাহে।
বাক্যের প্রারম্ভে হেথা ব্রহ্ম বলি কয়
মনপ্রাণ থাকিলেও ব্রহ্ম ছাড়া নয়
ব্রহ্মের সকল গুণ বিস্তারিয়া কয়
তাহাতে উৎপত্তি স্থিতি তাহাতে প্রলয়
তজ্জলান শব্দ অর্থে তাহা হতে জাত
তাহাতে বিলীন হয়ে তাহাতেই রত
জীবের উল্লেখ হেথা কখনই নাই
ব্রহ্মের মহিমা শুধু গাহে সর্বদাই।

বিবক্ষিত গুণোপপত্তেশ্চ ১।২।২

বিবক্ষিত গুণাবলি ব্রহ্মে ছাড়া নাই
শ্রুতিতেও ঋষিগণ বলেছেন তাই
প্রথম সূত্রেতে শ্রুতি বাক্যে জেন আছে
তাহার পরেতে শ্রুতি বুঝায়ে বলেছে—
সত্য সংকল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্বকামঃ
সর্ব্ব গন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাক্তঃ অবাকী অনাদর
সত্যেতে সংকল্প যার ইচ্ছা মাত্র হয় তাঁর
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যা হয়
আকাশের মত আত্মা থাকিয়াও নির্লেপকতা।
শুধু ব্রহ্মে অন্য জীবেতে নয়।
রামানুজ কন শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যা সে অপরূপ
আপনি উজলি উজলে জগতে সবে বিস্মিত চুপ
তুষ্ণী ভাবেতে আপনি মগন ভকত হৃদয় ধন
ভাবিতে তাঁহারে ভাবনা ফুরায় সবার ভাবার জন।

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ১।২।৩

অনুপপত্তেঃ অর্থ তাহার "যুক্তি যুক্ত হয় না বলিয়া তাই
তু অর্থেতে নিশ্চয়, ন শারীর জীব হবেনাত ভাই

পূর্ব সূত্রে শ্রুতির যেমন
বলিয়াছি নানা গুণ সে যেমন

যত গুণ জেন ব্রহ্ম ছাড়া সে কখন কাহারও নয়
শরীরে থাকিয়া শারীর তিনিই জীব রূপে সেই রয়।
শরীর হইতে বাহিরেও জেন ব্রহ্ম যেমন রয়
জীবটি কিন্তু শরীর বাহিরে কোথাও নাহিক রয়

জীবকে শারীর বলা হয় নাই
ব্রহ্ম শরীরে আবদ্ধ নাই

শরীরেতে গত জীব চিরদিন·ব্রহ্ম সকল ময়
শুধুই শারীর বলিতে ব্রহ্মে যুক্তি যুক্ত নয়।
রামানুজ কন গুণ সাগরের উল্লেখ শ্রুতি করে
জোনাকীর মত ক্ষুদ্র জীবেতে কেমনে থাকিতে পারে
শরীরের সাথে যুক্ত বলিয়া জীব সে দুঃখী হয়
কখন বন্ধ কখন মুক্ত গুণাতীত সেত নয় ॥

কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ ১।২।৪

ব্রহ্ম কর্ম্ম জীবকে কর্ত্তা উল্লেখ হেথা আছে
তাই মনোময়ে ব্রহ্মে বুঝায় জীব সেথা হবে নাযে

তাই শ্রুতিকয় এই মনোময়
গুণ যাহা শুধু ব্রহ্মেতে রয়

জীবের মৃত্যু হইলে সেটুকু ব্রহ্মে গ্রহণ করে
জীবের মধ্যে যা কিছু অমর ব্রহ্ম অংশ ধরে।

শব্দ বিশেষাৎ ১।২।৫

শত পথ ব্রাহ্মণে আছে—

যথা ব্রীহির্বা যবো বা শ্যামাকো বা শ্যামাক
তণ্ডুলো বা এবম অয়ম অন্তরাত্মন পুরুষো হিরন্ময়
বা জ্যোতির ধূম ম।

শ্যাম ধান্যেতে তণ্ডুল যথা সূক্ষ্ম রূপেতে রয়
জীবাত্মা মাঝে সোনার বরন পুরুষ তেমনি রয়

ধূম হীন জ্যোতি হেন উজ্জ্বল
মূরতি তাহার করে ঝলমল

অন্তরাত্মা বলিয়া জানিও তাহারে বুঝায়ে কয়
মনোময় সেই জীবাত্মা রূপে মোদের শরীরে রয়।
রামানুজ কন ছান্দোগ্যতে এই কথা জেন রয়
বিচার্য্য যাহা তাহা কখনই জীবাত্মা জেন নয়।

স্মৃতেশ্চ ১।২।৬

পুরান এবং ইতিহাস মাঝে একথা উক্ত আছে
জীব উপাসক উপাস্য হয়ে ব্রহ্ম বিরাজিছে।

তাইত বলেছে গীতায় সে কথা
মধুময় সেই মধুর বারতা

ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে হর্জ্জুন তিষ্ঠতি
প্রামময় সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।

সবাকার হৃদে থাকিয়া যেজন
মায়ার দ্বারায় করেন চালন

শঙ্কর কন জীবে ও ব্রহ্মে কোন কিছু ভেদ নাই
দেহ ইন্দ্রিয় মন ও উপাধি জড়ায়ে প্রভেদ তাই

ব্রহ্ম ভিন্ন নহে কোন জীব
জ্ঞানী জন জানে প্রতি জীবে শিব

একথা না বুঝে এই ভেদাভেদ ভুলের সৃষ্টি যত
তিনিই স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি সবি তাঁর অনুগত॥

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (৭ শ্লোক)

অর্ভকৌস্ত্বাত্ত দ্ব্যপদেশাচ্চ ন ইতিচেৎ
নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ (৭) ১।২।৭

ক্ষুদ্র আবাস স্থানে সেইজন বিরাট পুরুষরয়
হৃদয় কমলে রাজে সেইজন যেইজন মনোময়

এষ ম আত্মা অন্ত-হৃদয়ে
ইনিই আমার আত্মা যে হয়ে

হৃদয়ের মাঝে রহেন আপনি আমার হৃদয় রাজ
অনীয়ান ব্রীহেবা যবাদ্বা মত কখন ধরেন সাজ।
ইতি চেৎ বলি আপত্তি যদি করে এই কথা কেহ
রাখিওনা মনে কোন অবকাশ করিতে এ সন্দেহ।

ব্যোমবৎ হয়ে আকাশেতে রয়
সুচীবৎ হয়ে সূক্ষ্ম-সে হয়

হৃদয় মধ্য স্থিত সেইজন সর্বগত সে হয়
কন শঙ্কর শালগ্রামেতে যেমন শ্রীহরি রয়।
রামানুজ কন বোম বচ্চরে ভিন্ন অর্থ হয়
ছান্দোগ্যের (৩।১৪।৩) এই শ্লোকটিতে জেন তাহা বুঝা যায়
উপাসনা তরে অরূপের মাঝে ক্ষুদ্র মুরতি গড়ি
রূপের প্রকাশ নিজ মনোমত ভকত হৃদয় হারি॥

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (৮ শ্লোক)

সম্ভোগপ্রাপ্তি রিতি ন চেৎ বেশেষ্যাৎ ১।২।৮

কেহ কেহ কন ব্রহ্মই যদি জীবের মধ্যে রয়
জীবের সুখ ও দুঃখ তাহলে ব্রহ্ম ভোগ্য হয়

হয়না জানিও তাহা
ব্রহ্ম বিশেষ যাহা

সেই প্রভেদেতে পাপও পুণ্য পায় পরশেতে লয়
অল্প শক্তি জীবের জানিও সুখ দুখ দুই হয়।
তিনি অপহত পাপ্মা সেজন সর্ব শক্তি মান
সকলি যাঁহার জানা সেই তিনি তিনিই জগৎ প্রান

পাপ লেশ যেথা নেই,

শুদ্ধ সর্বদাই

শুদ্ধ·বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ কর্ম অধীন নয়
সাক্ষী সেজন দ্রষ্টা হইয়া জীবের মধ্যে রয়।

(মুণ্ডকোপনিষদ) তয়োরন্য·পিপ্পলং স্বাদু অত্তি
অনশ্নন্নন্য অভিচাকশীতি।

রামানুজ কন "বৈশেষ্যাৎ" হেতু সহ হেথা হয়
মুণ্ডকোপনিষদে জানিও ইহার সরল অর্থ রয়।
হৃদয় মাঝারে ব্রহ্ম জানিও সুখ দূখ নাহি লয়
দেহের কারণে জীবের জানিও সুখ দুখ ভোগ হয়।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (৯ শ্লোক)

অত্তা চরাচর গ্রহনাৎ ১।২।৯

কঠোপনিষদে আছে যস্যব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চউভে ভবত ওদনঃ
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইথা বেদ এসঃ॥

ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় যার অন্ন হইয়া রয়
মৃত্যু যাহার অন্নের সাথে ঘৃত ব্যঞ্জন হয়

কোথায় বসতি তার

কল্পনা মানে হার

এজন ব্রহ্ম, মৃত্যু যাহার ভোজনোপকরন হয়
ধ্বংসের কালে যাঁহার মধ্যে বিশ্ব জগৎ লয়।

ব্রহ্মাণ আর ক্ষত্রিয় তুই সর্ব শ্রেষ্ঠ হয়
তাই উল্লেখ করা হল দোঁহে অন্য কিছুই নয়
জীবের কর্মতরে
সুখ তুখ ভোগ করে
ঈশ্বর শুধু স্বেচ্ছায় করে জগতের সংহার
অসীম শকতি আধার সেজন বলিবে সাধ্য কার ?
রামানুজ কন জীবই ভোক্তা ব্রহ্ম কখনো নয়
কর্মের ফলে জীবের জানিও সুখ দুখ ভোগ হয়।
ঈশ্বর শুধু নিজ ইচ্ছায় জগৎ বিনাশ করে
তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জানিও গাছের পাতা না পড়ে।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১০ শ্লোক)

প্রকরনাচ্চ ১।২।১০

ব্রহ্ম প্রসঙ্গে প্রকরণাৎ শ্রুতিতে জানিও কয়
তাইত ইহাতে তাহার আগেতে এই শ্লোকটুকু রয়
"মহান্ত বিভুমাত্মানং
মত্বা বীরোন শোচতি"
মহান সর্বব্যপী যে আত্মা তাহারে জানে যে জন
শোক তারে কভু পরশিতে নারে সেই সুধী জ্ঞানীগণ।
এই কথা বলা যায়
জীব সম্বন্ধে নয়
ব্রহ্ম বিষয়ে এই কথা জেনো শ্রুতির মাঝেতে রয়
যেই জন এই জগৎ কারণ ব্রহ্ম সেজন হয়।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১১ শ্লোক)

গুহাং প্রবিষ্টৌ আত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ১।২।১১

কঠোপনিষদে আছে ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।

ছায়া তপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।

হৃদয় গুহার মধ্যে রাজেন দুইটি বস্তু—তায়

জগতের যত কর্ম্ম তাদের ফলভোগ করে হায়

ছায়া ও আলোর মত

ভিন্ন স্বভাব গত

ব্রহ্মবিদেরা বলেন ইহার উপাসনা যাহা করে

পঞ্চ অগ্নি বিদ্যার দ্বারা ইহারা তাহারে স্মরে।

নাচিকেত অগ্নি চয়ণ করিয়া তিনবার যারা করে

যজ্ঞ কর্ম করে

স্বর্গেতে যায় পরে

পুন্য ভোগের শেষ হলে পরে চন্দ্রে পতিত হয়

চন্দ্র হইতে মেঘের পরেতে ধারা হয়ে বরিষয়।

ভোজনকারী সে পুরুষের দেহে তখন সে হয় লয়

এই বারি ধারা পান করি তবে শস্য পুষ্ট হয়

তারপর নারী গর্ভেতে যায়

সেখান হইতে জন্ম সে লয়

নচিকেত নামে ব্রাহ্মণ এক যমের কাছেতে গেল

যমের নিকট অগ্নি বিদ্যা লাভ সেই করেছিল।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১১ শ্লোক)

এই উপাসনা করে যেই জন স্বর্গে সেজন যায়

কঠোপনিষদে আছে এই কথা তাই থেকে জানা যায়

উপনিষদের মাঝে

গুহা প্রবিষ্ট আছে

এ দুটি বস্তু আত্মা এবং পরমাত্মা যে হয়

জীবাত্মা সাথে পরমাত্মাযে হৃদয় গুহায় রয়।

শ্রুতিতে কথিত আছে—

তং দুর্দ্দর্শংগূঢ়মনু প্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরানং
অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।
সেই দুর্দ্দশ গূঢ় অনুপ্রবিষ্ট গুহাস্থিত যে জন
গহ্বরস্থ পুরাতন দেব অধ্যাত্ম যোগেতে দৃষ্ট হন
সুধী জন জেনে তাঁরে
হর্ষ শোক ত্যাগ করে।
জীবাত্মাই কর্ম্মের ফল শুধু জেনো ভোগ করে
সাথে থাকিলেও পরমাত্মা সে কভু নাহি ভোগ করে।
ঋতং পিবন্তৌ কথা
তবু সবে বলে যথা
ছাতা মাথা দিয়ে যদি কেহ পথে পথচারী কেহ যায়
সাথে কেহ গেলে লোকে বলে তাকে ছত্রধারীরা যায়।
ফলধারী সাথে ফলদাতা জেন এক হয়ে সেথা যায়
সঙ্গদোষ ও সঙ্গগুণ সে এই জন্যই কয়।
গুহাপ্রবিষ্টৌ অচেতন নয়
জানিও চেতন তারি কথা কয়
হৃদয় গুহায় রাজেন জানিও সেই সে ব্রহ্মধন
যাঁহারে পাইলে সব পাওয়া যায় ভরে যায় সুখে মন॥
রামানুজ কন আত্মার সাথে পরমাত্মাও রয়
হৃদয় গুহার নিবাসী দুজন তবু দুই ভাবে রয়॥

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১২ শ্লোক)

বিশেষনাচ্চ ১।২।১২

কঠোপনিষদ মাঝে এই কথা আছে
জীবাত্মাই দেহ রথে যাত্রা করিয়াছে
পরমাত্মার কাছে যাবে
ব্রহ্মধনে বক্ষে পাবে

জীবাত্মা গন্ত ও পরমাত্মা গন্তব্য হয়
এ জন্যই বিশেষিত তাঁরে করা হয়।
রামানুজ কন দেহ সাথে যবে আত্মা যুক্ত রয়
ব্রহ্মের সাথে না পারে মিশিতে পৃথক তখন রয়

ব্রহ্মের পূজা করে
মিশে মৃত্যুর পরে

নচিকেতা যমে জিজ্ঞাসা করে মুক্ত হইলে পরে
জীবাত্মা রহে পৃথক হয়ে না ? ব্রহ্মতে মিশে ভরে।
প্রেত শব্দের অর্থ জানিও সুখ দুখ ত্যাগ করে
সবেতে মুক্তি লভিয়া যেজন প্রয়ান সত্য করে

বিভীষিকা সেত নয়
দুঃখ সুখ পরাজয়

মুক্ত জীবেরে প্রেত বলে জেন শাস্ত্রেতে সবে কয়
ভূত মানে জেন পঞ্চভূতেতে গঠিত যা কিছু হয়॥

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১৩ শ্লোক)

অন্তর উপপত্তেঃ

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে
যা এতোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে
এষ আত্মা ইতি হোবাচ
এতদমৃতমভয় মেতৎ ব্রহ্মেতি।

এই চক্ষুর মধ্যে যেজন পুরুষ রূপেতে রয়
ইহাই আত্মা অজর অমৃত অভয় রূপেতে হয়

অক্ষি পুরুষ কেহ এরে কয়
কেহ বলে প্রতিবিম্বই রয়

কেহ ভাবে বুঝি আঁখি ইন্দ্রিয় এইরূপ ধরে রয়
কেহ ভাবে জীব কেহবা ব্রহ্ম সঠিক একথা নয়।

ইনিই ব্রহ্ম যোগীগণ এরে চক্ষুর মাঝে পায়
নির্লেপত্ব আর কর্ম্মফল দাতা ব্রহ্ম ছাড়া কি হয় ?

ব্রহ্মে জানিয়া ঠিক
দেখ গো নির্নিমিখ

চির অতুলন সেই প্রিয়জন তোমারি আঁখির মাঝে
ভেবে দেখো মন আর কোনজন রহিয়াছে এত কাছে ?

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১৪ শ্লোক)

স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ১।২।১৪

স্থানের কথায় আরো বোঝা যায়
ইনিই ব্রহ্ম হন
মনে ভুল হয় ব্রহ্ম বা নয়
ব্রহ্ম সবেতে রন।
করিওনা ভুল তিনি সব মূল
সমতুল কেহ নয়
কখন রূপেতে কখন নামেতে
ব্রহ্মেরি কথা কয়।
যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন (বৃঃ উঃ)
তস্য উদিতি নাম (ছাঃ উঃ)
হিরণ্য শ্মশ্রু (ছাঃ উঃ)

শ্রুতিতেও নানা স্থানে নাম রূপ ময়
ব্রহ্মের বর্ণনা আছে ব্রহ্মইত হয়।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১৫ শ্লোক)

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ১।২।১৫

ইনি সুখের বিশিষ্ট বলি উল্লেখ জেন হয়
প্রানো ব্রহ্ম কং অর্থে জানিও সুখের সাগর হয়
ব্রহ্মখং আকাশ বলে
সুপষ্ট ইহাই হলে
ব্রহ্ম যে অনন্ত আর আনন্দ ও যে রয়
জানিও বিষয় সংস্পর্শ ছাড়া শুধুই মুক্ত হয়

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১৬ শ্লোক)

শ্রুতোপনিষৎ কগত্যভিধানাৎ ১৬

উপনিষদের তত্ত্ব শুনিয়া জানিয়াছে যেই জন
ব্রহ্ম বিৎ বলি তাহারে জানিও বলে যে সর্বজন
ব্রহ্মের গতি কয়
উল্লেখ হেথা হয়
উপনিষদ ও গীতায় জানিও এই কথা লেখা আছে
ব্রহ্মে জানিলে দেবযানে গতি মোক্ষ লভে সে পাছে
অক্ষি পুরুষ বিদ
এই পথে যায় ঠিক
পরিশেষে সেই ব্রহ্মে লভিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হন
ব্রহ্মাই গতি তাই গতিকথা বিশদ করিয়া কন।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১৭ শ্লোক)

অনবস্থিতে রসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ১।২।১৭

ইতরঃন ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পুরুষ সমুখে যখন রয়
তারি ছায়া এই চক্ষুতে পড়ে একথা কখন নয়

অসম্ভবাৎ কথা

অমৃত ময় সে যথা

ইহা হতে শুধু ব্রহ্মে বুঝায় ছায়া পুরুষেতে নয়

ব্রহ্মেরই হেথা হল বর্ণনা অন্য কাহারও নয়।

অন্তর্যাম্যধি দৈবাদিষু তদ্ধর্মযুব্যপদেশাৎ ১।২।১৮

"য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং

সর্ব্বাণি চ ভূতানি অন্তরো যময়তি

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন পৃথিব্যা অন্তরো

যং পৃথিবী ন বেদ" (বৃহদারণ্যক)

যিনি ইহলোকে যিনি পরলোকে থাকিয়া সবার মাঝে

আপনার বশে রাখে সবাকারে প্রতিটি প্রাণীতে রাজে

পৃথিবীর মাঝে থেকে

নিজেকে রাখেন ঢেকে

পৃথিবী জানেনা তাঁহার মহিমা বর্ণিতে বেদ হারে

সবার অতীত সেই অতুলন মুনি ঋষি চায় যারে।

অন্তরযামী সবার ভিতরে সাক্ষী রূপেতে রন

তাঁহার ধর্ম ব্রহ্ম ধর্ম ব্যাপদেশ বলি কন

যেমন ব্রহ্ম করে

ইন্দ্রিয় দ্বারা করে

অন্তর যামী অন্তরে রহি চালক শাসক হন

সবাকার সেই পুজ্য পুণ্য সবার কাম্য ধন।

রামানুজ কন পরমাত্মাসে ইন্দ্রিয় বশ নয়

তাঁর দর্শন তাঁর পরশন সর্বত্রই হয়।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (১৯ শ্লোক)

ন চ স্মার্ত্ত মতদ্ধর্মাভিলাপাৎ ১।২।১৯

স্মার্ত্ত অর্থে স্মৃতিতে উক্ত প্রকৃতি প্রধান নয়

তদ্ধর্ম্ম অর্থে প্রকৃতি ধর্ম বলা হেথা নাহি হয়
সাংখ্য দর্শনেতে যাঁর কথা কয়
অন্তর যামী পুরুষ সে হয়
দ্রষ্টা এবং শ্রোতা বলি হেথা ব্রহ্মেরি কথা বলে
ব্রহ্ম সেজন জেনো নিশ্চয় ভুলিও না কোন ছলে ।
রামানুজ কন শারীর অর্থে শরীর ধারী যে জন
অন্তরযামী কখনই জেনো শরীর ধারী না হন।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (২০ শ্লোক)

শারীরশ্চ উভয়েহপি হি ভেদেন এনং ১।২।২০

শরীর জীব ও অন্তরযামী শব্দ বাচ্য নয়
"উভয়ে অপি" কান্ধ ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতে রয়
এনং বলিয়া এই জীবকেই
ভিন্ন করেছে পরমাত্মাতেই
ভেদেন অধীয়তে কথার অর্থে জানিও তাহাই হয়
যজুর্বেদের দুইটি শাখাকে কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন কয়
কাণ্ব শাখাতে যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন এই কথা বলিয়াছে
বিজ্ঞানময় জীবের মধ্যে অন্তরযামী রাজে
মাধ্যন্দিন শাখাতেও কয়
তাহা জেন মনে এই মত হয়
আত্মনি তিষ্ঠন আত্মনোহন্তরঃ তাহা এই মত কয়
জীবাত্মার মাঝে থাকিয়া আত্মা ভিন্ন হইয়া রয়॥
রামানুজ কন শারীর কথাটি বার বার বলা বৃথা
তাই শারীরকে বাদ দিয়া তিনি বুঝালেন বাকি কথা।

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (২১ শ্লোক)

অদৃশ্যত্বাদি গুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ১।২।২১

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা মুণ্ডকোপনিষদে কয়

পরাবিদ্যাই শ্রেষ্ঠ জানিও অপরাবিদ্যা নয়
"অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে
যৎতৎ অদ্রেশ্যম অগ্রাহ্যম অগোত্রম
অবর্ণম অচক্ষুশ্রোতম অপানি পাদং
নিত্যং বিভুং স্বর্বগতং সুসুক্ষ্মং যদভূতযোনিং
পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
ইহার অর্থ অপরাবিদ্যা হইতে ভিন্ন হয়
পরাবিদ্যায় সেই অক্ষরে নিকটেতে পাওয়া যায়
দেখা যারে নাহি যায়
গ্রহণ নাহিক হয়
গোত্র বংশ বর্ণ যাঁহার চক্ষু কর্ণ নাই
হস্ত ও পদ নাহিক যাহার যেজন নিত্য ভাই।
যিনি বিভু যিনি সর্ব্বগত ও যেজন সুক্ষ্মতম
সুধী জনে বলে সবের স্রষ্টা সেইজন আদিতম
অক্ষরাৎ পরত পরঃ
তারো চেয়ে শ্রেয়তর
ইনিই ব্রহ্ম, সর্বজ্ঞ সেজন যেজন ব্রহ্মবিদ
শ্রুতিতেও বলে তাহারেই কয় সবজ্ঞ সর্ব্ববিদ॥

প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ (২২ শ্লোক)

বিশেষণ ভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ১।২।২২

ইতরৌ মানে প্রকৃতি ও জীব ইহাদের কথা নয়
শ্রুতি বলেছেন দিব্যো হ্যমূর্ত্ত পুরুষঃ এজন হয়
ইনিই দিব্যময়
অমূর্ত্ত পুরুষ হয়
জীব ইহা নয় অক্ষর হতে শ্রেষ্ঠ এজন হন
ব্যপদেশ কথা বুঝায় যে ইনি প্রকৃতি কখন নন।

রামানুজ কন অপরা বিদ্যা শাস্ত্র পাঠেতে হয়
পরাবিদ্যা সে প্রত্যক্ষ যাহা ভকতি লব্ধ কয়।

রূপোপন্যাসাচ্চ ১।২।২৩

অক্ষর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে
"অগ্নি মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্র সূর্য্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদা
বায়ু প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষঃ সর্বভূতান্তরাত্মা।
(মুণ্ডকোপনিষৎ)
অগ্নি তাহার মস্তক জেন আঁখি দুটি শশি রবি
দিক সকলেতে কর্ণ তাহার বেদেতে বাক্য সবি
বায়ু তাঁর প্রান বিশ্ব হৃদয়
ধরণী সৃষ্ট পদ হতে হয়
সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা হয়ে সেই জন রয়
আমার তোমার সকলের জেন পরমেশ্বর হয়।

বৈশ্বানর সাধারণ শব্দ বিশেষাৎ ১।২।২৪

ছান্দোগ্য উপনিষদেতে
এই জেন কথা আছে
পণ্ডিতদের হয়েছিল সংশয়
আমাদের আত্মা কি হয়
কিই বা ব্রহ্ম হয়?
কেকয় রাজ সে অশ্বপতিকে কয়
রাজা তাহাদের কন
আপনারা কয় জন
উপাসনা করো কাহাকে আত্মাবলি

কেহবা স্বর্গ কয়
কেহ সূর্য্যরে কয়
কেহবা আবার বায়ু বলি তারে বলি
অশ্বপতি সে কন
অংশ ইহারা হন
বৈশ্বানর যে মস্তক হয় তাঁর
সূর্য চক্ষু হয়
বায়ু প্রাণরূপে রয়
আকাশ দেহের মধ্যভাগটি তাঁর
এবে হল সংশয়
বৈশ্বানর কি আত্মা হয়
জঠরাগ্নিযে ইহাতে জড়ায়ে রয়
অগ্নিও বলা যায়
দেবতা বিশেষ হয়
এখানেতে তাহা পরমাত্মাই হয়
সাধারণ ইহা নয়
বিশেষ শব্দ কয়
যাহারে জানিলে সব পাপ দূরে যায়
বৈশ্বানর আত্মার কথা
বলিলেন রাজা তথা
সুধীজনদের সংশয় তবে যায়
রামানুজ কন উপনিষদেতে ব্রহ্ম কি ? বলা হয়
ছান্দোগ্যতে অশ্বপতি যা আত্মোপদেশেতে কয়।

স্মর্য্যমাণ মনুমানং স্যাদিতি ১।২।২৫

স্মর্য্যমান অর্থাৎ স্মৃতিতে যাহা উক্ত হইয়াছে।
শ্রুতিবাক্যতে বৈশ্বানরেরে আত্মা বলিয়া কয়

স্মৃতি গ্রন্থেও ব্রহ্মের জেনো এই উল্লেখ হয়
বিষ্ণু পুরাণ বই-এ
আছে জেন একশ্লোকে
"যস্য অগ্নিরাস্যং দৌমূর্দ্ধা
খং নাভিশ্চরনৌ ক্ষিতিঃ
সূর্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে
তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ
অগ্নি সে মুখ হয় স্বর্গ মস্তকে রয়
নাভি সে আকাশ যাঁর
পৃথিবী চরণ হয় রবি সে নয়ন ময়
দিক কান রূপে তাঁর
তাঁহারে প্রণাম করি রয়সে সকল ভরি
সবেতে আবাস ময়
বলিতে যে ভাষা হারে জয় জয় চরাচরে
সবাকার মাঝে রয়।
রামানুজ কন শ্রুতি ও স্মৃতিতে এইরূপ বর্ণয়
পরমাত্মার উজল মূরতি প্রকাশিত যাতে হয়॥

অসম্ভবাৎ, পুরুষমপি চ এনম ধীয়তে ১।২।২৬

তবু যদি মনে হয় বৈশ্বানর ব্রহ্ম নয়
শব্দাদিভ্যঃ আহুতির কথা কয়
অগ্নি বুঝিবা হয় "অন্তপ্রতিষ্ঠানাচ্চ" রয়
দেহের মধ্যে একথা এখানে কয়
"তথা দৃষ্টুৎপদেশাৎ" জঠরাগ্নিতে পরমাত্মা
দরশন করো বলে
অসম্ভবাৎ এ কথা আছে বৈশ্বানরের মস্তক বলিয়াছে
স্বর্গই তারে বলে

জঠরাগ্নির কথা নয় এতেই ত বোঝা যায়
শ্রুতিতে পুরুষ কয়
ব্রহ্মই এই জন দ্বিধা নাহি কোরো মন
বৈশ্বানর সে ব্রহ্ম হয়

অতএব ন দেবতা ভূতং চ ১।২।২৭

বৈশ্বানর এখানেতে জেন
ব্রহ্মই তাহা মেন
শুধু সে আগুন নয়
শুধু দেব হেথা নয়
সাধারণ নাহি হয়
ব্রহ্মেরই কথা কয়।

সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিঃ ১।২।২৮

বৈশ্বানর শব্দে এখানে জঠর অগ্নিময়
উপাধি যুক্ত ব্রহ্ম স্বরূপ তারি কথা জেন কয়
ঋষি জৈমিনি তবু কয়
শুধু ব্রহ্মের কথা নয়
সাক্ষাৎ অপি উপাধি বিহীন ব্রহ্মের কথা কয়
অবিরোধং এই অর্থ করিতে বিরোধ কখন নয়
বিশ্বস্য অয়ংনরঃ
পুরুষ ইতি বৈশ্বানর
সমগ্র বিশ্ব দেহ হয় যার ইনিই সেজন হন
বিশ্বের মাঝে মধ্যবর্ত্তী হয়ে এ পুরুষ রন।

অভিব্যক্তেরিতি আশ্বরথ্য ১।২।২৯

প্রশ্ন হইতে পারে ব্যাপ্ত যে চরাচরে
সেই পরমেশ্বর করো সবে উপাসনা

যদি তাহা বলা হয়　　জঠর অগ্নিতে শুধু রয়
বলা হল কেন শুধু এই টুকু কণা।
অশ্বরথ কয়　　তাহা নয় তাহা নয়
ঈশ্বর প্রকাশ সমভাবে নাহি হয়
অভিব্যক্তিটি তাঁর　　যেথায় যে প্রকার
উপাসনা তাঁর সেই মত জেন হয়।

অনুস্মৃতের্বাদরিঃ ১।২।৩০

আচার্য্য বাদারি বলেন যদিও ব্রহ্ম সর্বময়
তবুও তাঁহারে বলিতে বলিব হৃদয়েতে সেই রয়
হৃদয় মাঝেতে মন
স্মরিও অনুক্ষণ
হৃদয় কমলে তাঁহারে স্থাপিয়া তাঁরি উপাসনা করো
পরাণ অধিকে পরাণে ধরিয়া দিবানিশি তাঁরে স্মরো।
রামানুজ কন পুরুষ ভাবেতে ব্রহ্মারে পূজা করে
শ্রুতিতে বলিছে হৃদয় তাহার ব্রহ্মানন্দে ভরে।

সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ১।২।৩১

জৈমিনি বলে শ্রুতির হয়ত এমনই অভিপ্রায়
এইভাবে তারে উপাসনা হলে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়
অশ্বপতি সে কন
শুন পণ্ডিতগণ
ব্রহ্মের নানা অবয়ব যথা স্বর্গ সে মাথা তাঁর
সূর্য্য চক্ষু এইভাব জানি পূজা করো সবে তাঁর।
রামানুজ কন এই সম্পত্তি সহজ অর্থ নয়
সম্পদুপাসনা অর্থ এখানে ব্যবহার জেন হয়
ব্রহ্ম এখানে যজ্ঞের বেদী আহুতি সেখানে দাও।
আহারেও জেনো প্রাণ ও অপানে বায়ুকেও তাহা দাও।

আমনন্তি চৈনস্মিন ১।২।৩২

জাবাল উপনিষদেতে জেন এই কথা তাতে আছে
ব্রহ্মের মস্তক উপরেতে আর চিবুকের কথা আছে
চিবুক অন্তরালে
বলেছেন সেইকালে
ব্রহ্মকে প্রদেশ বিশেষে অবস্থিত বলে তবে বলা হয়
যুক্তি যুক্ত এই কথা জেন কথার কথা সে নয়।

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ (১ শ্লোক)

দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ১।৩।১

দ্যৌ অর্থে স্বর্গ এবং "ভূ"তে পৃথিবীই হয়
স্বর্গ ও পৃথিবীর দুয়েরই জেন ব্রহ্মই আশ্রয়
স্বশব্দের প্রয়োগ হয়
এই অর্থই রয়

মুণ্ডক উপনিষদে আছে
যস্মিন দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ
তমেবৈকং জানায় আত্মানং
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্য এষ সেতুঃ
যাহার মধ্যে স্বর্গ পৃথিবী আকাশ জানিও রয়
সকল প্রাণের সহিত জানিও মন যার আশ্রয়
তাঁহাকেই ধ্যান করো
অন্য কথা সে ছাড়ো।
সেই জন জেন অমৃতের সেতু অমৃতময় সে জন
জ্ঞানী জন তাই তাঁর পূজা করি তাঁহাতে মগন হন।
রামানুজ কন স্বশব্দ শুধুই ব্রহ্মে বুঝায়ে কয়
স্ব অর্থে জেন অমৃতের সেতু ব্রহ্ম ছাড়া সে নয়

তাঁকে পাইলেই মোক্ষ লভিবে অন্য পথ ত নাই
উপনিষদেতে বহু ঋষিগণ বারে বারে বলে তাই।
সেতুর আবার আছে পারাপার ব্রহ্মের তাহা নাই
তাবলে ভেবনা "প্রকৃতি বা বায়ু" ব্রহ্মের কথা নাই

প্রকৃতি বা বায়ু যাহা
আশ্রিত হয় তাহা

পৃথিবী এবং স্বরগের মাঝে আশ্রিত এরা হয়
কিন্তু ইহারা আত্মা বলিয়া উল্লেখ নাহি হয়।

এখানেতে সেতু অর্থ হইল ধারণ করেছে যাহা
পারাপার তরে সেতু নহে জেনো বলা হইয়াছে তাহা।

মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ১।৩।২

মুক্ত পুরুষ হইতে প্রাপ্য বা উপসৃপ্য যাহা
ব্যপদেশ এই কথাটির দ্বারা উল্লেখ হল তাহা

মুণ্ডক উপনিষদে
আছে যে পরের শ্লোকে

ভিদ্যন্তে হৃদয় গ্রন্থি চ্ছিদ্যতে সর্ব্ব সংশয়
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি তস্মিন দৃষ্ট পরাবরে
সবচেয়ে যেই উৎকৃষ্ট হয় যেই জন শ্রেয়তম
তাঁহারে হেরিলে বন্ধনহীন হৃদয় গ্রন্থি সব

নাহি থাকে সংশয়
কর্মের ক্ষয় হয়

যাঁহারে পাইলে বাকি কিছু আর নাহি থাকে কোনখানে
সবার অধিক সব সবচেয়ে শ্রেয় তাঁহাকে যেজন জানে

পুনশ্চ বলা হইয়াছে

তথা বিদ্যান্নাম রূপাদিমুক্ত
পরাৎ পরং পুরুষ মুপৈতি দিব্যম।

জ্ঞানী সুধী যত জন
এ ভাবে মুক্ত হন
নাম আর রূপ হতে বিমুক্ত যখন তাঁহারে পায়
দিব্য সেই যে পরম পুরুষ তাঁহারে যেজন চায়
উপনিষদেতে প্রসিদ্ধ নানা মুনি ঋষি বলিয়াছে
মুক্তি লভিলে জীব গণ সবে ব্রহ্মেই মিশিয়াছে

নানুমানস অতচ্ছব্দাৎ ১।৩।৩

সাংখ্য দর্শনোক্ত প্রধান এখানেতে জেন নয়
অতচ্ছব্দাৎ (প্রধান বাচক শব্দ এখানে নয়)
অনুমান ইহা নয়
অচেতন কথা নয়
বলেছেন শ্রুতি যা সর্বজ্ঞ সর্ববিদ যেজন
তাঁহার কথাই হল বর্ণনা চেতনে তিনিই রন।

প্রাণভৃচ্চ ১।৩।৪

জীব অর্থাৎ প্রাণভৃৎ কথা বলা হেথা নাহি হয়
সে রূপ শব্দ প্রয়োগ হেথায় কখনই নাহি হয়

ভেদব্যপদেশাৎ ১।৩।৫

এই প্রসঙ্গে বলেছেন শ্রুতি শোন তবে কথা এই
"তমেব একং জানথ আত্মানং" বিবাদ করিয়া কই
জ্ঞাতা সেই জীব হন
জ্ঞেয় সে ব্রহ্ম হন
জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র প্রভেদ এখানে উল্লেখ করি কয়
তাতে বোঝা যায় জীব কথা নয় ব্রহ্মের কথা হয়
রামানুজ কন উপনিষদের প্রসিদ্ধ শ্লোক গাথা
আত্মা এবং পরমাত্মার একত্র বাস যথা

আত্মা যে ফলে সুখ ও দুঃখ নানা ভাবে ভোগ করে
পরমাত্মা সে একত্র থেকে তবুনা পরশে তারে।

প্রকরণাৎ ১।৩।৬

পূর্ব্বেতে বলা শ্রুতি বাক্যের পুর্ব্বেতে জেন আছে
যাহারে জানিলে সব জানা যায় জানিবারে তাই যাচে।
"কস্মিন নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি"

এই প্রকরণে স্থির বুঝা যায়
ব্রহ্মেরই কথা এখানে বুঝায়

তাঁকে জানিলেই সব জানা যায় জীবকে বুঝিলে নয়
জ্ঞাত হইবার এই প্রকরণ সহজে বুঝায়ে কয়।
রামানুজ কন কর্মফলের ভোগ করে যেই জন
অমৃতের সেতু সর্ব্বজ্ঞ কিন্তু তিনি কভু নাহি হন
ব্রহ্মই সেথা সাক্ষীরূপেতে বন্ধুর আশ্রয়
প্রতিটি জীবের পরম বন্ধু সদা সাথে সাথে রয়॥

স্থিত্যদনাভ্যাং চ ১।৩।৭

এই শ্রুতি বাক্যের পরে আছে
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়ৌ
সমানং বৃক্ষং পরিষ স্বজাতে
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদু
অত্তি অনশ্নন্নণ্য অভিচাকশীতি।
দেহরূপ এই বৃক্ষের মাঝে দুটি পাখী বাস করে
একটি পক্ষী খায় শুধু ফল অন্যে দরশ করে

জীব সে কর্মফল ভোগ করে
ব্রহ্ম চাহিয়া দেখে যে অপরে
জীবের কর্মে সাক্ষী ব্রহ্ম দেখে শুধু চেয়ে রয়
কর্মের ফল ভোগ করে জীব ব্রহ্মের তাহা নয়।
কর্মের ফল ভোগ করে যেই ব্রহ্ম সে কভু নয়
সাক্ষীরূপেতে জেন এই খানে অমৃত সেতুই রয়।
এবং তিনিই দ্যুভাদ্যায়তন।

ভূমাসম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ১।৩।৮

ভূমা শব্দেতে ব্রহ্মে বুঝায় এ কথায় ভুল নাই
সম্প্রদয়াৎ অধি কথাতেই উপদেশ জেন তাই
ছান্দোগ্য উপনিষদের মাঝে
নারদ সনৎ কুমারের কাছে
গিয়ে বলে প্রভু অধ্যয়ণ আমি করিব তোমারে কাছে
সনৎ কুমার বলেন কি বিদ্যা বল তব জানা আছে।
নারদ কহেন বেদ ইতিহাস গনিত তর্ক রাশি
পড়েছি অনেক আত্মবিদ হতে তোমার কাছেতে আসি
সনৎ বলেন এসব বিদ্যা নামের মধ্যে হয়
নারদ কহেন নাম চেয়ে বড় বল আর কিবা রয়।
সনৎ কহেন নাম অপেক্ষা বাক জেনো বড় হয়
বাক চেয়ে মন মনের চাহিতে সঙ্কল্প বড় হয়
তার চেয়ে বড় চিত্ত যে হয় চিত্ত হইতে ধ্যান
ধ্যান হতে জেন বড় নিশ্চয় বলে যারে বিজ্ঞান
তারো চেয়ে বড়ো তারো চেয়ে জেন অন্ন হইয়া রয়
অন্ন হইতে অপ্‌ অপ হতে তেজ বড় নিশ্চয়
তেজ হতে জেনো আকাশ যে বড় আকাশ হইতে স্মৃতি
স্মৃতি হতে আশা, আশা হতে প্রাণ এই ভাবে কহে শ্রুতি

প্রাণ হতে বড় যেই জন জানে অতিবাদী বলি তারে
নারদ বলেন অতিবাদী হতে আমার ইচ্ছা করে
সনৎ কুমার বলেন তখন বিশেষে জানিলে তবে
সত্য বলিতে পারিবে তখন চিন্তায় জানা যাবে
শ্রদ্ধা নহিলে চিন্তা নাহয় নিষ্ঠারে সাথে চাই
চেষ্টা করিলে মিলিবে নিষ্ঠা তবে সুখ পাবে ভাই
ভূমাতেই সুখ অনন্ত সুখ ভূমা ছাড়া সুখ নাই
এই কথা জেন সব সার কথা অল্পেতে সুখ নাই

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ
বিজানাতি সভূমা অথ অন্যৎ পশ্যতি
অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তৎ অল্পং
যো বৈ ভূমা তৎ অমৃতং অথয্য অল্পং তৎ মর্ত্ত্যম।

যাহাতে অন্য দেখা নাহি যায়
যাহাতে অন্য শুনিতে না পায়
অন্য কিছুই নাহি জানা যায় যাতে
তাহাই ভূমা সে অনন্ত সেই
তাহার তুলনা কোথা খুঁজে পাই
সকল তৃষ্ণা নিবারণ হয় তাতে
যাতে জানা যায় অল্প যে তাহা
যাতে শোনা যায় শেষ হয় যাহা
নিশ্চয় জেনো মরণশীল সে হয়
ভূমা সে জানিও অমৃত ময়
বলিবার নয় বুঝাবার নয়
যাঁহারে পাইলে এবুক জুড়ায়ে যায়
এখানে বিচার ভূমাই কি প্রাণ
পরমাত্মার ভূমাই কি নাম
এখানে জানিও ব্রহ্মের কথা হয়

সম্প্রসাদ সে প্রাণের পরেতে
উল্লেখ আছে জেনো সেই মতে
সম্প্রসাদ সে সুষুপ্তি যারে কয়
সুষুপ্তি তে সে প্রসন্ন হয়
ইন্দ্রিয় দল লুপ্ত যে হয়
পরাণ কেবল জাগিয়া তখন রহে
স্পষ্ট করিয়া যদি নাহি কয়
তবু জেনো ভূমা প্রাণাধিক হয়
ভূমা যে অমৃত শাস্ত্রেতে তাহা কহে
"স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিত"
নিজ মহিমায় বিরাজিত তাহা
ইহার তথ্য জানা যায় ইহা
সংসার দুখ না পরশি সেই চলে
নিশ্চয় জেনো ভূমা প্রাণ নয়
পরমাত্মাই হয় নিশ্চয়
বসায়ো তাঁহারে হৃদয় পদ্মদলে
আপন কর্ম ফলে ভোগে জীব দলে দলে
জগতে আসিয়া দুঃখই শুধু পায়
কাজের বাঁধন হতে মুকতি মিলিলে তবে
দেখিবে জগৎ ব্রহ্ম বিভূতিময়
শুধুই আনন্দ সুখ নাহি কোথা কণা দুখ
অমৃত আস্বাদ শুধু পায়
সব বাঁধা খুলে যায় লুটাইয়া পড়ে পায়
অকথিত সুখে বুক তার ভরে যায়।

ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ১।৩।৯

ভূমার ভেতর নিহিত যে সব ধর্ম জানিও হয়
অন্যের মাঝে থাকেনা শুধু সে পরমাত্মায় রয়

সবেতে আত্মময়
সুখ সে নিরতিশয়

সত্যেতে স্থিত উজল সেজন মহিমায় বিরাজিত
সর্বগতত্ব শুধু সেই পারে সবেতে আনন্দিত।

অক্ষরাম অম্বরান্তধৃতেঃ ১।৩।১০

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

কস্মিন খলু আকাশ্চ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ?
সহোবাচ এতদবৈ তৎ অক্ষরং ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি
অস্থূলম অনণূ অহ্রস্বম অ দীর্ঘম অ লোহিতম
স্নেহম আচ্ছায়ম অতমো অবায়ু অনাকাশম

অসঙ্গম অরসম অগন্ধম অচক্ষুষ্কম
অশ্রোত্রম অবাক ইত্যাদি

গার্গী যখন যাজ্ঞবল্কে জিজ্ঞাসা করিলেন
আকাশ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত ? সে উত্তর তিনি দেন
ইহা অক্ষর ইহার মহিমা ব্রাহ্মণ গণ কয়
নহে স্থুল ইহা নহেক সূক্ষ্ম হ্রস্ব দীর্ঘ নয়

লোহিত এজন নয়
নহে তরলতাময়

ছায়া নয় ইহা অন্ধকার না আকাশ ইহা না হয়
আসক্ত নয় নহে রসময় গন্ধযুক্ত নয়
চক্ষুষ্মান সে নহে সেই জন কর্ণ বাক্য হীন
তাঁর বর্ণনা বর্ণিতে গেলে ভাষা হার মেনে দীন॥
এই অক্ষরই পরমাত্মাই অম্বরান্তধৃতেঃ জন
আকাশ হইতে নিচে যাহা আছে সকল ধরিয়া রন।

ব্রহ্মের কথা হয়
অন্য কিছুই নয়
অম্বর মানে আকাশের যেই অন্ত যেখানে হয়
পারভূত যাহা প্রকৃতি প্রধান সবেরে যে ধরে রয় ॥

সা প্রশাসনাৎ ১।৩।১১

সা (অক্ষর কর্তৃক অম্বরান্ততি) প্রশাসনাৎ প্রকৃষ্ট শাসনের দ্বারা।

শঙ্কর কন ইহার অর্থ প্রকৃতি প্রধান নয়
যহার শাসনে চন্দ্র সূর্য্য আপনি সে ধৃত হয়
অচেতন সেই জন
কি ভাবেতে ধরে রন
এই অক্ষর ব্রহ্ম জানিও সবেরে ধারণ করে
তাহার প্রকাশ বর্ণিতে যেই ভাষা ও বুদ্ধি হারে ।
রামানুজ কন অক্ষর হেথা জীবাত্মা কভু নয়
ব্রহ্মই জেনো জগৎ শাসক তারি কথা হেথা হয় ॥

অন্যভাব ব্যাবৃত্তেশ্চ ১।৩।১২

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য ভাবের নিবারণ করা হয়
অক্ষর শব্দ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কারে বলা নয়

"তৎ বা এতৎ গার্গি অক্ষরম্ অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ অমতং মন্তৃ অভিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ"

শুনহ গার্গি এই অক্ষর দৃষ্ট কাহার নন
শুনিবারে পান তবু কারো দ্বারা শ্রুত তিনি নাহি হন
দেখিবারে তিনি পান
দৃষ্ট কাহারো নন

শুনিবারে পান শ্রুত নাহি হন অক্ষর সেই জন
প্রকৃতি প্রধান অচেতন জন এর অধিকারী নন।

পুনশ্চ শ্রুতি বলিয়াছেন

নান্যৎ অতোহস্তি দ্রষ্টৃ অতোঽস্থি শ্রোতৃ
ইনি ছাড়া আর দ্রষ্টা জানিও কোনখানে কেহ নাই
আমাদের কথা শুনিবার তরে হেন শ্রোতা কোথা পাই

জীবাত্মা কথা নয়
ব্রহ্মের কথা হয়।

ঈক্ষতি কর্ম ব্যপদেশাৎ সঃ ১।৩।১৩

ঈক্ষতির কর্মরূপে উল্লেখ যে হয়
একারণে জেন ব্রহ্ম ছাড়া কেহ নয়

প্রশ্নোপনিষদে এই বাক্যটি পাওয়া যায়

"এতৎ বৈ সত্যকাম পরং চ অপরংচব্রহ্ম
যৎ ওঁকারঃ তস্মাৎ বিদ্বান এতেন এব আয়ত নেন একতরম
অন্বেতি।"

হে সত্যকাম ওঙ্কারই পর ও অপর ব্রহ্ম হয়
ওঙ্কার ধ্যানে সাধনার দ্বারা একটিকে পাওয়া যায়
পরে আছে—যঃ পুনঃ এতম ত্রি মাত্রেণ ওম ইতি এতেন
অক্ষরেণ পরং পুরুষম অভিধ্যায়ীত

স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ
যথা পাদোদরঃ ত্বচ বিনির্মুচ্যতে
এবং হবৈ সঃ পাপমনা বিনির্মুক্তঃ
সসামভি উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্
স এতস্মাৎ জীবমণাৎ পরাৎ পরম
পুরিশয়ম পুরুষম ঈক্ষতে।

ওঁম এই তিন মাত্রা যুক্ত অক্ষর যেই ধরে
পরম পুরুষে এই মন্ত্রেতে ধ্যান যেই জন করে

সূর্য্যের সাথে মিশে
এক হয়ে যায় যে সে

সর্প যেমন খোলস হইতে মুক্ত যেমন হয়
সব পাপ হতে জেন সেই জন মুক্তি তেমন পায়
সামগণ তাকে সাথে করে লয়ে ব্রহ্ম লোকেতে যায়
উৎকৃষ্ট সেই জীবঘন হতে শ্রেষ্ঠ পুরুষে পায়

পরম পুরুষে দেখে
তন্ময় হয়ে থাকে

পরম পুরুষ ব্রহ্মই জেন অন্য কেহ ত নয়
বাক্যের শেষে ঈক্ষতি ধাতু কর্ম রূপেতে রয়
জীব ঘন মানে জীবরূপ ধরি পরমাত্মাই রয়
জীবে শিব হেরি জ্ঞানীজন তাই সুখেতে বিভোর হয়

ওঁকারে ধ্যান করে
ফল যেই লাভ করে

সীমা আছে তার ব্রহ্মে স্মরিলে অসীম ফল সে পায়
কন শঙ্কর ওঁকারে জেনো অসীমে লাভ না হয়।

দহর উত্তরেভ্যঃ ১।৩।১৪

ছান্দোগ্য উপনিষদে এই বাক্য পাওয়া "যায় অথ যদি দম
অস্মিন ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিন
অন্তরাকাশঃ তস্মিন যদন্ত তদন্বেষ্টব্য তদ্বাব
বিজিজ্ঞাসিতব্যম্) ৮।১।১

ব্রহ্মপুরেতে কমল রূপেতে এই গৃহ জেন রয়
ক্ষুদ্র এ গৃহ ক্ষুদ্র আকাশ জেন এর মাঝে হয়

তাহার মধ্যে আছে জেন যেই
খুজিবে তাহাকে জেন সেখানেই

তাহারে জানিতে হইবেই জেন নহিলে কিছুই নয়
ব্রহ্মপুরেতে কমল গৃহেতে অধরা সেজন রয়
দহর নামে যে ক্ষুদ্র আকাশ সেজন ব্রহ্ম হয়
শ্রুতিতে বলেছে উত্তরেভ্যঃ এই থেকে জানা যায়

(তস্মিন যদন্ত তদন্বেষ্টব্যং)

বাহির আকাশ যত বড় হয়
ভিতর আকাশ ও তেমনি যে রয়
ইহার ভিতর পরমাত্মাকে সত্য কামত্ব রয়
সত্য সংকল্প প্রভৃতি গুনেতে সেজন সত্যময়

গতিশব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ১।৩।১৫

গতিও শব্দ এ তুটি কথাতে ব্রহ্মরে বোঝা যায়
শ্রুতির মাঝারে দহর আকাশে এই বর্ণনা হয়

ব্রহ্মলোকেতে যত প্রাণী যায়
ব্রহ্মেরে তবু জানেনাত হায়

এই গমনের উল্লেখ হেতু এই কথা বোঝা যায়
দহর আকাশ ব্রহ্ম জীবেরা সুষুপ্তিতে তা পায়
এইরূপ শব্দ শ্রুতি বাক্যতে অন্যত্র ও দেখি আছে
সুষুপ্তি মাঝে জীব সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতে মিশিয়াছে

এখানে ব্রহ্ম লোক শব্দেতে
ব্রহ্ম স্বরূপ এই বোঝায়েছে

চতুর্মুখ সে ব্রহ্মার বাস সত্যলোক এ নয়
কারণ জীবের সুযুপ্তি মাঝে সত্যলোকে না যায়

ধৃতেশ্চ মহিম্নোহস্য অস্মিন উপলব্ধেঃ ১।৩।১৬

ধৃতি অর্থাৎ বিধারণ রূপ মহিমা উল্লেখ আছে
অতএব জেখো দহর কথায় পরমেশ্বর আছে

তাহারিত মহিমায়
উপলব্ধি যে হয়

শ্রুতিতেও দেখো দহর কথার বিষয়ে তা বলা হয়
পার্থক্য বোঝাতে বিধায়ক সেতু সকল লোকের হয়

শ্রুতিতে আছে

"অথ য আত্মা স সেতু বিধৃতিঃ
এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়"

পরমেশ্বর এই জগতের বিধায়ক নিশ্চয়
শ্রুতির মাঝেতে অন্যস্থানে ও এই কথা জেন কয়

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে
সূর্য্যা চন্দ্র মসৌ বিধৃতৌতিষ্ঠতঃ

বৃহদারন্যকে বলেন গার্গি শোন মোর কথা এই
অক্ষর নামে ব্রহ্ম আদেশে চলে জেন সব এই
চন্দ্র সূর্য্য বিধৃত হয়ে অবস্থান যে করে
তাঁহারি আদেশে তাহারি শাসনে আছে এ জগৎ ভরে
পুনশ্চ বৃহদারন্যকে আছে

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধি পতিরেষ
ভূতপাল এষ সেতু র্বিধরণ এষাং লোকানাথ সম্ভেদায়

ইনি সকলের ইশ্বর জেনো রক্ষক জেনো হয়
পালক হইয়া সকলের মাঝে সেতুরূপ ধরি রয়

মিশিয়া যেন না যায়
দহর ও তেমনি হয়

পরমেশ্বরে লক্ষ্য করিয়া দহর শব্দ হয়
রক্ষক তিনি পালক তিনিই তিনি হয় সবময়।

প্রসিদ্ধেশ্চ ১৷৩৷১৭

আকাশ শব্দে ব্রহ্ম প্রয়োগ প্রসিদ্ধ জেন হয়
দহরো হস্মিন্নন্তরাকাশঃ শ্রুতির মাঝেতে কয়

আকাশ দহর ক্ষুদ্র জানিও
ব্রহ্মের কথা কয় অহরহ

শ্রুতিতে আকাশ শব্দে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ জেন হয়
ছান্দোগ্যতে তাই এই কথা বুঝায়ে সবারে কয়।
(আকাশোবৈ নামরূপয়ো নির্বাহিতা) (ছান্দোগ্য)
আকাশ নামও রূপের কর্তা দুই যেন এক হয়
নামরূপ ছাড়া নতুনবস্তু কোন কিছু আর নয়
সর্বানি হবা ইমানি ভূতানি আকাশৎ এব সমুৎপদ্যন্তে
ইহার অর্থ সকল প্রাণীই আকাশ হইতে হয়
আকাশই ব্রহ্ম ইহার দ্বারায় বোঝা যায় নিশ্চয়

জীব সে আকাশ নয়
বলা কোথা নাহি হয়

ইতর—পরামর্শাৎ স ইতি চেৎন অসম্ভব্যৎ ১৷৩৷১৮

ইতর শব্দে অন্য বস্তু জীব নামে যাহা হয়
দহর শব্দে জীবকে বোঝায় যদি কারো মনে হয়

অসম্ভব তা হয়
জীব সে দহর নয়

দহর অর্থ বুঝাবার তরে শ্রুতিবাক্যেতে কয়
দহর ব্রহ্ম জীবের কথা সে কোনখানে নাহি রয়

"অথ য এষ সম্প্রসাদ অস্মাৎ শরীরং সমুত্থায়
পরং জ্যোতি উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে
এষ আত্মা"।
ইহার পরেতে জীব দেহ ছাড়ি হয় সে পরম জ্যোতি
নিজ স্বরূপেতে পরিনিষ্পন্ন লভিয়া পরমগতি
দহর নিষ্পাপ হয়
জীব কভু তাহা নয়
অপহত পাপমত্ব বলিয়া দহরের কথা হয়
দহর ব্রহ্ম স্থির জেনে নিও জীব সে কখন নয়।

উত্তরাৎ চেৎ আবির্ভূত স্বরূপস্তু ১।৩।১৯

পরের কথায় যদি মনে হয় কিন্তু তাহাত নয়
দহর শব্দ ব্রহ্মে বুঝায় জীবের স্বরূপ কয়
জীব মোক্ষকে পায়
এই কথা এতে কয়
শঙ্কর কন দহর সম্বন্ধে শ্রুতি বিচারেতে কয়
ব্রহ্মা ইন্দ্রকে জীবের স্বরূপ উপদেশ দিয়ে কয়।
পরের কথায় জীব কথা হয়
দহর ব্রহ্ম জীব জেনো নয়
তবে যদি বলো ব্রহ্ম ও জীব ভিন্ন কখন নয়
ব্রহ্ম হইতে জীবের সৃষ্টি জীবেতে ব্রহ্ম নয়।

অন্যার্থ পরামর্শ ১।৩।২০

পরামর্শঃ জীব উল্লেখ অন্য অর্থে হয়
দহর বাক্য শেষে জীব আছে শঙ্কর তাহা কয়
অথ য এষঃ সম্প্রসাদ অকস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়

"পরং জ্যোতি উপসংপদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা"

এর পর জীব এই দেহ ছাড়ি উত্থিত যবে হয়
পরম জ্যোতিসে পরমাত্মারে তখন সে জেন পায়
পরিনিষ্পন্ন নিজ মাঝে হয়
ইহাই আত্মা শাস্ত্রেতে কয়
জীবের স্বরূপ ব্রহ্ম এবং পরমেশ্বর হয়
এই অর্থেতে জীব নাম হেথা উল্লেখ জেন রয় ॥

অল্প শ্রুতেরিতি চেৎ তদুক্তম ১।৩।২১

অল্প শ্রুতে মানে অল্প কথায় শ্রুতিতে যা লেখা আছে
ইতিচেৎ এই কথায় জানিও ঈশ্বর নাহি রাজে
তৎ উক্তং এ কথার
দিয়াছি উত্তর তার
আবার বলিতে বলো কিবা প্রয়োজন
সত্য যা সত্যই রয় বৃথা আলোচন।

শ্রুতিতে আছে

"দহর অস্মিন অন্তরাকাশ এই কথা জেন হয়
ক্ষুদ্রাকাশ মানে এর জানিও নিশ্চয়
ক্ষুদ্র মানে ব্রহ্ম-নয়
ইহা জেন ভুল হয়
জীবকে লক্ষ্য করিয়া তা নয় ব্রহ্মের কথা হয়
অনন্ত সেই উপাসনা তরে আকারে ক্ষুদ্র হয়।
অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ ন ইতি চেৎন নিচায্যত্বাদেব
বোমবচ্চ এই সুত্রে ইহার কারণ দোয়া আছে। (১।২।৭ ব্রহ্মসূত্র)

অনুকৃতেস্তস্যঃ চ ১।৩।২২

অনুকৃতেঃ মানে অনুকৃতি হেতু "তস্যচ" মানেতে তার
শঙ্কর কন মানে হয় উপনিষদেতে এই বিচার

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি।
(মুণ্ডকোপনিষদ) ও কঠোপনিষদ)

সূর্য্য সেখানে প্রকাশ না পান না জ্বলে চন্দ্র তারা
বিদ্যুৎ সেথা প্রকাশিতে নারে অগ্নি সে জ্যোতিহারা
ব্রহ্ম আপনি হইলে প্রকাশ
তার পরে হয় সকল বিকাশ
তাহারি শক্তি লভিয়া উজল সূর্য্য চন্দ্র তারা
বিজলীর মাঝে তারি জ্যোতি রয় অগ্নিও সেই ধারা।
অনুকৃতি সে এই শব্দের অনুভাতি মাঝে রয়
"তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি" তস্য চ এই হয়
সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতম
ব্রহ্ম ছাড়া কে আছে নিরুপম
যাঁহার আলোয় ভূলোক দ্যুলোক আলোকে আলোকময়
ব্রহ্মের এই অপরূপ দ্যুতি শঙ্কর জেনো কয়।

অপি চ স্মর্য্যতে ১।৩।২৩

স্মর্য্যতে মানে স্মৃতি গ্রন্থতে উল্লেখ এর আছে
গুরুর নিকটে শিষ্য যা শোনে তাই শ্রুতি হইয়াছে
বেদের সহিত বিরোধ যা নয়
স্মৃতি বাক্যতে প্রমাণ তা হয়
শঙ্কর কন ব্রহ্ম তেজেতে এ জগৎ প্রকাশিত
অপরূপ তেজ প্রদীপ্ত হয়ে ব্রহ্ম উদ্ভাসিত।

গীতা ১৫।১২ যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয় তেহখিলম
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম

কন নিজে তিনি সূর্য্যের তেজে জগৎ প্রকাশময়
সেই তেজ জেনো আমারই শক্তি সূর্য্যের মাঝে-রয়
চন্দ্র অগ্নি যেথা যাহা রয়
সব জ্যোতি জেন শুধু আমাময়
যেখানে যা কিছু জ্যোতি ও বিভূতি সকলি জানিও এই
ব্রহ্মের এই জ্যোতিময় দ্যুতি এতে কিছু ভুল নেই।

শব্দাদেব প্রমিতঃ ১।৩।২৪

প্রমিত অর্থে পরিমান যার ঠিক জেন হইয়াছে
অপরিমেয়রে পরিমাপ দ্বারা ব্রহ্মাই জানা গেছে
কঠোপনিষদে আছে
এই শ্লোকে কহিয়াছে
অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি
বুড়ো আঙ্গুলের আকার পুরুষ আত্মা অবস্থিতি।
পুনশ্চঃ অঙ্গুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ
ঈশানো ভূত ভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্ব এতদ্বৈতৎ।
ধূমহীন সেই জ্যোতির সমান পুরুষ যেজন হন
অঙ্গুষ্ঠ সম পরিমাপ যিনি সবার কর্ত্তা হন
ভবিষ্যত ও অতীত কালের
ঈশ্বর তিনি সর্ব্ব কালের
আজ রন ইনি রহিবেন কাল ব্রহ্ম ইহারে কয়
পরিমাপ শুনে করিওনা ভুল জীব কখনই নয়।

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ১।৩।২৫

হৃদয়াপেক্ষা করি ব্রহ্মকে অঙ্গুষ্ঠকেতে কয়
কারণ শাস্ত্রে অধিকার শুধু মানব জন্মে রয়

ব্রহ্ম জীবের হৃদয়ে থাকিয়া
অঙ্গুষ্ঠ মাঝে বসতি করিয়া
হৃদয় কমলে রাজেন ব্রহ্ম মানব বুকের মাঝে
কন শঙ্কর শাস্ত্রাধিকার শুধু মানুষেরই আছে।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ১।৩।২৬

মানব উপরে থাকেন যাহারা দেবঋষি যত জন
ব্রহ্ম জ্ঞানেতে অধিকার জেনো তাঁরাও প্রাপ্ত হন
মোক্ষ লাভেতে আশা মানবের
দেবতারা জেনো আশা করে এর
মোক্ষ মিলিলে সকল দুখের হয় জেনো অবসান
উপনিষদেতে ব্যকুল ইন্দ্র লভিতে ব্রহ্ম জ্ঞান।
ছান্দোগ্য উপনিষদেতে জেন এ কাহিণী রহিয়াছে
ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন ব্রহ্মজ্ঞানেরে যাচে
ব্রহ্ম সমীপে করিয়া গমন
ব্রহ্ম জ্ঞানের লাভ চায় মন
স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যেজন সেও জেনো তাহা চায়
সবাকার চাওয়া ব্রহ্ম জ্ঞানের তুলনা কি দিব হায়।

বিরোধ কর্ম্মনি ইতি চেৎ ন অনেক প্রতিপত্তে ১।৩।২৭

অনেকে বলেন দেব বিগ্রহ কর্মে বিরোধী হয়
জেন মনে ঠিক এই কথা কভু কখনও সত্য নয়
দেবতারা ধরে রূপ অগণন
বিভিন্ন রূপে সবেতেই রন
যেখানে যে ডাকে যেই রূপ ভেবে সে ভাবে মূর্ত্ত হন
যেখানেই থাকো যাই তাঁকে দাও তাহাই যে তিনি লন।

ইন্দ্রে স্মরিয়া বিভিন্ন স্থানে কতনা যজ্ঞ হয়
ইন্দ্র সেথায় বিভিন্ন রূপে নিজে সেথা বিরাজয়
দেহাতীত তবু রন দেহ মাঝে
মহিমা তাঁহার বলার কি আছে
বিগ্রহ মাঝে ভক্তেরি তরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়
বিরাট বিশাল অণু হতে অণু বলে বোঝানর নয়।

শব্দে ইতি চেৎ ন অতঃ
প্রভবাৎ প্রত্যক্ষাণু মানাভ্যাম ১।৩।২৮

শব্দে বিরোধ হয় ইতিচেৎ যদি তাহা বলা যায়
উত্তর এই "ন" এই শব্দে জেনে রেখো তাহা নয়
"অতঃ প্রভবাৎ" শব্দ হইতে
দেবতা গণের সৃজন ইহাতে
প্রত্যক্ষানু মানাভ্যাং বেদ ও স্মৃতিতে কয়
ন এই শব্দে বুঝায়ে দিয়েছে কখনই তাহা নয়
যদি দেবগণ বিগ্রহ হলে অনিত্য বলা হয়
দেহ যেই ধরে সে সব জিনিষ নিত্য কখন নয়
বেদের মাঝেতে ইন্দ্র যে রয়
অনিত্য যদি তাহারে কহয়
নিত্য বেদেরে অনিত্য বলে এমন সাধ্য কার?
বেদ যদি হয় নিত্য দেবতা অলীক নহেক তার।
সৃষ্টি কালেতে ঈশ্বর বেদ ব্রহ্মা হৃদয়ে দেন
ব্রহ্মা তাহাই স্মরণ করিয়া দেবতার রূপ নেন
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা যত
সৃজেন ব্রহ্মা দেবগণ কত
বেদেরই মতন নিত্য জানিও দেবতার রূপ হয়
ব্রহ্ম শব্দ নিত্য যেমন বেদও সেই মত রয়।

অতএব চ নিত্যত্বম ১।৩।২৯

বেদ ও নিত্য শব্দ নিত্য নিত্য যে দেবগণ
অনিত্য এই ত্রিলোকের মাঝে এরাই নিত্যধন।
ব্রহ্মা ঋষির করেন সৃজন
ঋষি মন্ত্রেতে করে দরশন
মন্ত্র ছিলই দর্শন হয়ে ঋষির নয়নে হয়
বেদের নিত্য তেমনি সত্য মিথ্যা হবার নয়।

সমান নামরূপাত্বামাবৃত্তৌ অপি
অবিরোধঃ দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ১।৩।৩০

সমান নাম ও রূপ থাকে বলি আবৃত্তির কালে
মহা প্রলয়ের মাঝেও বিরোধ হয়নাত কোনকালে
প্রলয়েতে দেব নর কেহ নাই
সৃষ্টির পর আসিল সবাই
সেই নাম আর সেই রূপ লয়ে আবার সৃষ্টি হয়
প্রলয়েতে লয় হইলেও জেন হয়না তাহার ক্ষয়।

যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদধতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাশ্চ প্রহিনৌতি তস্মৈ (শ্বেতাশ্ব ১৬।৮)

পরমেশ নিজে ব্রহ্মারে হেথা আবার সৃষ্টি করে
তাহার হৃদয়ে বেদের জ্ঞানটি পুনরায় সঞ্চারে
প্রলয়ের পরে এভাবে আবার
পূর্ব কালেতে বেদের প্রচার
করিলেন হরি তাঁহার মহিমা বলে বোঝানর নয়
তাঁর কৃপা হলে তাঁর লীলা তবে হৃদয়ঙ্গম হয়।

মাধুবাদিষু অসম্ভবাৎ অনধিকারং জৈমিনিঃ ১।৩।৩১

জৈমিনি কত মধুবিদ্যায় অসম্ভব যে হয়
দেবতা গণের ব্রহ্মবিদ্যা তাই আয়ত্ত নয়

ছান্দোগ্য উপনিষদেতে বলে
"অসৌ আদিত্য দেব মধু" বলে
সূর্য্যকে হেথা দেব মধু বলি বর্ণনা করিয়াছে
কিন্তু সূর্য্য মধু ভাবি নিজে উপাসনা নাহি যাচে
মধুবিদ্যায় বসুরূপে সেথা পূজা তার করা হয়
মধুবিদ্যার বসুর জানিও অধিকার কভু নয়
উপাস্য দেব যে সব পূজাতে
তাঁর অধিকার নাহিক তাহাতে
মানবের দেখো কত অধিকার শ্রেষ্ঠ মানব তাই
ধন্য মানব শ্রেষ্ঠ মানব ভাগ্যের তুল নাই।

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ১।৩।৩২

জৈমিনি কন জ্যোতি মণ্ডলে সূর্য্য যখন রয়
অচেতন তাহা ব্রহ্মবিদ্যা অচেতন তরে নয়
রামানুজ কন অন্য কথায়
উপনিষদের মাঝে দেখা যায়
তং দেবা জ্যোতিষং জ্যোতি আয়ুর্হ উপাসতে মৃতম
পরমাত্মাকে জ্যোতির জ্যোতিযে বলি দেবগণ কন।
এই কথা দ্বারা প্রমাণিত হয় মধু বিদ্যার পরে
দেবতা গণের নাহি অধিকার শুধু মানবের তরে।

ভাবংতুবাদরায় নোহস্তি ১।৩।৩৩

বাদরায়ন অর্থে এখানে বেদব্যাসেরে কয়
তাহার মতেতে মধুবিদ্যাসে দেবতারো তরে হয়
অসম্ভব ও সম্ভব হয়
তাই দেবতারা পাবে নিশ্চয়

বৈদিক কাজে ব্রাহ্মণদের অধিকার দেখো নাই
রাজসূয় এই যজ্ঞ জানিও ক্ষত্রিয় তরে তাই।
তবু সূর্যের অধিষ্ঠাতা যে সে চৈতন্য ময়
দেবতারা যবে ইচ্ছানুরূপ দেহ ধারা যবে হয়

তখন তাহারা সবে অধিকারী
বেদব্যাস সে দেখায় বিচারী

দেবতাগণের সাথেতে তাঁহার কথোপকথন হয়
অসম্ভব যে সম্ভব হয় এতে প্রমাণিত রয়।
রামানুজ কন মধুবিদ্যাতে দেবগণ অধিকারী
সূর্য হৃদয় স্থিত ব্রহ্ম যে সূর্য পূজারী তাঁরি

পূজার ফলেতে বসু তবে হয়
ব্রহ্মতে শেষে হইবেন লয়

পরকল্পেতে বসুরূপ ধরি অন্তে ব্রহ্ম পায়
মধুবিদ্যার এই অধিকার অধিকারী সবেতায়।

শুগস্য তদনাদর শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতেহি ১।৩।৩৪

অনাদর কথা শোনা যায় বলি শোক হেথা বোঝা যায়
শোকেতে ব্যাকুল হইয়া গমন হয়েছিল জেনো তায়

হংসের রূপ ধরি ঋষিগণ
জানশ্রুতিরে কহেন বচন

শূদ্র ব্রহ্মবিদ্যা লভিলে দুঃখ হইবে নাশ
শাস্ত্রে কহে যে বেদপাঠে তার হয় যে সর্ব্বনাশ
সকল লোকের সমষ্টি ধরি শাস্ত্র গঠন হয়
শুধু উপবীত ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ সেই নয়

আচারে ব্যাভারে যেই ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণ গুণ ধরে সেই জন

তবু সবাকার শৃঙ্খলা তরে শাস্ত্র বাক্য হয়
অন্যথা এর ঘটেছে যেথানে তাও সম্ভব হয়
ঈশ্বরকৃপা অহেতুক প্রেম জীবে যথা ভালবেসে
সেইরূপ জেনো অঘটন ঘটে ব্রহ্ম ইচ্ছা এসে।

ক্ষত্রিয়ত্ব গতেশ্চ উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ১।৩।৩৫

জানশ্রুতি যে ক্ষত্রিয় তাহা এই থেকে বুঝা যায়
চৈত্ররথের সাথে উল্লেখে প্রমাণিত ইহা হয়

জানশ্রুতিসে পকান্নদান
জনপদ অধিপতি মতিমান

সারথী যে ছিল ইহাতে বুঝায় ধনবান সেই হয়
ঋষিগণ সবে হংসরূপেতে এই সব কথা কয়।
ছাতে শুয়ে রাজা জানশ্রুতিসে আকাশে হংস দেখে
হংসের কথা শুনিলেন তিনি সেইখানে শুয়ে থাকে

কহে ভল্লাক্ষ দেখো নাকি তুমি
জানশ্রুতির তেজেরে বাথানি

স্বর্গ ব্যাপ্ত সেই তেজে দেখো হয়ত বা পুড়ে যায়
কহেন হংস শকট যুক্ত রৈক্কর মত নয়।
এই কথা শুনি রৈক্কের কাছে ব্রহ্মা বিদ্যা লভি
জানশ্রুতিসে উজলিয়া উঠে যেন নবোদিত রবি

সংস্কার পরমর্শাৎ ভদ ভাবাভিলাপাচ্চ ১।৩।৩৬

বেদপাঠ আগে উপনয়নের প্রয়োজন জেনো হয়
সূর্য্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রহ্ম শক্তি পায়

তদভাব নির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ১।৩।৩৭

মনে হয় শূদ্রত্বের অভাব যথন হয়
তথন তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দেয়া হয়

শূদ্রকুলেতে জনম লভিয়া
চলে যদি কেহ সত্য ধরিয়া

ব্রাহ্মণ কুলে জনমের মত অধিকার তার হয়
সবার শ্রেষ্ঠ সত্য ধর্ম্ম ব্রহ্মাই তারে কয়
বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে বিস্তারি আছে ইহা।
সত্যকাম ও গৌতম ঋষি দুজনে কহিল যাহা

সত্যেরে ত্যাগ করে নাই বলে
ব্রহ্মবিদ্যা দেন অবহেলে

আচারে ব্যাভারে সত্য যাহার ব্রাহ্মণ সম হন
মিথ্যা আচারে উপবীত ধারী যোগ্য কখন নন ॥

শ্রবণাধ্যায়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ১।৩।৩৮

শূদ্রের বেদ অধ্যয়নেও শ্রবণে নিষেধ আছে
ব্যাপক ভাবেতে বলা হয় ইহা ব্যতিক্রম ও আছে

বিদুর ধর্ম্ম ব্যাধ এরা সব
জ্ঞানে ব্রাহ্মণ মানে পরাভাব

অর্থ জ্ঞান ও অনুষ্ঠানের প্রচলিত বিধি নাই
ঈশ্বর কৃপা মিলিলে দেখিবে যাহা চাই তাই পাই ॥

কম্পনাৎ ১।৩।৩৯

এই যে জগৎ প্রাণ হতে ইহা নিঃসৃত জেনো হয়
প্রাণের প্রেরণা দ্বারা ইহা জেনো কম্পিত হয়ে রয়

বজ্রের মত ভয়ানক তাহা
ইহারে জানিলে অমৃতরে পাওয়া

যাহার আদেশে অগ্নি সূর্য্য সবে নিজ কাজ করে
সেজন ব্রহ্ম যাহারে জানিলে হৃদয় অমৃতে ভরে।

ঈশ্বর ভয়ে দেবতারা সব কম্পন রত হয়
তাঁহার আদেশে যেখানে যাকিছু সবকিছু স্থির রয়
মৃত্যুরে হতে পার
জেনো সেতু নাহি আর
ব্রহ্মের মাঝে অমৃত পরশ শুধু সেই জন পায়
মৃত্যুর সেথা হয় পরাজয় অমৃত শুধুই তায়।

জ্যোতি দর্শনাৎ ১।৩।৪০

এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ
উপ সংপদ্য স্বেণ রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দোগ্য)
এই জীব এই শরীর হইতে উঠিয়া যখন যায়
পরম জ্যোতিসে আপন স্বরূপ দেখিবারে তবে পায়
এ জ্যোতি সূর্য্য নহে নিশ্চয়
তাই দরশন বলিয়া বুঝায়।

আকাশো হর্থান্তরত্বা দিব্যপদেশাৎ ১।৩।৪১

আকাশো হবৈ নাম রূপয়োর্নির্বহিতা
তেষাং যদন্তরা তদব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা।
আকাশ নামও রূপেরে বুঝায়ে জেনো ইহা নিশ্চয়
নামরূপ যাহে তুই নিগমন আত্মা অমৃত হয়
জগতের মাঝে নাম রূপ ধরি সকলেই রয় দেখি
অরূপ ব্রহ্ম রূপের আধার সব রূপ সেথা ফাঁকি
নাম রূপ তুই মানে পরাজয় রূপাতীত সেই জন
আকাশের মত সবার ঊর্দ্ধে বর্ণাতীত হন।

সুষুপ্ত্য ক্রান্ত্যোর্ভেদেন ১।৩।৪২

ঘুম ও মৃত্যু সময়ে জানিও ঈশ্বর ছাড়ে দেহ
পরমেশ্বর দেন দরশন পুণ্যবান যে সেহ

কতম আত্মা ইতি যোহয়ং বিজ্ঞানময় : প্রানেষু
প্রশ্ন হেথায় আত্মা কে হয় অন্তর মাঝে যিনি
বিজ্ঞান ময় পরম পুরুষ প্রাণের মাঝেতে তিঁনি

সংসার হতে মুক্ত সেজন
ব্রহ্মের মাঝে শুধু বন্ধন

বাহ্য বিষয় হতে অচেতন অন্তর নাহি জানে
অমৃতের মাঝে মগন যেজন অমৃত ভরা সে প্রানে।

পত্যাদি শব্দেভ্য ১।৩।৪৩

পতি শব্দেতে বোঝা যায় ইহা ব্রহ্মের কথা হয়
শ্রুতি বাক্যতে উদ্ধৃত করি শংকর তাহা কয়
সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্য অধিপতিঃ

নিখিল জগৎ যার বশে-রয়
সকলের প্রভু সেই নিশ্চয়
আত্মা জানিও সংসারী কভু নয়
শ্রুতির বাক্য মিথ্যা এ নয়
আত্মা সত্য অমৃত ময়
তাই দেহ ছাড়ি অমৃতে মগন হয়

প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদ

আনুমানিকম অপি একেষাম ইতিচেৎ শরীর রূপ
কবিন্যস্ত গৃহীতে দর্শয়তি চ ১।৪।১

সাংখ্য দর্শনোক্ত প্রকৃতিও যদি ইহা বলা যায়
তাহার কারণ শরীরে লইয়া তবে ঈশ্বর পায়
ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ
মনসস্তু পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান পরঃ
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পর।

(কঠোপনিষদ)

ইন্দ্রিয় হতে বিষয় শ্রেষ্ঠ বিষয় হইতে মন
মন হতে বড় বুদ্ধি জানিও বুদ্ধি হইতে হন
আত্মা সে বড়, আত্মা হইতে অব্যক্ত বড় হয়
অব্যক্ত হতে ব্রহ্ম যে বড়, গতি সেই নিশ্চয়
আত্মানাং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু
বুদ্ধিঃ তু সারথি বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহ মেবচ ॥
ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহু বিষযাংস্তেষু গোচরান
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত ভোক্তেত্যাহুর্মনষিনঃ

(কঠোপনিষদ)

আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে শরীর সে রথ হয়
বুদ্ধি সারথী মন সে লাগাম ইন্দ্রিয় অশ্বদ্বয় ৷

বাহ্য জগৎ পথ হতে রয়
ভোক্তা দেহের ইন্দ্রিয় চয়

এই ইন্দ্রিয়ে বশেতে রাখিলে পাইবে ব্রহ্মে লয়
বিষ্ণুর পরমপদ সে জানিও এভাবে লভিতে হয়।

সূক্ষ্মং তু তদর্হাত্বাৎ ১।৪।২

শরীর স্থূল ও প্রকট রূপেতে তবু তা জানিও নয়
অব্যক্ত বলে শরীরে কখন বলা জেনো নাহি হয়

গো বলে দুগ্ধে বেদেতে বোঝায়
গাভী হতে দুধ সৃজন যে হয়

তেমনি জানিও সূক্ষ্ম জীবেতে শরীর মিশায়ে রয়
তাইত সূক্ষ্ম বলা হেথা হল বুঝিয়াছ নিশ্চয়।

তদধীন ত্বাদর্থবৎ ১।৪।৩

এই অব্যক্ত ব্রহ্ম অধীন সার্থক তাই হয়
সৃষ্টির আগে জগৎ ব্রহ্ম অব্যক্ত হয়ে রয়

এই অব্যক্ত সাহায্য লইয়া
আকাশ অক্ষর কখন বা মায়া

অবিদ্যা বলি বলেন বা কেহ ঈশ্বরাধীন সে রয়
সূক্ষ্ম শরীরই অব্যক্ত শুধু একথা কখন নয়।

জ্ঞেয়ত্বা বচনাচ্চ ১।৪।৪

অব্যক্তকে হইবে জানিতে এমন কথা ত নাই
সাংখ্যের প্রকৃতি বলিয়া তাহাকে ভুল করিওনা ভাই

প্রকৃতি পুরুষে উভয়ে চিনিলে
কত যে প্রভেদ ইহাই জানিলে

সাংখ্য দর্শনের ইহাই ইচ্ছা প্রকৃতি স্বরূপ জানো
কঠোপনিষদে নাই এই কথা অব্যক্তকে আগে চেনো।

বদতি ইতি চেৎ ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ ১।৪।৫

শঙ্কর বলে উপনিষদেতে এই কথা জেন বলে
অব্যক্তকে হইবে চিনিতে জেন ভুল তাহা হলে

যাঁহাকে জানিতে বলেছেন সবে
পরমাত্মাতো বিরাজেন সবে

কঠোপনিষদে আছে

অশব্দম অস্পর্শম অরূপম অব্যয়ম
তথাহরসম্ নিত্যম্ অগন্ধব্য চ যৎ
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্

শব্দ স্পর্শ রূপ ব্যয় রস হীন জন
নিত্য, গন্ধ হীন অনন্ত অনাদি মহত ধন

তত্ত্ব সত্য সেই
ধ্রুব সে নিত্য যেই-

তাঁহারে জানিলে মৃত্যু হইতে মুক্ত হওয়া যে যায়
তাঁহারে চিনিলে মানুষ সকল দুঃখে মুক্তি পায়

কঠোপনিষদ ১।৩।১১

"পুরুষান্ন পরং বিং চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতি"
ইহার পরেতে আর কিছু নাই ইহাই পরমগতি
এই আত্মাই বিরাজেন সবে সবাকার প্রানপতি

সবার মাঝেতে গূঢ় ভাবে থাকি
আপনারে সদা রাখে সেই ঢাকি

নয়ন তাঁহার দরশন আর-পরশন নাহি পায়
যাঁহারে চাহিলে সব পাওয়া যায় তাঁহারে সকলে চায়

পুরুষ প্রকৃতি ইহারে জানিলে
হবেনা কখন ব্রহ্ম না মেলে

এয়ানামেব চ এবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ১।৪।৬

তিনটি বিষয়ে তিনটি প্রশ্ন এইখানে করা হয়
জীবাত্মা আর অগ্নি এবং পরমাত্মাকে কয়

অব্যক্ত এবং প্রকৃতির নয়
জেনো মনে ইহা স্থির নিশ্চয়

প্রথম প্রশ্ন করে নচিকেতা হে মৃত্যো মোরে বলো
অগ্নিরে পুজি স্বর্গ লভিতে কোন পথে তুমি চলো।
তাহার পরেতে দ্বিতীয় বরেতে প্রার্থনা পুনঃ করে
মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় ? থাকে বা থাকে না পরে

তোমার মতন জ্ঞানী কোথা পাই
হে সুধী তোমায় জিজ্ঞাসি তাই

তৃতীয় বরেতে কন ধর্ম ও অধর্ম হতে নয়
কার্য্য কারণ ভিন্ন-যেজন হবেনাও যাহা হয়।

কেবা সেই জন বলুন আমায়
না জানিয়া মন তৃপ্ত যে নয়

পিতার প্রসন্নতা ও অগ্নি বিদ্যা করে যে দান
জীবাত্মা ও পরমাত্মা সে একই দুই নামে প্রাণ।

মহদ্বচ্চ ১।৪।৭

শঙ্কর কন মহৎ অর্থে বুদ্ধি জানিও হয়
উপনিষদেতে মহৎ শব্দে পরমাত্মারে কয়
দুই এক জেনো হয়
জ্ঞান তাঁরে ছাড়া নয়।

চমসবদ বিশেষাৎ ১।৪।৮

অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজা সৃজমানাং স্বরূপাঃ
অজো হ্যেকো জুষমাণো হনুশেতে
জহা ত্যেনাং ভুক্ত ভোগ মজো হন্য (শ্বেতাশ্বতর ৪।৫)

লোহিত শুক্লা কৃষ্ণ বর্ণা অজারূপ যেই ধরে
এক অজ হয়ে তাহার সাথেতে বিহারে পরস্পরে

পুরুষ তখন প্রকৃতি অধীন
আপনা ভুলিয়া রহে নিশি দিন

ভোগ শেষে সেই তেয়াগি তাঁহারে মুক্তি পথেতে ধায়
ভোগই বন্ধন, মুক্ত যেজন সেইত তাঁহাকে পায়।
অজা মানে যার নাহিক জনম প্রকৃতির নাম এই
লাল রজো গুণ সত্বগুণ সে শুভ্র সর্ব্বদাই

কৃষ্ণের এতে তমোগুণ রয়
এই ভাবে তাহা বিভাগ যে হয়

ভোগ করে যেই সংসারী সেই ত্যাগে সে মুক্ত হয়
এই শ্লোকে জেনো ঠিক এই কথা শুধু বলা জেন নয়।
চমসবৎ যে চামচের মত বিশেষ চামচ নয়
সেকালে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি কালে ব্যবহার যাহা হয়

সাংখ্য বলেন এই
প্রকৃতি অধীনে নেই

বেদান্ত বলে ব্রহ্ম অধীন প্রকৃতি সে নিশ্চয়
ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি সৃষ্ট ব্রহ্মেতে তার লয়।

জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হি অধীয়তে একেঃ ১।৪।৯

শঙ্কর বলে জ্যোতি ও অগ্নি পৃথ্বি এ তিন জন
ক্রমে ক্রমে তাহা ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট জানিও হন

ছান্দোগ্যতে কয়
লাল সাদা কালো হয়

অর্থাৎ জেনো আগুণের লাল রূপ সে তেজের হয়
সাদা রূপ জেনো জলের ও কালো রূপ সে পৃথিবীময়।

আগুণ কে মোরা চোখ দিয়ে দেখি স্থুল রূপে রয় তাহা
সূক্ষ্ম রূপেতে লাল সাদা কালো তিনে মিশে যায় আহা
কেহ কেহ বলে এই
জ্যোতির জ্যোতি যে সেই
হৃদয়ের মাঝে উপাস্য রূপে দেখো রাজে সেই জন
সকল জ্যোতির আধার সেজন জ্যোতিতে মূর্ত্ত হন।

কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদ বিরোধ ১।৪।১০

শঙ্কর কন কল্পনাদেশ মধু আদি বলা হয়
অবিরোধ তাই নাহিক ইহাতে জেনো মনে নিশ্চয়
অজা শব্দটি কল্পনা জেনো
বহু প্রসবের কারনেরে মেনো
বদ্ধ জীবেতে করে উপভোগ মুক্ত জীবেতে নয়
ছান্দোগ্যতে সূর্যকে যথা মধু রূপ ভাবি কয়।
বেদের মাঝেতে বাক্যকে জেন ধেনুরূপ বলিয়াছে
স্বর্গলোকেতে অগ্নির রূপে কোথাও বা প্রকাশিছে
তেমনি অজা সে কয়
কল্পনা নিশ্চয়

ন সংখ্যোপ সংগ্রহাদপি নানাভাব দতিরে বাচ্চ ১।৪।১১

যাঁহার মধ্যে পাঁচজন আর আকাশ বর্ত্তমান
আত্মা ব্রহ্ম অমৃত জানিও তাহাতে অবস্থান
ইহারে জানিলে সব জানা যায়
অমৃত লাভের সহজ উপায়।

প্রানাদয়ো বাক্য শেষাৎ ১।৪।১২

"পঞ্চজন" শব্দ প্রাণ পঞ্চকে বলে জেন বোঝা যায়
বাক্য শেষেতে এই পাঁচ জনে জেনো ঠিক বলা যায়

পরানের প্রান সেই চক্ষুর চোখ
কর্ণের কর্ণ ও অন্নের হোক
আর মন এই পাঁচ জনেরে বোঝায়
কেহবা পাঁচটি বর্ণ জাতি বোঝা যায়

জ্যোতিষা একেষাম অসতি অন্নে ১।৪।১৩

কান্ব ও মাধ্যন্দিন নামে দুটি শাখা আছে
শুক্ল যজুর্বেদে জেনো এরই কথা আছে
তংদেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ
দেবাদিদেবের মোহন মূরতি
প্রকাশি বলিতে ভাষা যায় হেরে লেখনী স্তব্ধ নত
"অসতি অন্নে" শ্রুতি বাক্যতে তাঁহারি মহিমা শত।

কারনত্বেন চ আকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ ১।৪।১৪

বিভিন্ন উপনিষদে জানিও কত মত কথা কয়
তৈত্তিরিয়ো উপনিষদে সৃষ্টি আকাশ হইতে হয়
ছান্দোগ্য বলে তাহা কভু নয়
ব্রহ্ম হইতে তেজের উদয়
প্রশ্নোপনিষদে বলে প্রাণ হতে শ্রদ্ধা জনম লয়
প্রাণ হতে জেনো সবার সৃষ্টি এমনি কত কি কয়।
এ সকল কথা ভিন্ন ভিন্ন পথে সবে লয়ে যায়
সবার সৃষ্টি ব্রহ্ম হইতে ভুল জেনো নাহি তায়
ব্রহ্ম হইতে জনম সবার
সবের মাঝেতে একই আকার
বিরাজেন তিনি জীব মাঝে শিব মিথ্যা কখন নয়
যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ অর্থে সর্ব্ব শক্তিমান কয়;

সমাকর্ষাৎ ১।৪।১৫

উপনিষদেতে জগৎ কারণ অসৎ বলিয়া কহে
পরে বলিয়াছে সত্যই তাহা অসৎ কখন নহে
সত্যই জেন স্থির অবিচল
অসত্য যাহা করে টলমল
ভিত্তিহীন যে জগৎ কারণ একথা কখন নয়
ব্রহ্ম ইচ্ছা একহতে সেই বহুর উদয় হয়

জগদ্বাচিত্বাৎ ১।৪।১৬

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে আছে

"যো বৈ বালাকে এতেষাং পুরুষানাং কর্ত্তা,
যস্য বা এতৎ কর্ম্ম স বৈ বেদিতব্য"
অজাত শত্রু রাজা সে বালাকি ব্রাহ্মণে তবে কয়
এই সকলের কর্ত্তা যেজন জানিতে ইচ্ছা হয়
সেই ব্রহ্মের উপদেশ বলি
এতৎ শব্দে জগতেরে বলি
এই প্রভু জেন বিশ্বকর্ত্তা ব্রহ্ম যাঁহাকে কয়
রাজাধিরাজ সে বিশ্বের প্রভু অতুল মহিমা ময়।

জীব মুখ্য প্রাণলিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ তৎ ব্যাখ্যাতম ১।৪।১৭

শঙ্কর ভাষ্য ১।১।৩১ সূত্রে বলা হইয়াছে
জীব মুখ্য প্রাণ লিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ ন উপাসানৈবিধ্যাৎ
"আশ্রিতত্বাৎ ইহ তৎ যোগাৎ"
জীব লক্ষণ প্রাণ লক্ষণ তবু ও জানিও নয়
সকল ছাপায়ে সকল ব্যাপিয়ে ব্রহ্মই জেন হয়

জীব উপাসনা প্রাণ উপাসনা
সবার অতীত তাঁর আরাধনা

যুক্তি দেখিয়া হইবে বুঝিতে ব্রহ্ম সর্ব্ব ময়
তাঁহারি রূপেতে আঁধার বিশ্ব আলোয় আলোকময় ॥

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন ব্যাখ্যানাভ্যাম অপি চ ক্রম্ একে ১।৪।১৮

"অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ"

জৈমিনি কন অন্যার্থ হেথা জীবের কথাই নয়
অন্য বস্তু পরমাত্মার প্রকাশ অর্থে হয়

এক যে পুরুষ নিদ্রিত ছিল
ডাকিয়া তাহারে সাড়া না মিলিল

যষ্টির দ্বারা প্রহার করিতে তখন জাগিয়া রয়
প্রশ্ন হেথায় কোথায় আছিল আছিল কোন সময়।
উত্তর এর স্বপ্ন না দেখে নিদ্রিত যেই জন
সেই সময়েতে প্রাণের সাথেতে মিলিত তখন হন

আত্মা হইতে পরাণেতে যায়
প্রাণ হতে তাহা দেহেতে মিলায়

পরমাত্মাকে বুঝাবার তরে জীবের কথা যে হয়।
একাত্মা সেই যাহার সাথেতে সবাকার যোগ রয়।

বাক্যান্বয়াৎ ১।৪।১৯

আপনার লাগি প্রিয় হয় সব উপনিষদেতে কয়
ভালোবাসে মোরে এই কথা ভাবি তবে সেই প্রিয় হয়

এইখানে জেনো সেই কথা নয়
আত্মাকে শুধু জানো নিশ্চয়

আত্মাকে তুমি করো দর্শন শ্রবণ বিচার করো
পরমাত্মার প্রীতি যাতে হয় বারেক তাঁরেও স্মরো।
মৈত্রেয়ী কন যাজ্ঞবল্ক্য কি হবে তাঁহাকে পেয়ে?
অমৃত যাহাতে নাহি যায় পাওয়া কেনতা লইব চেয়ে।

আত্মাই সেই অমৃত আধার
"বাক্যন্বয়াৎ" এই বোঝ সার

পরমাত্মার জ্ঞান ছাড়া জেন অন্য কিছুই নাই
যাঁহারে পাইলে সব যায় পাওয়া কয়জনে তাঁরে চাই।

প্রতিজ্ঞা সিদ্ধের্লিঙ্গ মাশ্বরথ্য ১।৪।২০

প্রতিজ্ঞা হেথা সিদ্ধ হয়েছে আশ্বরথ্যে কন
আত্মা জানিলে সকল জগৎ তবে তিনি জ্ঞাত হন

সবের মধ্যে আত্মা প্রকাশ
আত্মার জেনো নাহিক বিলাস

জীবাত্মা সাথে পরমাত্মার ভিন্নতা কভু নয়
প্রতিটি জীবেতে শিব নিজে রাজে এই জ্ঞান যেন হয়।

উৎক্রমিষ্যতঃ এবম্ভাবাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ ১।৪।২১

ঔড়ুলোমির মত এইখানে এ দীনা তনয়া কয়
জীবাত্মা শোকে পরমাত্মায় এক হয়ে মিশে যায়

এই দেহ হতে আত্মা সে যায়
পরমাত্মার সাথে মিশে যায়

নাম রূপ ছাড়ি পরম জ্যোতিতে হইয়া জ্যোতির্ম্ময়
নদীর মতন আপনা হারায়ে সাগরে মিশিয়া যায়

প্রথম অধ্যায় চতুর্থপাদ

অবস্থিতেরিতি কাশাকৃৎস্নঃ ১।৪।২২

শঙ্কর কন পরমাত্মাই জীবরূপে জীবে রন
কাশকৃৎস্নের মত জেনে রাখো তিনিও এরূপ কন
উপনিষদেতে আছে এই কথা
জীবের মধ্যে প্রকাশেন যথা
নাম-রূপ-ধরি প্রবেশি সেথায় ভিন্ন তবু সে নয়
আত্মা শব্দে পরমাত্মাই সব ঋষিগণে কয়।
আশ্মরথ্যের মত এইরূপ জীবাত্মা যত হয়
পরমাত্মার অংশই তাহা ভিন্ন কখন নয়
ভিন্নরূপেতে অভিন্ন-রন
প্রতিটি জীবেতে শিবময় হন
শ্রুতিতে বলিছে সত্য একথা সব জেনো হরিময়
হরির চরণে সৃষ্ট জগৎ হরিতে মিশিয়া যায়।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানু পরোধ্যাৎ ১।৪।২৩

শঙ্কর কন ব্রহ্ম যে হন জগতের উপাদান
ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট জগৎ জানেন প্রজ্ঞাবান
উপনিষদেতে প্রতিজ্ঞা হয়
দৃষ্টান্ত যাতে বাধা নাহি পায়
সিদ্ধান্ত এই মনেতে করিয়া সত্য বলিয়া জানো
ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট জগৎ প্রলয়েতে মেশে মানো
প্রলয় কালেতে ব্রহ্মের মাঝে সৃষ্টি যে লয় পায়
ব্রহ্মই শুধু একক সেথায় আর কিছু নাহি তায়
ব্রহ্মই সেই নিমিত্ত কারণ
আবার ব্রহ্ম হন উপাদান

ব্রহ্ম ব্যতীত সৃষ্টির জেন অন্য কিছুই নয়
ব্রহ্ম স্রষ্টা ব্রহ্ম সৃষ্টি ব্রহ্ম জগত ময়।

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ১।৪।২৪

অভিধ্যা মানে ধ্যান উপদেশ ইহার অর্থ হয়
ব্রহ্ম জগত গড়েন ভাঙ্গেন সকলি ব্রহ্ম ময়

এক হয়ে সাধ মিটিলনা তার
ধরেন তখন বহুর আকার

বোঝা যায় এতে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট সকলি হয়
তাঁহারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ যেজন ইচ্ছা ময়।

সাক্ষাৎ চ উভয়াম্নানাৎ ১।৪।২৫

কন শঙ্কর স্পষ্ট ভাবেতে উৎপত্তি প্রলয় যাহা
সবেরই কারণ ব্রহ্ম আপনি মূলেতে ব্রহ্ম তাহা

আকাশ হইতে সব কিছু হয়
আকাশ এখানে ব্রহ্মে বুঝায়

এই জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মই জেনো সব
ব্রহ্মের মাঝে হইবে বিলীন ব্রহ্মেই উদ্ভব।

আত্ম কৃতেঃ পারিণামাৎ ১।৪।২৬

কন শঙ্কর এতে বোঝা যায় কর্ম কর্ত্তা সেই
কর্মরূপেও বিবাজে ব্রহ্ম কর্ত্তা ব্রহ্ম যেই

তৎ আত্মানং স্বয়ং অকুরুত
এর অর্থেও জগৎ সুহৃৎ

ব্রহ্ম নিজেকে জগৎ রূপেতে করিলেন পরিণত
ব্রহ্মর মাঝে জনমে সকলে ব্রহ্মতে হয় গত।

যোনিশ্চ হী গীয়তে ১।৪।২৭

ব্রহ্মকে হেথা যোনি বলা হয় সবার জনম স্থান
মুণ্ডক উপনিষদের মাঝে আছে এই আখ্যান
"কর্ত্তারম ঈযম্ পুরুষম ব্রহ্ম যোনিম"
সুধীজন জানে সবার সৃষ্টি ব্রহ্ম হতেই হয়
যোণি শব্দের প্রয়োগে সেকথা সহজে বুঝায়ে কয়।

এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যতা ব্যাখ্যতাঃ ১।৪।২৮

এই অধ্যায় সমাপ্তি তরে ব্যাখ্যাতা দুবার কয়
সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ উপনিষদে এইভাবে জেন হয়
বিশেষ দর্শনে পরমানুবাদ
উপনিষদেতে তাহারি প্রসাদ
ব্রহ্মে জানিও স্থির নিশ্চয় সকল জীবের মূল
স্রষ্টা যেজন সৃষ্টি সেজন ইহাতে নাহিক ভূল॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ ২।১।১

স্মৃত্যনবকাশ দোষ প্রসঙ্গ ইতিচেৎন অন্যস্মৃত্যনবকাশ দোষ প্রসঙ্গাৎ
স্মৃতির অনবকাশ হয় এতে সার্থকতা যে নেই
আপত্তি যদি করেন ইহাতে উত্তর তার এই
এ যুক্তি ঠিক নয়
গ্রহণ যোগ্য নয়
শঙ্কর কন ঋষির প্রণীত গ্রন্থ যে স্মৃতি হয়
কপিলের সাংখ্য দর্শনেও জেন এই মত কথা কয়।
তবুও জানিও স্মৃতির হইতে শ্রুতি ঢের বড় হয়
পুরানের বেদ অভ্রান্ত জানি সুধীজনে তাই কয়

বেদ গ্রন্থের তুলনা না হয়
এখানে বেদই স্থির নিশ্চয়
বেদ অনুসারি চল পথ সবে আলোকেতে উজ্জ্বল
বহু পুরাণের ঘটনার মাঝে বেদ স্থির নিশ্চল।

ইতরেষাং অনুলব্ধেঃ ২।১।২

শঙ্কর কন অন্য দ্রব্য উপলব্ধির নয়
মহৎ ব্যতীত প্রধান জানিও কখনই নাহি হয়
মহৎ না হলে ব্রহ্মে না পায়
ঊর্দ্ধে উঠিলে তবে তাঁরে চায়
সাংখ্য এবং দর্শন স্মৃতি এতে যদি ভেদ হয়
তবুও জানিও তুচ্ছে ত্যজিলে তবেই ব্রহ্মে চায়।

এতেন যোগ প্রত্যুক্ত ২।১।৩

বৃহদারন্যক উপনিষদেতে এই কথা জেনো-রয়
ব্রহ্ম বিষয়ে সাধু সন্তরে জিজ্ঞাস নিশ্চয়
তাঁর খোজ আর বিচার যে করো
হৃদয়ের মাঝে স্মরো ধ্যান করো
বেদান্ত মাঝে সন্ধান করো যাহাতে তত্ত্ব জ্ঞান
তাঁহাকে চিনিলে তাঁহাকে জানিলে তবেত পরিত্রাণ
যোগ দর্শনে শুধু জানা নয়, করে নাও আপনার
ব্রহ্মই ধ্যান ব্রহ্মই জ্ঞান তিনি ছাড়া নাহি আর
সকল ধ্যানের যেখানেতে লয়
সকল জ্ঞানের যেখানে উদয়
সেই ব্রহ্মরে আপন জানিয়া আপন করিয়া নাও
প্রতি জীবে শিব হেরিবে তখনি যখন যেদিকে চাও।

ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ২।১।৪

ব্রহ্ম জানিও এই জগতের উপাদান কভু নয়
ব্রহ্ম জগৎ এ দুয়ের মাঝে বিলক্ষণত্ব রয়
শ্রুতি বাক্যেতে এই জানা যায়
ব্রহ্ম জগৎ স্বভাবে মিলায়
দোঁহের মিলনে অপরূপ এই ইহার সৃষ্টি হয়
ব্রহ্ম নিত্য আনন্দ জেনো জগৎ দুঃখ ময়।
ব্রহ্ম চেতন অচেতন জেনো জগৎ এখানে হয়
শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ রূপে জগৎ সৃষ্টি হয়
দোঁহে জেনো দুই বিভিন্ন রূপ
বিস্মিত করি একেবারে চুপ
শুধু মন মাঝে ওঁকার রূপে ব্রহ্মই জেন রয়
ব্রহ্মই এই সবার মাঝেতে শুধু আনন্দময়।

অভিমানি ব্যপদেশস্তু বিশোষানুগতি ভ্যাম ২।১।৫

শঙ্কর কন বেদে কহিয়াছে কহে এই কথা জল
মাটি বলে ইহা অগ্নি বলেছে বলিছেনা এসকল
অভিমান হতে ইহার উদয়
জল বা অগ্নি কেহ বড় নয়
ব্রহ্ম হইতে জনম সবার ব্রহ্ম শক্তি সব
নিজ দেহ বলি অহংকারেতে হয় এর উদ্ভব।
তাঁর অনুগতি বিশেষ করিয়া শরণাগত গো হও
তিনি ছাড়া কেহ নহে আপনার তুমিও কাহারও নও
এই সার কথা মনেকরি জ্ঞান
ছাড়ো আমি এই বৃথা অভিমান
এই অভিমানে সকল বিরোধ দুঃখ সৃষ্টি হয়
সবারে বুঝাতে জ্ঞানী সুধী জন উপমা দানিয়া কয়।

দৃশ্যতে তু ২।১।৬

দেখা যাইতেছে একের হইতে অন্য সৃজন হয়
সৃজিত বস্তু আকারে প্রকারে স্রষ্টার মত নয়
পুরুষ হইতে কেশলোম হয়
গোময় হইতে বৃশ্চিকা হয়
ভেবে দেখো মনে কার্য্য কারণ একই যদি কভু হয়
স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিল তবুও এক তো নয়।
অরূপ ব্রহ্ম বলো কি ভাষায় বর্ণিব রূপ তাঁর ?
বর্ণনাতীত অতুলন সেই চিত্ত চমৎকার
মিথ্যা তর্কে কোন লাভ নাই
কত বারেবারে করিবে যাচাই
ব্রহ্মা বা শ্রুতি এসব বিষয়ে তর্কাবসর নাই
সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা তেমন বিশেষ সেজন ভাই।

অসৎ ইতি চিৎ ন প্রতিষেধ মাত্রত্বাৎ ২।১।৭

শঙ্কর কন যদি বলা যায় অসৎ প্রতিষেধ মাত্র হয়
ব্রহ্ম তাহলে জগৎ কারণ বলিয়া সকলে কয়
সৃষ্টির আগে কারণের মত
অসৎ জগৎ আছিল সতত
ব্রহ্মে পরশি অসৎ জগৎ পাইল পরিত্রাণ
পরশ রতনে পরশিয়া লোহা স্বর্ণের রূপ পান।
কার্য্যের আগে কারণ জানিও সতত বিদ্যমান
সৃষ্টির আগে স্রষ্টার তাই করো সবে সন্ধান
সৎ কার্য্য বাদ বলি এরে কয়
জগতের মাঝে প্রকাশিয়া রয়
জগৎ মাঝেতে জগৎ নাথের প্রকাশ দেখিতে হবে
তবে সার্থক জনম ভবেতে ব্রহ্মে লভিবে তবে।

অপীতৌ তদবৎ প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম ২।১।৮

জগৎ যদি সে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি তাহার হয়
ধ্বংসের কালে ব্রহ্মের মাঝে মেশে সেই নিশ্চয়।
অপবিত্রের মালিন্য যত
তাঁহার পরশে শুদ্ধ সতত
যতই যুক্তি থাকুক তাহার সত্য কভু তা নয়
সত্যর মাঝে সবি সুন্দর উজ্জ্বল নিশ্চয়।
দেবতা স্বভাব পিতা হতে দেখি দানব পুত্র হয়
সেই মত জেন ব্রহ্মের মাঝে জগৎ সৃষ্টি রয়
ধূলা কাদা যদি মাখে হেথা কেহ
কালিমায় ভরে সুন্দর দেহ
স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির জেনো তুলনা কখন নয়
স্রষ্টার মাঝে যাকিছু বিরাজে নিজে সে স্রষ্টা হয়।

ন তু দৃষ্টান্ত ভাবাৎ ২।১।৯

শঙ্কর কন মাটি হতে দেখো ঘট সরা হাঁড়ি হয়
কিন্তু সবের ধ্বংস হলেও মাটি হয়ে মিশে যায়
ঘটের বর্তুল আকার যেমন
মাটি হয়ে গেলে রহেনা তেমন
ক্ষুদ্রতা আর বৃহত্ব সেই মাটির সাথেই যায়
তেমনি ব্রহ্মে মিশিলে সকলে ব্রহ্মেতে লয় পায়।

স্বপক্ষ দোষাচ্চ ২।১।১০

কন শঙ্কর জগত স্বভাব ব্রহ্ম স্বভাব নয়
অনিত্য সাথে নিত্য সত্য এক কি করিয়া হয়

প্রলয় কালেতে লয় যবে হয়
প্রকৃতিতে তাহা নাহি বর্ত্তয়
ব্রহ্মে মিশিলে ব্রহ্মের মাঝে সবি হয় একাকার
সাগরের সাথে মিশিলে তটিনী সাগরেরই রূপ তার।

তর্কা প্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয় মিতি চেৎ ক্রম অপি অবিমোক্ষ প্রসঙ্গ ২।১।১১

তর্কের দ্বারা তত্ত্বের জেনো নাহি হয় নির্ণয়
যদি কেহ বলে আছে প্রয়োজন তবু জেন দোষ রয়
বেদ যে সত্য জেনো মনে সার
তর্কেতে শুধু মত বাড়ে আর
মুনি ঋষিগণ ধ্যান জ্ঞান যোগে বেদের তথ্য জানে
তর্কের দ্বারা নাহি যায় পাওয়া সত্য বেদের মানে।

এতেন শিষ্টা পরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ২।১।১২

কন শঙ্কর যে সকল মত মনু ব্যাস নাহি লয়.
সে সকল মত ও ব্যাখ্যা জানিও এইখানে করা হয়
সাংখ্য দর্শনের কিছুটা অংশ
গ্রহণ করেন বৈদিক বংশ
পরমানুবাদ সকল ঋষিরা মনের মাঝে না লয়
অনু পরমানু স্রষ্টা ব্রহ্ম জেনো মনে নিশ্চয়।

ভোক্তৃ আপত্তেঃ আবিভাগ চেৎ স্যাৎ লোকবৎ ২।১।১৩

শঙ্কর কন ভোক্তৃ বিষয়ে আপত্তি যদি হয়
ভোক্তা ভোগ্য এ-দোঁহে বিভাগ সিদ্ধ জেন না হয়
সাংখ্য বাদীরা তবু কভু কয়
ব্রহ্ম হইতে জগৎ যে হয়

তাহলে কেন বা এতরূপ নাম বিভাগ কেন বা হয়
উত্তর এর সমুদ্রে যথা তরঙ্গ বুদ্‌বুদ্‌ রয়

তদনন্যত্ব মারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ ২।১।১৪

তাহতে অভেদ আরম্ভ হতে ইহা জেন জানা যায়
মাটিকে জানিলে হাঁড়ি সরা খুরি সবেরি সৃষ্টি তায়
তেমনি জানিও ব্রহ্ম সত্য
জানিলে শুধুই এই সে তথ্য
ব্রহ্মাই জেন আত্মা রূপেতে সকলের মাঝে রয়
জগৎ মিথ্যা এই কথা জেনো এই অর্থেতে কয়।
সৃষ্টির আগে জগতের নাম রূপ যথা কোন নাই
অসৎ বলিয়া বলার অর্থ শুধুই জানিও তাই
ব্রহ্ম হেথায় মূর্ত্ত যে হন
তাঁরি নানা রূপ নানা ভাবে রন
জেনো ব্রহ্মাই মৃত্তিকা সম তাহাতে সকল হয়
ব্রহ্মাই রহে নানা রূপ ধরি ব্রহ্ম ছাড়া ত নয়।
কারণ থাকিলে তবেই কাজের উপলব্ধি যে হয়
কারণের অস্তিত্ব জানিও থাকে সেথা নিশ্চয়
মাটি না হইলে ঘট নাহি হয়
সুতা না হইলে বস্ত্র না হয়
সোনা না থাকিলে স্বর্ণবলয় কিরূপেতে বলো হয়
কার্য্য কারণ দুই এক জেনো মন মাঝে নিশ্চয়।

ভাবে চ উপলব্ধি ২।১।১৫

কারণ থাকিলে তবেই ভাবের উপলব্ধি যে হয়
কারণের অস্তিত্বও থাকে সেথা জানিও নিশ্চয়

মাটি না হইলে ঘট নাহি হয় সুতা না হইলে বস্ত্র না হয়
সোনা না থাকিলে স্বর্ণবলয় কিরূপেতে বলো হয়
কার্য্য কারণ দুই এক জেনো মন মাঝে নিশ্চয়

সত্ত্বা চ অবরস্য ২।১।১৬

সৃষ্টির মাঝে জগৎ ব্রহ্মে আছিল বিদ্যমান
জগৎ ব্রহ্ম দুই অভিন্ন ব্রহ্ম সবের প্রাণ
শ্রুতিতেও জেনো এই কথা কয়
সৎ এব সোম্য ইহাই বোঝায়
ইদম অগ্র আসীৎ অর্থে পূর্ব্বেও সৎ ছিল
জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন একথা মনে না নিলো।

অসদ্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ধর্ম্মান্তরেণ বাক্য শেষাৎ ২।১।১৭

শ্রুতিতে বলেছে অসৎ এখানে অন্য অর্থে কয়
সৃষ্টির আগে জগতের জেন নামরূপ নাহি রয়
তাইত তখন অসৎ বলিল
সৎ বলে যবে নামরূপ নিলো
তৎ অর্থেতে জগতে বুঝায় অন্য কিছুই নয়
বাক্য শেষাৎ বাক্যের শেষ এর দ্বারা বোঝা যায়
ধর্মান্তরেণ অর্থে এখানে রূপান্তরকে কয়
সৃষ্টির আগে এবং পরেতে দুইভাবে বোঝা যায়

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ২।১।১৮

শঙ্কর কন যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যে যায়
কার্য্যের আগে কারণ যে থাকে কারণ ছাড়াত নয়
কারণ কার্য্য যুক্ত যে থাকে
দুধে দধি যথা ঘৃতরূপে থাকে

ক্রিয়ার কর্ত্তা দুধ নিশ্চয় দধিও মিথ্যা নয়
পরিবর্ত্তন হইলেও জেন দুধ হেথা নিশ্চয়।
ব্রহ্ম তেমনি সকলের মাঝে রহেন বর্ত্তমান
অভিন্ন রূপে সব জীবে শিব আপনি যে ভগবান
ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি সবার
স্রষ্টা রূপেসে সবার আধার
নানা রূপে সেই সবাকার মাঝে কত শত লীলা করে
অরূপের কিবা রূপের মাধুরী অতুলন হয়ে ঝরে।

পটবচ্চ ২।১।১৯

বস্ত্রকে যবে রাখি পাট করে বোঝা কভু নাহি যায়
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কত বড় সে যে বুঝিবারে নাহি পায়
সুতাকে তাঁতেতে সাজায় যেমন
শাড়ী ধুতি হয় তাহাতে তেমন
কার্য্য কারণ এক হলে দুই রূপেতে প্রভেদ হয়
তেমনি জানিও ব্রহ্ম স্বরূপ সবেতেই নিশ্চয়।

যথা চ প্রাণাদি ২।১।২০

এই দেহে প্রান অপান ও ধ্যান পাঁচরূপ ধরে থাকে
প্রানায়ামে তাহা থাকে সংযত তবু তারা একই থাকে
কার্য্য কারণে রূপ যে ভিন্ন
তবু জেন সে যে রহে অভিন্ন
তেমনি ব্রহ্ম সবের মাঝেতে আপনি গোপনে রয়
কার্য্য কারণে ঘটিলে প্রভেদ তবুও ব্রহ্ম ময়।

ইতরব্যপদেশাৎহিতাকারণাদি দোষ প্রসক্তিঃ ২।১।২১

শ্রুতির মাঝারে বহু স্থানেতেই জীবেরে ব্রহ্ম কয়
"তৎ ত্বম অসি" তুমি হও ব্রহ্ম অর্থ ইহার হয়

ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া
জীব রূপে সেথা নিজে প্রবেশিয়া

নামরূপ ধরি করেন বিহার ক্ষনেক লীলার তরে
তরঙ্গ সম মূরতি ধরিয়া ব্রহ্মে মিলায় পরে।
ইতর অথবা হিত করনের সহজ অর্থ জেন
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক জরা দুঃখ বলে না মেনো

ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট যে হয়
ক্ষণ পরে তাহা ব্রহ্মে মিলায়

সৃষ্টির মোহে ভুলিয়া থেকোনা স্রষ্টারে তার চেনো
তুমিই ব্রহ্ম এই কথাটিকে অন্তর দিয়ে মেনো

অধিকং তু ভেদ নির্দ্দেশাৎ ২।১।২২

শঙ্কর কন জীবের অধিক ব্রহ্ম যেজন হন
তিনিই জগৎ করেন সৃষ্টি জীব নহে সেই জন

সেই আত্মাকে করো দরশন
ব্রহ্মই সেই পরশ রতন

সুষুপ্তি মাঝে ব্রহ্মের সাথে জীবের মিলন হয়
দুই এক তবু দোঁহার সাথেতে এ মিলন মধু ময়।
ঘটাকাশ সাথে মহাকাশ যথা ভেদ ও অভেদ হয়
তেমনি জানিও স্থূল দৃষ্টিতে দোঁহে দুই জন হয়।

ব্রহ্ম সত্য মিথ্যা যা হয়
মন বুদ্ধিতে যাহা নির্ণয়

আকারে প্রকারে প্রভেদ দেখিলে জেন তাহা ঠিক নয়
সবের আধার সব মূলাধার ব্রহ্ম সে নিশ্চয় ॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ২।১।২৩

শঙ্কর কন অশ্ম অর্থে প্রস্তরে জেন কয়
পাথরের মাঝে পার্থিবত্ব কঠিনত্ব যে রয়

আবার কেহবা মলিন যে হয়
কেহ উজ্জ্বল উজলিয়া রয়
আত্মারও মাঝে চৈতন্যের তেমনি প্রকাশ জেন
জীবের অল্প জ্ঞান ব্রহ্মের সর্ব জ্ঞানতা মেন।

উপসংহার দর্শনাৎ ইতি চেৎ ন ক্ষীরবৎহি ২।১।২৪

শঙ্কর কন ব্রহ্ম শুধুই জগৎ স্রস্টাই নয়
জগতের উপকরণ জানিও ব্রহ্ম হতেই হয়
দুধ হতে যথা দধি জেন হয়
তেমনি ব্রহ্মে জগৎ উদয়
সব শক্তির আধার সেজন অপূর্ব্ব পরকাশ
তাঁরি ইচ্ছায় পূর্ণ জগৎ সবে জেন তাঁর দাস।
দীন সে কুম্ভকারের যেমন ঘট গড়িবার তরে
শুধু মাটি নয় জল ও চক্র কত লয় পরে পরে
ব্রহ্ম শুধু যে নিজ ইচ্ছায়
এই সৃষ্টির স্রষ্টা যে হয়
তাঁহারি ভিতর সব শক্তির সব উপাদান রয়
কিবা প্রয়োজন উপাদানে তাঁর যেজন ইচ্ছাময়

দেবাদি বদ অপিলোকে ২।১।২৫

শঙ্কর কন কেহ পুনঃ বলে দুধ অচেতন হয়
উপকরণের দ্বারা তাহা হতে দধি পরিনত হয়
আধার ভেদেতে নানারূপ ধরে
ব্রহ্ম অতুল শক্তি যে ধরে
দৈব ঘটনা প্রাসাদ বা রথ নিমেষে মূর্ত্ত হয়
মাকড়সা যথা নিজ দেহ হতে জাল যথা নির্মায়।

কৃৎস্ন প্রসক্তির্নিরবয় বত্ব শব্দ কোপোবা ২।১।২৬

শঙ্কর কন প্রতি পক্ষেতে নানারূপ কথা কয়
ব্রহ্মই যদি জগৎ হন তো ব্রহ্ম কোথায় রয়
জগৎ হইলে ব্রহ্ম কি নাই
ব্রহ্ম বলিতে শ্রুতিতে বুঝাই
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্ত নিরবদ্যং নিরঞ্জনং
ক্রিয়াহীন সেই রূপ হীন জন কিভাবে এখানে রন
বায়ু যথা বয় শ্বাস প্রশ্বাসে দেখা কভু নাহি যায়
গাছ নড়িলে বা পাতাটি ঝরিলে বায়ুর প্রকাশ পায়
তেমনি মূর্ত্ত অমূর্ত্ত মাঝে
ব্রহ্ম জগতে সেভাবে বিরাজে
ব্রহ্ম ব্যতীত কোন কিছু নয় জেনো মনে নিশ্চয়
ব্রহ্মের মাঝে বিরাজে জগৎ নিজে সে ব্রহ্ম নয়।

শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ ২।১।২৭

শঙ্কর কন কিছুই না বুঝে আপত্তি যারা করে
ভালো করে যেন শ্রুতি গ্রন্থটি মন দিয়ে তারা পড়ে
শ্রুতির মাঝেতে লেখা দেখা যায়
অংশ ব্রহ্ম জগতেতে রয়
তিন ভাগ তার অমৃত রূপেতে স্বরগের মাঝে আছে
স্পষ্ট করিয়া এই কথা জেন রয়েছে শ্রুতির মাঝে
কেহ কেহ বলে শ্রুতি বাক্যতে দুবার দুকথা বলে
জগৎ পূর্ণ ব্রহ্মও নয় অংশও নহে বলে
দুধের বিকার দধি যেন হয়
রজ্জুতে সাপ ভ্রম নিশ্চয়
তেমনি জানিও বিবর্ত্ত ইহা বিকার কখন নয়
জগতের মাঝে অংশ রূপেতে ব্রহ্ম মহিমা রয়।

আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চহি ২।১।২৮

কন শঙ্কর স্বপনের মাঝে নিজের মনের থেকে
কত বিচিত্র রথ পথ নদী কতকি মানুষ দেখে
মানুষ তাহাতে লীন নাহি হয়
স্বপন ভাঙ্গিলে তাহারাই যায়
তেমনি জানিও ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট সকলি হয়
ব্রহ্মের মাঝে উদয় হইয়া ব্রহ্মাতে পায় লয়।

স্বপক্ষ দোষাচ্চ ২।১।২৯

নিজের পক্ষে এই দোষ আছে এই কথা হেথা কয়
প্রতিবাদী তাই এই দোষ ধরে অন্য কি কথা কয়
সাংখ্য বলেন প্রধান হইতে
জগৎ সৃষ্টি হন তাহা হতে
নিরবয়ব ব্রহ্ম অংশ ইহাতে মূর্ত্ত হন
সত্ব রজো ও তমো গুণ মাঝে সাম্য হইয়া রন।
কেহ কেহ বলে দুটি পরমানু হইয়া দ্বনুক হয়
পরমানু তবু কনাদের মতে প্রস্তর ময় নয়।

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ২।১।৩০

শঙ্কর কন পরমেশ্বর সর্ব্ব শক্তিময়
"তদ্দর্শনাৎ" শ্রুতি বাক্যতে এই কথা জেন রয়
ছান্দোগ্যতে এই কথা আছে
সর্ব্বকর্মা সর্ব কাম আছে
সর্ব্বমিদং অভ্যাত্তঃ অবাকী ও অনাদর
সবের মাঝারে আনন্দ ময় সত্য সে শঙ্কর
সকল কর্ম করেন সেজন সকল পূর্ণ ময়

সকল প্রাপ্তি তবু মৌনতা আগ্রহ নাহি রয়
তিনি যাহা চান সত্য তা হয়
সংকল্পতে সত্যই রয়
তাঁহার শক্তি বিবিধ এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জন
তিনি জ্ঞান তিনি বল তিনি ক্রিয়া তিনিই সকল হন

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম ২।৩।৩১

যদি কেহ ভাবে ইন্দ্রিয় হীন ঈশ্বর কিবা করে
এর উত্তর দিয়েছি আগেই সকল সে জন পারে
অপানি পাদো জবনো গ্রহীতা
অনন্য সেই সবার বিধাতা
তাঁহার প্রকৃতি বলেছে শ্রুতিতে শুধু হয় অনুমান
সর্ব্বত্র তাঁর চক্ষু দৃষ্টি সকল স্থানেতে কান।

ন প্রয়োজন বত্বাৎ ২।১।৩২

বিপক্ষ কহে জগৎ কর্তা ঈশ্বর নহে কভু
কার্য্য থাকিলে কারণ থাকিবে নহে ঈশ্বর প্রভু
লোকে করে কাজ ফল লাভ তরে
পূর্ণ সেজন কাজ কেন করে
আপ্ত কাম সে নিজে ভগবান কামনা যাহার নাই
কেন সাধ করে সৃজে সংসার ভাবে যে সকলে তাই।

লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম ২।১।৩৩

শিশুরা যেমন নিজে খেলা করে বিনা কোন প্রয়োজনে
শিশু ভোলানাথ তেমনি সৃষ্টি করেছেন নিজ মনে।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ২।১।৩৪

শ্রুতিবাক্যেতে কহে কর্মের অপেক্ষা আছে বলে
বৈষম্যোনৈ ঘৃনে ন বৈষম্য নিষ্ঠুরতা নাই বলে

সুখ দুখ দুই জগতেতে আছে
সুখেতে মাতিয়া হরি ভুলে গেছে
অসাধু কর্ম করে যদি কেহ নাহিক পরিত্রাণ
সবদিকে তাঁর সমান দৃষ্টি সেই জন ভগবান।

ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ ২।১।৩৫

কর্ম হিসাবে সুখ দুখ পায় কারো এতে সংশয়
কত সাধুজন দেখা যায় হেথা কত দুঃখ যে পায়
তাই কেহ বলে ইহা ঠিক নয়
সৃষ্টির আগে বিভাগ না হয়
সৃষ্টির আদি বলে কিছু নয় ইহা জেন ঠিক নয়
যা পাবার তাই লভিছে সকলে সুবিচার ঠিকই হয়।

উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ ২।১।৩৬

যুক্তির দ্বারা উৎপন্ন যে হয় এই কথা নিশ্চয়
শাস্ত্রের মাঝে জ্ঞানী গুণীজন জেন এই কথা কয়
অনাদি যে এই হয় সংসার
সৃষ্টি প্রলয় হয় বারেবার
পূর্ব্ব জন্মে যে জীব যা করে সেই মত গতি হয়
বলি কর জোড়ে করো হরি নাম জীবে শিব জ্ঞান রয়।

সর্ব্ব ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ২।১।৩৭

কন শঙ্কর সব ধর্মের উপপত্তি যে হয়
ঈশ্বর সেই জগৎ কারণ উপাদান নিশ্চয়
সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্ব শক্তি
ধরে যেই জন লভিতে মুক্তি

তাঁহারি চরণ করগো শরণ অন্য উপায় নাই
হরিময় হোক সবার জীবন সবারে জানিও ভাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

রচনানুপপত্তেশ্চ ২।২।১

জগৎ রচনা উপপন্ন হয়না বলিয়া এ কথা কয়
ন অনুমানন অর্থে প্রকৃতি জগত কারণ নয়
শঙ্কর কন কপিল বলেছে
সাংখ্য দর্শনেতে এই কথা আছে
তবু ভেবে দেখো কুমোর নহিলে কুম্ভ কি করে হয়
অচেতন যাহা প্রাণ ব্যতিরেকে রূপ কিসে সম্ভয়

প্রবৃত্তেশ্চ ২।২।২

গঠনের আগে মননের মাঝে মূরতি মূর্ত্ত হয়
অচেতন প্রকৃতির মাঝেতে তাহা ত সম্ভব কভু নয়
ঈশ্বর নিজ মানসের দ্বারা
গড়েছেন এই জগতের ধারা
তাঁহারি রচনা রবি শশি তারা সমুদ্র কল্লোল
সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টারে হেরি নাই আর কিছু গোল।

পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ২।২।৩

দুধ ও জলের মতন বলেছে প্রকৃতি বদল হয়
তবুও জানিও আপনা হইতে সম্ভব শুধু নয়
শঙ্কর কন বৎসের তরে দুধ ধারা যেন ঝরে
যেমন জীবের কল্যাণ তরে বৃষ্টির ধারা পড়ে

মূর্খতে ভাবে ইহা অকারণ
স্নেহভরে হয় দুধের ক্ষরণ
ঈশ্বর দেন বৃষ্টির জল জন মঙ্গল তরে
আকাশ হইতে হরির করুণা আপনি যেমন ঝরে

ব্যতিরেকান বস্থিতেশ্চ অনপেক্ষত্বাৎ ২।২।৪

কন শঙ্কর সাংখ্য মতেতে প্রকৃতি কারণ হয়
ভ্রান্তিই ইহা ঈশ্বর ছাড়া কখন কিছু না হয়
অচেতন এই প্রকৃতি যখন
সৃষ্টি প্রলয় সে কী অকারণ
সব মূলাধার আপনি শ্রীহরি এতে কোন নেই ভুল
বৃথা তর্কের তুমুল বিচার ঈশ্বরই হন মূল।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ২।২।৫

অনত্র দেখা যায় না বলিয়া তৃণাদির মত রয়
গাভীর উদরে যাইয়াই তৃণ দুধ রূপে তবে বয়
তৃন নিজে দেখো দুধ নাহি হয়
গাভীর উদরে যবে প্রবেশয়
তারি সংযোগে দুধে পরিণত নহিলে কখন নয়
ইহার ও ভিতরে করুণা হইয়া ঈশ্বর কৃপা রয়।

অভ্যুপগমেহপি অর্থভাবাৎ ২।২।৬

স্বীকার করিলেও প্রয়োজনাভাবে সাংখ্যেতে দোষ হয়
শঙ্কর কন ঈশ্বর বিনা কখন কিছু না হয়
সেই পুরুষের কিবা প্রয়োজন
নির্ব্বিকার ও উদাসী যে জন

মোক্ষ ত তার করতল গত অদূরে মোটেই নয়
মোক্ষ সাধনে বল দেখি কিবা কিসে আর লাভ হয়।

পুরুশশ্মবৎ ইতিচেৎ তথাপি ২।২।৭

যদি বলা যায় পুরুষ বা পাথরে প্রকৃতি কার্য করে
তুলনা হিসাবে পঙ্গু অন্ধ ইহাদের মনে পড়ে
সাংখ্যের পুরুষ তবু তাহা নয়
পঙ্গু যেমন পথ দর্শয়
সাংখ্যের এই পুরুষে জানিও প্রকৃতি চালিত নয়
প্রকৃতিই যদি সক্রিয় হয় প্রলয় কি করে হয়?

অঙ্গিত্বানু পপত্তেবচ ২।২।৮

অঙ্গিত্বে স্বীকার করা হয় নাই বলে দেখি বলা হয়
প্রকৃতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি সম্ভব কভু নয়
সাংখ্য মতেতে এই কথা কয়
সত্ত্ব রজ তম প্রকৃতিই হয়
এ তিন গুণের সাম্যাবস্থা নির্ণয় করে রাখে
সকল গুণের আধার যেজন তাহারি দৃষ্টি থাকে।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তি বিয়োগাৎ ২।২।৯

অনুমান যদি অন্যও হয় চৈতন্য শক্তি নাই
জগতের এই উৎপত্তি তাহলে কোনখানে হল তাই
অচেতন যদি এই তিনগুণ
সত্ব রজ তম কেহ নহে ন্যূন
তবে বা কাহার গুণ প্রাবল্যে জগৎ সৃষ্টি হয়
জগৎ কারণ ব্রহ্মই জেন অন্য কিছুই নয়।

বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম ২।২।১০

পরস্পরের বিরোধ তাইত অসমঞ্জ যে হয়
শংকর কন সাংখ্য মতেতে বিরোধ দেখা যে যায়
ইন্দ্রিয় সাত বলেছেন কেহ
ইন্দ্রিয় এগারো এও বলে কেহ
মহৎ অর্থে বুদ্ধি হইতে সূক্ষ্মাবস্থা হয়
কেহ বলে ইহা অহঙ্কারেতে জানিও সৃষ্ট হয়

মহদ্দীর্ঘবদ বা হ্রস্ব পরিমণ্ডলাভ্যাম ২।২।১১

মহৎ এবং দীর্ঘবস্তু যেই ভাবে জেন হয়
হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল বস্তু কারণ তাহার রয়
শঙ্কর কন শুন দিয়ে মন
বৈশেষিক সে যেই দরশন
দুই পরমাণু মিলিত হইয়া দ্বনুক যেমন হয়
তিনেতে মিলিয়া ত্রনুক হইবে এতে নিঃসংশয়।
তবুও জানিও মিলেনা হিসেব সহজে এখানে হায়
চেতন ব্রহ্ম হতে অচেতন জগৎ সৃষ্টি পায়।

উভয়থা অপিন কর্ম্ম অতঃ তদ ভাব ২।২।১২

উভয় প্রকারে কর্ম্ম না থাকে অতএব কেহ কয়
কিভাবে তাহলে সৃষ্টি প্রলয় দুই ঘটনা যে হয়
পরমাণুগুলি প্রলয়ের কালে
হয় নিষ্ক্রিয় কর্মের জালে
অদৃষ্ট তবে কার আশ্রয়ে কেমন করিয়া থাকে
এই চরাচর যাঁর আশ্রিত স্মরণ করিও তাঁকে।

সমবায়া ভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ২।২।১৩

সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিতে এইখানে তবে হয়
সাদৃশ্য হেতু অনবস্থা দোষ তাহাতে যুক্ত রয়
দুই পরমাণু দ্বনুক যে হয়
দুই এর মাঝেতে তাহা যেন রয়
সমবায় সম্বন্ধ ভাবিতে এখানে কল্পনা প্রয়োজন
অনারস্থা দোষ আবার এখানে অনন্ত সেই জন।

নিত্যম এব চ ভাবাৎ ২।২।১৪

বৈশেষিককে জিজ্ঞাসা করি পরমাণু কিবা হয়
প্রবৃত্তি ইহার নিবৃত্তি উহার স্বভাবে কিরূপে রয়
দুই যদি তার স্বভাব না হয়
পরমাণু যদি ক্রিয়াশীল রয়
তাহা হলে বলো প্রলয় কিরূপে হয় সে সংঘটন
এই মত উঠে জিজ্ঞাসা আর প্রশ্ন সে অগনন।
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জানিও বিরোধী দুইজন পরস্পরে
কেহ কেহ বলে অদৃষ্ট এরূপে এখানেতে কাজ করে।

রূপাদি মত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ২।২।১৫

রূপাদি মত্ত্বাৎ মানে পরমাণু সকলের রূপ রয়
তাহা হইতেই নিত্যত্বের বিপর্য্যয় যে হয়
দর্শনাৎ এইরূপ দেখা যায়
বৈশেষিক মতে ইহাই বুঝায়
বৈশেষিক কয় মাটি জল হতে পরমাণু যেই হয়
গন্ধ ও রস প্রভৃতি যে গুণ তাহার মাঝেতে রয়

দেখা যায় যাতে দোষ আর গুণ লক্ষণ দুই থাকে
অনিত্য বলে বলা হয় জেন নিশ্চয় সেই তাকে
অন্য সূক্ষ্ম বস্তু হতে হয়
পরমাণু অনিত্য স্থূল নিশ্চয়
বৈশেষিক কয় পরমাণু জেন নিত্য সূক্ষ্ম হয়
এইভাবে জেন দোহাকার হেথা মতের অমিল রয়

উভয়থা চ দোষাৎ ২।৪।১৬

বৈশেষিক দর্শনে চারি প্রকার পরমাণু জানি হয়
ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ প্রভৃতি চার রূপে তাহা কয়
অপ পরমাণু স্পর্শ রূপ রস
তেজ পরমাণু স্পর্শ ও রূপ
মরুৎ পরমাণু শুধু এক গুণ স্পর্শ যাহাকে কয়
ক্ষিতি পরমাণু গন্ধ হইয়া সৌরভময় হয়
অপ পরমাণু রস রূপে রয় তেজের কেবল রূপ
বায়ুর কেবল স্পর্শ জানিবে তাহাতেই নয় চুপ
কল্পনা তুমি যত যাহা করো
দোষময় হয়ে হবে গাঢ় তর
বৈশেষিক মতে সব পরমাণু সূক্ষ্মতম যে হয়
সকলেই জানে মাটির মাঝেতে কি কি দোষ গুণ রয়।

অপরিগ্রহাৎ অত্যন্তম অনপেক্ষা ২।২।১৭

বেদজ্ঞ ঋষিরা বৈশেষিকের মত না গ্রহণ করে
সেই কারণেতে নহে গ্রহণীয় এই মত একেবারে
সাংখ্য দর্শনের মত গ্রহণেতে কোন কোন ঋষি রয়
মহর্ষি মনু সাংখ্যের এই মতে জেন মত দেয়
প্রকৃতি হইতে জগৎ যে হয়
সাংখ্যেও জেন এই কথা কয়

বৈশেষিকের মতেতে বেদজ্ঞ ঋষি না গ্রহণ করে
এই কারণেতে মনে হয় ইহা নয় যুক্তির পরে।

সমুদায়ে উভয় হেতুকে অপি তদপ্রাপ্তি ২।২।১৮

বৌদ্ধ দর্শনের মত খণ্ডিত করি তবে
জগতের সব বস্তুকেই ক্ষণস্থায়ী কবে
বৌদ্ধ দর্শনেতে নানা শাখা রয়
বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না হয়
শুধুই ধারণা মনের ভিতর ধারণা রকম নানা
এই ধারণাকে সর্ব শুন্যবাদ বলে আছে শুধু জানা।
মৃত্তিকা জল অগ্নি ও বায়ু জগৎ রচনা করে
ইন্দ্রিয় বিষয় মিলিত হইয়া রূপ রস গন্ধে ভরে
বিজ্ঞান স্কন্দ অহং এতে হয়
বেদনা স্কন্দ সুখাদিকে কয়
গৌ অশ্বকে সংজ্ঞা স্কন্দ বলিয়া জানিও কয়
রাগ দ্বেষ এই সকল ভাবকে সংস্কার স্কন্ধ কয়।
সব অনু গুলি মিলন হইলে জগৎ ব্যাপার হয়
চেতন এবং অচেতন যাহা সবের মিলন হয়
এই মিলনেতে উৎপন্ন হয়
ধ্বংসেতে পুনঃ সব নাশ হয়
সৃষ্টি প্রলয় এই প্রকারেতে চলিতেছে চির দিন
সবি ক্ষণিকের, সত্য ব্রহ্ম নিত্য যে ক্ষয় হীন।

ইতরেতর প্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎন, উপপত্তি মাত্র নিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৯

বৌদ্ধ দর্শনে বলা হইয়াছে এই গুলি জেন রয়
অবিদ্যা সংস্কার নাম রূপ স্পর্শ বেদনা তৃষ্ণা ময়

জরা ও মরণ শোক হতে হয়
উৎপত্তি ইহার জেনো নিশ্চয়
পরস্পরের মিলন কারণ সহসা না বোঝা যায়
লোক যাত্রা নির্ব্বাহ তরে মনে হয় ইহার সৃষ্টি হয়।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ২।২।২০

বৌদ্ধ দর্শনেতে পরবর্ত্তী ক্ষণ যখন উদয় হয়
পূর্ববর্ত্তী ক্ষণ তাহার উদয়ে বিনষ্ট জেন হয়
মনে হয় ইহা নয়
অবসর কোথা পায়
পূর্ব্বক্ষণ জেন উদিত হইয়া নিমেষে ধ্বংস হয়
পরক্ষণের উদয় হবার সময় কখন রয়।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যম অন্যথা ২।২।২১

যদি বলা হয় পরক্ষণের পূর্ব্বে পূর্ববক্ষণ নাহি থাকে
প্রতিজ্ঞা মিথ্যার দোষ জেন হয় অসৎ যে কয় তাকে
পরক্ষণ আর পূর্ব্বক্ষণ দুই হলে
দুই ই মিথ্যা এক না থাকিলে
যৌগপদ্য হয় যদি তবে দু নামেতে নাহি হয়
পূর্ব্বক্ষণ আর পরক্ষণের যুক্তিযুক্ত তাহা নয়।

প্রতি সংখ্যা নিরোধ অপ্রতি সংখ্যা নিরোধা প্রাপ্তির বিচ্ছেদাৎ ২।২।২২

বৌদ্ধ দর্শনেতে যাবতীয় সব ক্ষণকালের তরে
উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাযে বিনষ্ট হয় পরে

তিনটি দ্রব্য শুধু তাহা নয়
যা আছে যা ছিল নাহি জনময়
ইহার অর্থ সত্য নিত্য যেজন পূর্ণতম
বিনিষ্ট যাহা হয়না কখনো যে নাশে আঁধার তম।

উভযথা চ দোষাৎ ২।২।২৩

বৌদ্ধ দর্শনেতে বলে "অবিদ্যা অজ্ঞান নিরোধ হলে
হয় নির্ব্বান" এই কথা জেন সব জ্ঞানীজন বলে
অজ্ঞান নিরোধ জ্ঞান হেতু হয়
অহেতুক তাহা পুনঃ কেহ কয়
তাহা হলে এত সাধু প্রসঙ্গ উপদেশ কেন হয়
জ্ঞান হতে এই অজ্ঞান আঁধার বিদূরিত নিশ্চয়

আকাশে চ অবিশেষাৎ ২।২।২৪

আকাশ বস্তু এই কথাটিই জেন মনে নিশ্চয়
অনেক প্রমাণ বুঝায় আকাশ অভাব শুধুই নয়
পাখীটি যখন নামে ডানা মেলে
আবরণের অভাব সেখানেতে পেলে
কেমনে উড়িবে ? বুদ্ধ বলেন বায়ু আকাশের আশ্রয়
আকাশ বস্তু এতেই প্রমাণ ভুল কখনই নয়।

অনুস্মৃতেশ্চ ২।২।২৫

বৌদ্ধ দর্শনে সকল বস্তু ক্ষণস্থায়ী যে কয়
উপলব্ধার উপলব্ধি যে ক্ষণস্থায়ী তা নয়
"অনুস্মৃতেঃ" এই স্মৃতির উদয়
মানবের মনে কতই ত হয়

উপলব্ধিও তেমনি জানিও মনেতে সতত রয়
ক্ষণস্থায়ী ও স্থায়ী হয়ে জেন মনেতে বিরাজ হয়।

নাসতোহ দৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬

ন অসতঃ "অসৎ হইতে বস্তু সৃষ্টি কখন নাহিক হয়
কারণ ধ্বংস হইলে তবেত কাজ সেথা উপজয়
বীজ ধ্বংসেতে অঙ্কুর হয়
দুধ বিনাশেতে দধি যথা হয়
এতে বোঝা যায় বীজের মাঝেতে অঙ্কুর রয়ে যায়
অসৎ বস্তু "শশ বিষাণের" থেকে কিছু নাহি হয়

উদাসী না নাম অপি চ এবম্ সিদ্ধিঃ ২।২।২৭

উদাসীন হতে বস্তুর লাভ জেন যা হবার হয়
সৎ হতে যাহা সম্ভূত তাহা চেয়ে লইবার নয়
অসৎ হইতে যাহা জনময়
কষ্ট করিয়া লভে নিশ্চয়
কষ্ট করিয়া তবে সে কৃষক শস্য লাভটি করে
তন্তুবায় সে বয়ন করিয়া বস্ত্র তৈয়ার করে।
সৎ ও নিত্য আপনা হইতে করুণা করে সে দান
আলো হাওয়া আর উত্তাপ নিজে দেন সবে ভগবান
অহেতুকী কৃপা যখন যা হয়
সবাকার পরে সমান ধারায়
বহে যায় তাহা দখিণ পবন সমান জুড়ায় প্রান
উদাসী যে জন স্বার্থে না চায় সেই পায় ভগবান।

না ভাব উপলব্ধে ২।২।২৮

বাহ্য বস্তু অভাব না হয় উপলব্ধি যা করে
এই কথা দেখো বুদ্ধদেব যে দিলেন প্রমান করে
সৌরভে তার ভরে মন প্রান
সমুখে যে ফুল রূপ অম্লান
শুখাইলে ফুল গন্ধ ও রূপ নিমেষে যে হয় লয়
স্তম্ভ প্রাচীর লৌহ পাষাণ সহজেতে ম্লান নয়।
বিজ্ঞান বাদ হয় খণ্ডিত সত্য সে স্থির রয়
নিত্য সূর্য একই রূপ ধরি সবারে দরশ দেয়
তেমনি জানিও ব্রহ্ম যে রয়
চির অবিচল বিচলিত নয়
তেমনি জীবনে সকলি ক্ষনিক সত্যই শুধু স্থির
সুধীরা তাইত নীরেরে ত্যজিয়া আস্বাদ করে ক্ষীর।

বৈধর্ম্ম্যাৎ চ ন সপ্নাদিবৎ ২।২।২৯

স্বপনের মাঝে যা দেখি আমরা কিছুই তার না রয়
জাগরণ মাঝে যা দেখি আমরা তাহাত তেমন নয়
ভিন্ন ধর্মে দোঁহে দুইরূপ
বিস্মিত মন স্তম্ভিত চুপ
স্বপনের রূপ নিমেষে মিলায় নিদ্রা টুটিলে পর
জাগরণে মোরা যাহা দেখি তাহা রহে যে তাহার পর।

ন ভাব উপলব্ধে ২।২।৩০

শঙ্কর কন বৌদ্ধ ধর্মবাদীরা একথা কন
বাহ্যবস্তু নাহি থাকিলেও মন মত দরশন
উপলব্ধি সে যাহার না হয়
কেমন করিয়া শ্রেয়রে লভয়

আপনার মনে জাগ্রতরূপে সত্য যেজন পায়
উপলব্ধির সিদ্ধি লভিয়া যেজন ব্রহ্মে চায়।

২।২।৩১

বৌদ্ধবাদীরা বলেন বাহ্য বস্তু কিছুই নাই
আলয় বিজ্ঞানতত্ত্ব জানিও বাসনার আশ্রয়।
ক্ষনিকের যাহা ক্ষনিকে মিলায়
উৎপত্তির রক্ষা না হয়
আশ্রয় হায় কোথায় তাহার বাসনা মিথ্যাময়
মিথ্যা একথা ক্ষনিকের তরে বাসনার আশ্রয়।

সর্ব্বথা অনুপত্তেশ্চ ২।২।৩২

শূন্যবাদের অর্থ জানিও জগৎ ব্রহ্মময়
ব্রহ্মে যেজন না পায় বক্ষে সেজন শূন্য ময়
পূর্ণে না চেয়ে শূন্যে যে চাই
তাইত আমরা পলকে হারাই
পূর্ণের মাঝে শূন্য যা কিছু করো তা বিসর্জ্জন
শূন্যে ত্যজিয়া পূর্ণের মাঝে মন হও নিমগণ।

ন একস্মিন অসম্ভবাৎ ২।২।৩৩

জীব ও অজীব ভোক্তা ভোগ্য প্রবৃত্তি মনে যত
যাতে পাপ হয় পুন্য রূপে যা সকলি হউক গত
শুধু একরূপ মনে জেগে রয়
বিরোধী ধর্ম সঙ্গত নয়
সত্য এক যা উজ্জল সূর্য্য সমান উদিত হয়
পরস্পরের বিরোধী যে কথা ধর্ম তাহাত নয়।

এবং চ আত্মা অর্কাৎস্ন্যম ২।২।৩৪

আত্মা ও দেহ সম পরিনাম জৈন মতেতে কয়
দেহের ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতা আছে আত্মা তেমন নয়।

ন চ পর্য্যাসাদ অপি অবিরোধ বিকারাদিভ্য ২।২।৩৫

আত্মা নহেত ক্ষুদ্র কখনো কখন বৃহৎ নয়
পরিবর্ত্তন নাই আত্মার ইহাও সুনিশ্চয়
পঞ্চভূতেতে গঠিত তা নয়
নাহি উদ্ভব নাহি তার লয়
বিকার বিহীন আত্মা জানিও অজয় অমর রয়
পরমাত্মার অংশ সেজন অমৃতের আশ্রয়।

অন্ত্যাবস্থিতে চ উভয়নিত্যত্বাৎ অবিশেষ ২।২।৩৬

মোক্ষের পরও মোক্ষ পূর্ব্বে আত্মা সমান থাকে
উভয়ের নিত্যত্ব হেতুতে অবিশেষ তাকে রাখে
আত্মার জেনো কম বেশী নাই
একই ভাবে থাকে আত্মা সদাই
জীবিত ও মৃতে অন্ত্যাবস্থিতে ভিন্ন কখনো নয়
আত্মা জানিও চির অমলিন অমৃতের আশ্রয়।

পত্যুঃ অসামঞ্জস্যাৎ ২।২।৩৭

প্রতি মানবের একই প্রশ্ন মনে মনে জেগে রয়
সেই প্রশ্নের সব উত্তর এই শ্লোক মাঝে রয়
ঈশ্বর নন জগত কারণ
জগতের তিনি উপাদান নন

জগতের পতি এও তিনি নয় তিনিই সর্ব্বময়
সব জীব মাঝে তাঁহারি প্রকাশ দেখি লাগে বিস্ময়।
শব্দ ব্রহ্ম মা ডাক মধুর রাক্ষসী যদি বলে
দুই এক জেনো মন বিকারেতে অন্য অর্থ মেলে
তেমনি জানিও দুখ ও সুখ হয়
দুই এক কিছু বিভেদ না রয়
দুঃখ ও সুখে মজিয়া আমরা ঈশ্বরে ভুলে যাই
দুটি আঘাতেতে হইয়া বিমুখ নিজ পানে শুধু চাই।
কন শঙ্কর শুন জীবগণ বৃথা অভিমান করো
জীবনের এই নাটক শেষেতে শ্রীহরি চরণ ধরো
মঙ্গলময় শিব সেই জেনো
ধ্রুবও সত্য এই কথা মেনো
অকারণে নাহি ভুল পথে চলে দুঃখ যেন না পাও
কহে জ্ঞানীগণ ওগো সুধীজন শ্রীহরির পানে চাও।

সম্বন্ধানু পত্তেশ্চ ২।২।৩৮

সম্বন্ধের উৎপত্তি সে কখন কভু না হয়
সাংখ্য যোগেতে প্রকৃতি পুরুষে ঈশ্বর প্রভু রয়
সকল কথাই ভুল
সেই জন সব মূল
কেবা ছোট বড় কেবা কিযে হয় মিছে কেন ভেবে মরো
জগতের সেই চিরনিয়ন্তা তাঁহাকে সতত স্মরো।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ২।২।৩৯

ঈশ্বর যদি গড়েছে জগৎ কুম্ভকারের মত
তবে কেবা মাটি ? কিন্তু কহিছে প্রকৃতি অরূপমত

এসব কথায় মন
বিচলিত অনুখন
মনে হয় মোর এই কথাগুলি যুক্তিযুক্ত নয়
ঈশ্বর হন সব মূলাধার সবি ঈশ্বর ময় ।

করণবৎ চেৎ ন ভোগাদিভ্য ২।২।৪০

নয়নে যদিও নাহি যায় দেখা তবু যে নয়নে রহে
তেমনিই নাকি পুরুষ সকল ইন্দ্রিয় মাঝে রহে
ঈশ্বর যদি পুরুষেতে রন
সুখ দুঃখের ভোগেতে মগন
সম্ভব নহে তাই এই কথা ঈশ্বর কভু নন
সবাকার প্রভু সব নিয়ন্তা ইন্দ্রিয় মাঝে নন ।

অন্তবত্ত্বং অসর্ব্বজ্ঞতা বা ২।২।৪১

সাংখেতে কয় প্রকৃতি পুরুষ অনন্ত জেনো হয়
ঈশ্বরে কয় অনন্ত ইহা সত্য ও নিশ্চয়
অন্তবান বা অসর্ব্বজ্ঞ
ঈশ্বরে বলে কোন সে অজ্ঞ
ঈশ্বর সে যে লীলাময় হরি অপরূপ লীলা তাঁর
অন্ত হইতে অনন্ত সে যে উপমা মানে যে হার।

উৎপত্তি অসম্ভাবৎ ২।২।৪২

শঙ্কর কন ভাগবত মত খণ্ডিত এইখানে
ঈশ্বর হতে জগৎ সৃষ্টি একথা সকলে জানে
চারিরূপে তাঁর প্রকাশ যে হয়
বাসুদেব আর সঙ্কর্ষন নয়

প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধতে শ্রীহরি পূর্ণময়
বাসুদেব হন পরমাত্মাই শাস্ত্রে এ কথা কয়।
সঙ্কর্ষণ জীব হয়ে রন প্রদ্যুম্ন মনোময়
অনিরুদ্ধ যে অহঙ্কার তা জানে সবে নিশ্চয়
এ মত ভ্রান্ত জেনো মনে ভাই
জীব কি নিত্য ? কোথাও ত নাই
উৎপত্তি যে হইবে ইহার অনিত্য সে ত নয়
অসম্ভব এ কথা মনে জেনো জীব কি নিত্য হয় ?

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ২।২।৪৩

এই মত মাঝে আরো এক দোষ স্ফুরিত জানিও হয়
সঙ্কর্ষন জীব হতে মন উৎপত্তি যে হয়
জীব সে কর্ত্তা মন সে করণ
যারে সাথে লয়ে কাজে রত হন
কর্ত্তা হইতে করণ না হয় হতেই পারে না ইহা
স্পষ্ট বুঝায় এতে এই কথা অস্বচ্ছ নহে যাহা।
এ মতের দোষ আরো এক হয় প্রকাশিয়া বলি তাহা
সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন উৎপত্তি হয় যাহা
জীব সে কর্ত্তা মন সে করণ
যাহার সহায়ে কর্ম সাধন
মানুষ হইতে উৎপত্তি তার একথা কখনো নয়
সেই কারনেই এই মতটিরে নির্ভুল নাহি কয়।

বিজ্ঞানাদি ভাবে বা তৎ অপ্রতিষেধঃ ২।২।৪৪

ভাগবত মত অনুসরি জন কহে সে অন্য কথা
বাসুদেব আর সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ যথা

তাহাদের মতে এরা ঈশ্বর
আপত্তি মনে তবু বিস্তর
চারিরূপে কিবা প্রকাশ তাঁহার সম্ভব তাতো নয়
সেকথা বলিলে বলিতে হইবে সবি ঈশ্বরময়।

বিপ্রতিষেধাৎ চ ২।২।৪৫

শঙ্কর কন গুণ ও গুণীরে বিভিন্ন করে দেখো
বল ও বীর্য্য তেজ এ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে আঁকো
বাসুদেব হতে অভিন্ন নয়
যাহা কিছু ভালো সবি হরিময়
বেদের নিন্দা আছে এর মাঝে শ্রেয়রে না দেখি হায়
শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র লভেছে যাতে চার বেদ হয়।
চতুর্ব্বেদের যত কিছু কথা সকলি জ্ঞানোজ্জ্বল
সেই জ্ঞান লভি তবে হরি দেখি মুখখানি ঝলমল
তাঁরে বাদ দিলে সবি হয় ফাঁকি
সূর্য্যোদয়েতে তাঁহারে না দেখি
তাঁহারি আলোয় দিবসের কাজ করে সবে সমাপন
সকল মহিমা যাঁহাতে প্রকাশ ঈশ্বরের সঁপো মন।
দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ ১।৩।১

শ্রুতির মাঝেতে আকাশের দেখি উৎপত্তি কথা নাই
ছান্দোগ্য তো সৃষ্টি বিষয়ে বলেছে আমরা পাই
শুধুই ব্রহ্ম ছিল সৎ যাহা
তাহাতে অগ্নি ব্রহ্মের মায়া
অগ্নি সৃজেন আকাশের কথা উল্লেখ সেথা নাই
এই সূত্রটি পূর্ব্ব পক্ষ মনে জেনে রাখা চাই॥

অস্তি তু ২।৩।২

ছান্দোগ্য তে আকাশ সৃষ্টি বলেনি বিশদ তাই
তৈত্তিরীয়তে কিন্তু আমরা এই কথা আছে পাই
সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম
আত্মা হইতে আকাশ জন্ম
এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশ সম্ভুত এই কথা লেখা আছে
আত্ম স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে মহাকাশ উদিয়াছে।

গৌনী অসম্ভবাৎ ২।৩।৩

তৈত্তিরীয়েতে আকাশের কথা উল্লেখ করা আছে
গৌণী এবং অসম্ভবাৎ হয় তাহা মন মাঝে
কি জিনিষ দিয়ে গড়েছে আকাশ
কেমন করিয়া তাহার প্রকাশ
গৌণ ভাবেতে বলিয়াছে বেদ আকাশ প্রকাশ হয়
এই সূত্র ও পূর্ব পক্ষ মোর মনে এই লয়।

শব্দাৎ চ ২।৩।৪

শব্দ অর্থে বেদ হতে জানি আকাশ জনম হীন
আজ বলি বলে একটি কথায় যে কথা অমৃতে লীন
বৃহদারন্যক উপনিষদেতে
লেখা আছে জেন তার এক-পাতে
বায়ুশ্চ অন্তরিক্ষং চ এতৎ অমৃতং "অমৃত জনম হীন"
পূর্ব্ব পক্ষ ইহা তাই হয় কয় যে লেখিকা দীন॥

স্যাৎ চ একস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ২।৩।৫

তৈত্তেরীয় উপনিষদেতে এই কথা জেনো কয়
ব্রহ্ম হইতে হয়েছে আকাশ এই কথা লেখা রয়

আকাশ হইতে বায়ু জেনো হয়
বায়ু হতে হয় অগ্নি উদয়
অগ্নি হইতে জল ও পৃথিবী পৃথিবী হইতে অন্ন
কিন্তু এখানে গৌণ মুখ্য মুণ্ডকে কহে ভিন্ন।
বলিছে সেখানে সর্বজ্ঞ এবং সর্ববিদ যে জন
জ্ঞানই যাহার তপ। তিনি ব্রহ্ম মধ্যে রন
তাহা হতে নাম রূপ ও অন্ন
জানিও মনেতে সবি অভিন্ন
এখানে ব্রহ্ম ব্রহ্ম না হয়ে ব্রহ্মা জানিও হয়
এই সূত্র ও পূর্ব্ব পক্ষ মনে জেনো নিশ্চয়।

প্রতিজ্ঞাহ হানিঃ অব্যভিরেকাৎ শব্দেভ্যঃ ২।৩।৬

শ্রুতি মাঝে আছে প্রতিজ্ঞার সে হানি কভু নাহি হয়
শব্দেভ্য যদিও ব্যতিরেক না হয় একথা শাস্ত্রে কয়
সিদ্ধান্ততে এই জানা যায়
ব্রহ্ম হইতে আকাশ যে হয়
ব্রহ্মে জানিলে সব হয় জানা উপনিষদেতে রয়
যাঁহার দ্বারায় অশোনারে শোনা অদেখা মূর্ত্ত হয়॥
ছান্দোগ্যতে রয়েছে একথা বৃহদারন্যক মাঝে
"আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে
ইদং সর্ব্বং বিদিতং বলেছে
আত্মাকে জেনে সবি জানিয়াছে
মুণ্ডকে আছে "কস্মিন নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বম ইদম্
বিজ্ঞাতং ভবতি" ব্রহ্মের রূপে ভরা এই বিশ্বম্
মূলতঃ বলেছে এই ব্রহ্মেই উৎপত্তি সব হয়
অগ্নি হয়েছে, হয়েছে আকাশ সকলি ব্রহ্মময়।

যাষদ বিকারং তু বিভাগো লোকবৎ ২।৩।৭

প্রতি বস্তুর প্রভেদ হইতে বিকার বুঝিতে হয়
আকাশ জল ও অনল পৃথিবী হইতে ভিন্ন ময়
শুধু আত্মাই বিকার না হয়
অমর আত্মা শাশ্বত রয়
স্বয়ং সিদ্ধ আত্মা প্রমাণে অন্যথা কোন নাই
আকাশ বিশাল চিরকাল স্থায়ী অমৃত বলে যে তাই।

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ২।৩।৮

আকাশ যেমন হইল প্রমাণ বায়ুও তেমনি হয়
নিঃশ্বাস তরে এই বায়ু যেন অমৃত সমানই রয়।

অসম্ভবস্তু সতঃ অনুপপত্তেঃ ২।৩।৯

ব্রহ্মাই সৎ জানিও ইহাতে অসত পরশ নাই
শ্রুতিতে বলিছে অসৎ হইতে সৎ কি করিয়া পাই।

তেজঃ অতঃ তথাহি আহ ২।৩।১০

বায়ু হতে হয় অগ্নি প্রকাশ বেদ মানে এই কয়
কিংবা বায়ুতে পৃথক সৃষ্টি ঈশ্বর দ্বারা হয়
তৈতিরীয়তে এই কথা বলে
বায়ু ও অগ্নি কি করে কি হলে
ছান্দোগ্যতে ব্রহ্ম অগ্নি সৃষ্টি করিছে কয়
আত্মন শব্দ অপদানে জানি পঞ্চমীই ত হয়।

আপঃ ২।৩।১১

শাস্ত্রে কহে যে ব্রহ্ম আপনি আগুণের রূপ ধরে
পরে পরিণত অগ্নি হইতে জল সে সৃষ্টি করে

পৃথিবী অধিকার রূপ শব্দান্ত রেভ্যঃ ২।৩।১২

ছন্দোগ্যাতে অন্ন সৃজন শুন অপরূপ কথা
জলের আবার নাহিক তৃপ্তি নাহি হলে কলগাথা
তাই জল ধরে বিভিন্ন ধারা
অন্ন সৃষ্টি হল তাই ত্বরা
অধিকার রূপ শব্দান্ত রেভ্যঃ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন
মহাভূত বলি অপর সকল সৃষ্টির বিবরণ।
কভু শোনা যায় এই জল মাঝে শর যে কঠিন হল
সেই শর হতে পৃথিবী সৃষ্টি এই কথা জানা গেলো।

তৎ অভিধানাৎ এব তু তৎ লিঙ্গাৎ সঃ ২।৩।১৩

আকাশ হইতে পবন হইল পবনে আগুন হয়
আগুন হইতে জল হল জানি জলেতে আকাশময়
বৃহদারন্যকে এই কথা কয়
পৃথিবীর মাঝে যেই জন রয়
অন্তর মাঝে রহি সেই জন সংযত তারে করে
পৃথিবী জানেনা তাহার শক্তি রুদ্র রূপেতে ঝরে।

বিপর্য্যায়েন তু ক্রমঃ অত উপপদ্যতে ২।৩।১৪

যেভাবে সৃষ্টি তারি বিপরীতে প্রলয় জানিও হয়
তাই প্রলয়েতে পৃথিবী প্রথমে জলেতে পূর্ণ ময়
জল অগ্নিতে আগুনে পবন
পবনে আকাশ ব্রহ্মে মগণ

মৃত্তিকা হতে ঘট যেই মত ঘট শেষে মাটিময়
তেমনি জানিও দোঁহে বিপরীত সৃষ্টি প্রলয়ময়

অন্তরা বিজ্ঞান মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ ইতি চেৎ ন অবিশেষাৎ ২।৩।১৫

উৎপত্তির ক্রম এইভাবে বুদ্ধি ও মন হয়
ইতি চেৎ মানে না এই শব্দ কথন জানিও নয়
ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূত যে
হয় পর পর ভুল নাহি এতে
অন্ন হইতে মন হয় জেনো মন হতে প্রাণ হয়
আপোময় প্রাণ তেজোময়ী বাক অগ্নি সে নিশ্চয়
ইহার পরেতে বুদ্ধি ও মন
এইভাবে জানি হইল সৃজন ॥
এতস্মাৎ জায়তে প্রানো মন সর্বেন্দ্রিয়ানি চ
খং বায়ু জ্যোতি আপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিনী। মুণ্ডক ২।১।৩
ব্রহ্ম হইতে সবের প্রকাশ ভুল জেনো তাহে নাই
প্রাণমন আর ইন্দ্রিয় দল সবেরি প্রকাশ তাই
আকাশ বায়ু ও অগ্নি ও জল
যেখানে যা কিছু ব্রহ্ম সকল
তাঁহারি প্রকাশ দেখো দিকে দিকে সবিত ব্রহ্মময়
মন প্রাণ দেহ পৃথক যা কেহ ব্রহ্মে যুক্ত রয়।

চরাচর ব্যাপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশো ভাক্তঃ তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ২।৩।১৬

এই দেহ মাঝে আত্মা যখন আশ্রয় আসি লয়
বলে সব লোক জন্ম গ্রহণ গৃহ আনন্দময়

আত্মা যখন এই দেহ ছাড়ে
উঠে ক্রন্দন মৃত্যুরে হেরে
জানে জ্ঞানী জন এদেহ ত্যজিয়া আত্মা তখন যায়
নব দেহে সেই আত্মা প্রকাশ আত্মা বিনাশ নয়।

ন আত্মা অশ্রুতেঃ নিত্যত্বাৎ চ তাভ্যঃ ২।৩।১৭

ব্রহ্ম হইতে জীব জেন হয় জীবেতে ব্রহ্ম নয়
অশ্রুতে মানে শ্রুতিতে বলিছে জীব নিত্যই হয়
দীপ্ত আগুনে আগুনের শিখা
শ্রুতিতে স্পষ্ট রয়েছে যে লিখা
জীবাত্মা জেনো অজর অমর অনিত্য কভু নয়
উপনিষদেতে শ্রুতির মাঝেতে বারে বারে তাই কয়।
কঠোপনিষদে কাহিনীর মাঝে একথাটি মোরা পাই
অজো নিত্যঃ শ্বাশতো হয়ং পুরানঃ লেখা তাই
জীব ও ব্রহ্ম অনিত্য হয়
শঙ্করাচার্য্য এই কথা কয়
ব্রহ্মে জানিলে সকল জানার হয় জেনো অবসান
অসীম সেজন, বুদবুদ সম সেথায় একটি প্রান॥

অতএব ২।৩।১৮

জীবাত্মা জেন নিত্য এবং চৈতন্য স্বরূপ হয়
বৈশেষিক মতে জীবাত্মা কখনও অবচেতন ও মনে হয়
ভুল এই কথা চৈতন্যের
আচ্ছাদিত যে জ্ঞান থাকে এর
জীবের হৃদয় চির জ্ঞানময় আঁধার তবুও আসে
চন্দ্র যেমন যায় মেঘে ঢাকা পুনঃ প্রকাশিয়া হাসে।

পিতা মাতা গুরু এঁদের কৃপায় চেনে সে নিত্যধন
চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ নিত্য নিরঞ্জন।

উৎক্রান্তি শত্যাশতী নাম ২।৩।১৯

জীবাত্মা কি সে পরিমাণ তার কি সে হয় নিরূপণ
উৎক্রান্তিতে গত ও আগতি বলিয়াছে কতজন
দেহত্যাজি যবে আত্মা সে যায়
বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সাথে সাথে যায়
পৃথিবী হইতে কেহ কেহ পুনঃ চন্দ্রলোকেতে যায়
ধরনীতে ফেরে সাধিতে কর্ম্ম বেদে এই মত কয়।

সাত্মনা চ উত্তরয়োঃ ২।৩।২০

দেহত্যাজি জীব অপি ও আগতি বেদেতেও পাওয়া যায়
শ্রুতিতে বলিছে মূখ্য গৌণ গ্রহণ সম্ভবয়
রাজা যদি তাঁর রাজ্য ছাড়িয়া
দুর দুরান্তে যান সে চলিয়া
তবু সকলেই কাশীর নৃপতি বলে কাশীরাজে কয়
জীবাত্মা দ্বারা শ্রুতি এই কথা অনুপরিমানে কয়।

ন অনু অতাচ্ছ্রুতেঃ ইতি চেৎ ন ইতরাধিকারাৎ ২।৩।২১

শ্রুতিতে কহেছে আবার আত্মা বৃহৎ রূপেতে রয়
এখানেতে জেনো আত্মা সে নয় ব্রহ্মের কথা কয়
আকাশের মত অনন্ত হয়
সত্যজ্ঞানেরে এখানে কহয়
প্রাণের মাঝারে বিজ্ঞানময় রূপেতে প্রকাশ যার
অণু ও বৃহৎ তাহার মাঝেতে হইয়াছে একাকার।

স্বশব্দোন্মানাভ্যাং চ ২।৩।২২

মুণ্ডক এবং বেদেতে বলেছে জীবাত্মা অণু হয়
অণু পরিমান এই আত্মাকে চিত্ততে জানা যায়
পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া তাঁহারে
প্রানবায়ু বলি বলা হয় এঁরে
কেশাগ্র হতে শতভাগ বলি শ্বেতাশ্বতরতে কয় (৫।৯)
জীবাত্মা ইহা পরমাত্মার বৃহৎ রূপেতে রয়।

অবিরোধ চন্দনবৎ ২।৩।২৩

আপত্তি করি যদি কেহ কয় অণু পরমাণু হয়
তবু এই অণু জেনো সব দেহ ব্যাপ্ত করিয়া রয়
হরি চন্দন ললাটেতে রয়
হৃদয় মাঝারে তবু পরশয়
পবিত্র সেই পরশ তাহার দেহকে স্পর্শ করে
গন্ধসারের সৌরভ যথা সৌরভ ময় করে।

অবস্থিতি বৈশেষাৎ ইতি চেৎন অভ্যুপগম্যাৎ হৃদিহি ২।৩।২৪

আপত্তি করি যদি কেহ কয় হরি চন্দন সম
আত্মা দেহের একস্থানে নয় হৃদয়ে গভীরতম
প্রশ্নোপনিষদে আছে জেনো লেখা
হৃদয়ের মাঝে আত্মার দেখা
ছান্দোগ্যতে বলেছে একথা হৃদয়ে আত্মা রয়
এই আত্মাই পরমাত্মায় জানিও লিপ্ত হয়।

গুণাৎ বালোকবৎ ২।৩।২৫

কেহ কেহ কয় হরি চন্দন সূক্ষ্ম অংশ হয়ে
সারাদেহ তাহা ব্যপ্ত করিয়া পরশ করিয়া বহে

কিন্তু আত্মা সূক্ষ্ম ত নয়
গুন চৈতন্য এতে বিরাজয়
সকল দেহতে ব্যপ্ত হইয়া সুখ ও দুঃখ রয়
এক প্রদীপের আলোতে যেমন সারা গৃহে আলো হয়

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ২।৩।২৬

পুনঃ আপত্তি গুণ না থাকিবে গুণী জনে কভু ছেড়ে
যেমন বর্ণ রূপেতে প্রকাশ বস্ত্রের দ্বারা করে
আত্মার মাঝে জ্ঞানের প্রকাশ
চৈতন্যের মাঝেতে বিকাশ
তবুও জানিও গুণী না থাকিলে গুণ তবু জেনো থাকে
গন্ধ যেমন পুষ্প না হলে পুষ্প সারেতে রাখে।

তথা চ দর্শয়তি ২।৩।২৭

শ্রুতিতে বলেছে আত্মার মাঝে অণু পরমাণু যত
হৃদয়েরে সেই করে আশ্রয় যথা জীব দেহ মত
চৈতন্য যে শরীর ভরিয়া
লোম হতে নখ রয় ছড়াইয়া
শ্রুতিতে বলেছে এ জ্ঞানের কথা পুরুষ সেজন জানে
পুরুষ ও জ্ঞান ভিন্ন বস্তু একথা সকলে মানে

পৃথক উপদেশাৎ ২।৩।২৮

আত্মা ও জ্ঞানে পৃথক বাক্য ঋষি জনে জেন কয়
আত্মার গুণ চৈতন্যতে শরীর ব্যপ্ত রয়
প্রজ্ঞার দ্বারা আরোহন করে
অধিষ্ঠিত যে দেহের উপরে
হেথা জীবাত্মা কর্ত্তা রূপেতে জ্ঞানের কারণ হয়
দোঁহে বিভিন্ন বলিয়া এখানে শাস্ত্রকারেরা কয়॥

তদগুণসারত্বাৎ তু তদব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ২।৩।২৯

শঙ্কর কন জীবও ব্রহ্ম অভিন্ন দোঁহে হয়
জীব ও ব্রহ্ম দুই অনন্ত পরিমাণ নাহি হয়
বুদ্ধি উপাধি দ্বারা জীবগণ
নানারূপে তাঁরা পরিচিত হন
মনোময় সেই প্রানময় সেই জ্ঞাম দ্বারা শুধু নয়
জ্ঞানকে জানিও আত্মার গুণ বলা কভু নাহি হয়।
তিনি মনোময় তিনি প্রানময় শরীর কারণ সেই
সত্য জ্ঞান সে অনন্ত হয় সীমা পরিসীমা নেই
রামানুজ কন গুন হল জ্ঞান
জ্ঞানে আনন্দ ব্রহ্মেতে স্থান
আনন্দ লোকে বিরাজে যেমন জ্ঞানী সুধী সেই জন
সেথায় সকলি আনন্দে স্থিত আনন্দে নিমগন॥

যাবদাত্ম ভাবিত্বাৎ ন দোষ তাদর্শনাৎ ২।৩।৩০

শঙ্কর কন ব্রহ্ম এবং বুদ্ধিতে জীব হয়
তাহা হলে তাহা বিয়োগ হইলে কেমন রূপেতে রয়
এর উত্তরে বলা হল এই
ন দোষঃ ইহাতে কোন দোষ নেই
জীবের সহিত ব্রহ্ম বুদ্ধি নিয়ত বর্ত্তমান
ধন্য সেজন ব্রহ্মেতে স্থিত লভিয়া ব্রহ্মজ্ঞান।
প্রান হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিয়া আপন ধ্যানের ধন
নিয়ত নেহারি মূরতি তাহার আনন্দে নিমগণ
বুদ্ধি যাহার যেই পথে যায়
সেই মত গতি সেই জনে পায়

জ্ঞানী সুধী জন সকল করিয়া ব্রহ্মেতে অর্পন
নিয়ত হৃদয়ে দেখিবারে পায় ধ্যান আরাধ্যধন

পুংস্ত্বাদিবৎ তু অসৎ সতোঽভিব্যক্তি যোগাৎ ২।৩।৩১

শিশুদের যথা পুরুষ শক্তি পরকাশ নাহি হয়
যৌবন কালে প্রকাশিত তাহা তাহার আগেতে নয়
সুপ্তির কালে বুদ্ধি তেমন ব্যক্ত কখন নয়
জাগ্রত হলে যেমন তাহার অভিব্যক্তি সে হয়।

নিত্যোপলব্ধি অনুপলব্ধি প্রসঙ্গঃ অন্যতর নিয়মো বা অন্যথা ২।৩।৩২

বুদ্ধির যাহা অস্তিত্ব তাহা স্বীকার যদি না করো
বুঝ নাই তাহা বলিতেই হবে অল্প বুদ্ধি ধরো,
বুদ্ধি বা মন দিয়া করো ধ্যান তাহাও যদি না হয়
অন্তঃকরণ সব ফেলে দাও যদি সেই চিন্তায় (বৃহদা ১।৫।৩১)
তখন দেখিবে আপনি বুঝিবে কিছুই অজানা নয়
আপনার মন চিনাইবে তাহা নাহি রবে সংশয়।

কর্ত্তাশাস্ত্রার্থ বত্ত্বাৎ ২।৩।৩৩

প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধি কর্ত্তা আত্মা শ্রেষ্ঠ গুণ
যজ্ঞ করিয়া আহুতি দানিবে কর্ত্তা যিনি সে হন
বুদ্ধি এখানে কর্ত্তা হইবে
আত্মার সেই গুণ প্রকাশিবে।

বিহারোপদেশাৎ ২।৩।৩৪

জীব যে কর্ত্তা তাহার কারণ নিদ্রা আগত হলে
দেহের ভিতর জীবের বিহার শাস্ত্রে একথা বলে

(২।১।১৮) বৃহদারণ্যকে বলেছে তখন
নিজের শরীরে পরিবর্তন
যথেচ্ছ ভাবে নিজে বিচরণ জীব করে সম্ভোগ
স্বপনের মাঝে কত কী যে দেখে কত সুখ দুখ ভোগ।

উপাদানাৎ ২।৩।৩৫

(বৃহদারণ্যক) জীব যে কর্ত্তা তাহার কারণ উপনিষদেতে আছে
ইন্দ্রিয়গুলি উপাদান বলি গ্রহণ সে করিয়াছে।

ব্যাপদেশাৎ চ ক্রিয়ায়াং ন চেৎ নির্দ্দেশ বিপর্য্যয়ঃ ২।৩।৩৬

ক্রিয়া বা কর্মে কর্ত্তা বলিয়া জীব যেন সদা রয়
জীবই যজ্ঞ করে এই কথা উপনিষদেতে কয় (তৈত্তিরিয়ো ২।৫।১)
বুদ্ধির দ্বারা যজ্ঞ যে করে
বলেছে এ কথা নিশ্চয় করে।

উপলব্ধি বৎ অনিয়মঃ ২।৩।৩৭

প্রশ্ন এখানে জীব যদি হেথা কর্ত্তাই নিজে হয়
তাহলে শুধু সে হিতকর কাজ করিতই নিশ্চয়
কিন্তু অহিত কাজও সেই করে
অনুকুলে সুখ ভোগ যথা করে
প্রতিকুলে দুখ লভে কেন বলো তাহার অর্থ এই
জীব এখানেই কর্ত্তা সেজেছে প্রভু পরমাত্মাই।

শক্তি বিপর্য্যায়াৎ ২।৩।৩৮

বুদ্ধি যদি সে কর্ত্তা হইত জীব না কর্ত্তা হয়ে
বুদ্ধি করণ শক্তি থাকিত শক্তি বিপর্য্যয়ে
কন শঙ্কর আত্মা করিবে দরশন পরশন
করিবে শ্রবণ আত্মাই হবে সমাধিতে নিমগন।

সমাধ্য ভাবাৎ ২।৩।৩৯

কন শঙ্কর আত্মাকে দেখো শোন আত্মার কথা
সমাধি মগন হও আত্মায় নহে সে কথার কথা
রামানুজ কন বুদ্ধি কখনো সমাধি কর্ত্তা নয়
আত্মা হইল সবার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির পরাজয়।

যথা চ তক্ষা উভয়থা ২।৩।৪০

শঙ্কর কন কর্ত্তা হয়ার স্বভাব জীবের নয়
বুদ্ধি উপাধি সংসর্গেতে কর্ত্তা সে জন হয়
জীব স্বভাবেতে কর্ত্তা হইলে
অপগত নাহি হোত কোন কালে
জীবের কর্তৃত্ব ত্যাগ না হইলে মোক্ষ লাভ না হয়
সূত্রধরের হাতে যন্ত্রতে দুঃখই উপজয়।
যন্ত্র ত্যাজিয়া ঘরেতে ফিরিয়া সূত্রধর সে সুখী
জীবের জীবনে কর্ত্তা রূপেতে লাভ হয় তার দুখই।

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ ২।৩।৪১

শ্রুতিতে বলিছে ঈশ্বরাদেশে জীব সে কার্য্য করে
ভালো বা মন্দ তিনিই করান তাঁহারই ইচ্ছা তরে
(কৌষীতকি উপনিষদ ৩।৮)
তাঁরই ইচ্ছায় সাধু কর্ম্মেতে রত কোন জন হন
তাঁরই ইচ্ছায় কোন জীব হায় অন্যায়ে রত রন
যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মত (গীতা ১৮।৬১)
ঘুরিতেছে জীব যেথা অবিরত
তাঁরই নির্দ্দেশে ঘুরিতেছে জীব মায়ায় জগৎ ভরা
তাঁহারে পাইলে তবে শেষ হবে অকারণ ঘোরা ফেরা।

কৃৎস্ন প্রযত্না পেক্ষাস্তু বিহিত প্রতিষিদ্ধ অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ২।৩।৪২

ঈশ্বর সব জীবের চেষ্টা অপেক্ষা করি করে
শাস্ত্র মতেতে যা কথিত আছে তাহা প্রয়োজনে ভরে
স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞ
করে সেই জন লভে সে স্বর্গ
ঈশ্বর যদি না করান তবে চেষ্টা ব্যর্থ হয়
পুরুষকারের মিছে হাহাকার হরি বিনা কিছু নয়।
কন রামানুজ ঈশ্বর কন যে মোরে ভজনা করে
আমি তাহাদের বুদ্ধি যে দিই সহজ করুণা ভরে
যে বুদ্ধি দিয়ে মোরে পাওয়া যায়
সহজ পন্থা সহজ উপায়
আমারে পুজিয়া আমারে লভিয়া লভে সে শ্রেষ্ঠতম
তাই বলি সবে পূজ একমনে যেই জন মনোরম।

অংশো নানা ব্যপদেশাৎ অন্যথা চ অপি দাশচিত বাদিত্বম্ অধীয়ত একে ২।৩।৪৩

ঈশ্বরই জেন নানা রূপধরি এ দেহ অংশে রয়
অভিন্ন তিনি দাশ রূপধরি কৈবর্ত্ত ভাবেতে রয়
দ্যুত ক্রীড়া-কারি এমন ও রূপেতে
সেই জনই রহে সবার দেহতে
অংশ অংশী অভেদ হইয়া এক হয়ে সেথা রয়
প্রভু ও ভৃত্য কত রূপ ধরে সেই জন লীলা ময়

মন্ত্রবর্ণাৎ চ ২।৩।৪৪

বেদের মন্ত্রে জানা যায় জীব ব্রহ্ম অংশ হয়
(পুরুষ যুক্ত) সকল জীবই ব্রহ্মের এক পাদ হতে জনময়

বাকি তিন পাদে স্বর্গ রচিত
অমৃত স্বরূপ সকলে মোহিত
এক পাদ হতে "বিশ্ব ভূতানি" সকল জীবের প্রাণ
সকল জীবের উদ্ভব তাহে তাই সে জগৎ প্রাণ।

অপি চ স্মর্য্যতে ২।৩।৪৫

মহাভারতের মধ্যেতে গীতা স্মৃতি গ্রন্থ ত হয়
স্মৃতিতে বলেছে ভগবান জীব আমার অংশ ময়
তাই দয়াময় স্বামী প্রভু দাস
কত না রূপেতে তাঁহার প্রকাশ
এই দেহটিরে দেবালয় জানি শুদ্ধ রাখিও তায়
সবাকার যদি সেবা করো তবে সহজেতে পাওয়া যায়।

প্রকাশাদিবৎ ন এবংপরঃ ২।৩।৪৬

শঙ্কর কন আশঙ্কা হয় জীবের অংশ যদি
ব্রহ্ম তাহলে পাইবেই দুখ সবা সাথে নিরবধি
কোনজন কার হস্তপদাদি
আহত হইলে ব্যাথা হয় যদি
শাস্ত্র বলিছে জীবের যেমন সহজে দুঃখ পায়
ব্রহ্ম জানিও তাহার অতীত—অসীম শকতি ময়।
"প্রকাশাদিব্য" সূর্য্য আলোতে করাঙ্গুলিরে ধরি
সূর্য্যরে বাঁকা মনে হতে পারে ভুল জেনো তাহা তারি
সেই বক্রতা পরশিতে নারে
আনন্দময় সেই জন তারে
জীব সে নিজেকে দেহ বলি ভুল করে তাই দুখ হয়
বোঝে যদি সেই আপন স্বরূপ তবে ত তাহা না হয়।

স্মরন্তিচ ২।৩।৪৭

ব্যসদেব তাঁর প্রণীত গ্রন্থে লিখেছেন এই কথা
পদ্ম পত্রে জলের মতন তাঁর এ নির্লিপতা
উপনিষদেও কথিত যে আছে
ব্রহ্ম ও জীব সেথা এক সাথে
একজন ফল ভক্ষণ করে অপরে দরশ করে
ব্রহ্ম এবং জীবের মিলন অপরূপ রূপ ধরে।

অনুজ্ঞা পরিহারৌ দেহ সম্বন্ধাৎ জ্যোতিবাদিবৎ ২।৩।৪৮

শঙ্কর কন শাস্ত্রে বলেছে হিংসা কখনো নয়
আবার বলেছে যজ্ঞের তরে পশুবধ নিশ্চয়
নিজ সুখ তরে হিংসা কোরো না
জ্যোতি আহরিবে করিয়া বাসনা
যজ্ঞ অগ্নি করিবে গ্রহণ শ্মশান অগ্নি নয়
চির পবিত্র পাবক যেজন তাহারও বিচার হয়।

অসন্তেতেশ্চ অব্যতিকরঃ ২।৩।৪৯

শঙ্কর কন একটি জীবের সাথে সম্বন্ধ নাই
প্রতি জীব তার নিজ ভোগ ভোগে অপরে ভোগে না তাই
কর্ম ফলের ভাগী যেই জন
অপরেতে তাহা না করে গ্রহণ
সন্ততি মানে সম্বন্ধেরই অপর নাম সে হয়
কর্ম্ম ফলের মিশ্রণ নয় যে যার প্রাপ্য পায়।

আভাস এব চ ২।৩।৫০

জলেতে যেমন সূর্য্য আভাস প্রতিবিম্বিত হয়
ব্রহ্মের রূপ প্রতিবিম্বিত তেমনি অবিদ্যায়

জীবাত্মারূপ ধরিয়া যখন
করিবারে চাহে সে অনুকরণ
তরঙ্গময় জলাশয়ে ছায়া কম্পিত যথা হয়
স্থির জলাশয়ে প্রতিবিম্ব সে কম্পিত কভু নয়।

অদৃষ্ট নিয়ামাৎ ২।৩।৫১

শঙ্কর কন সাংখ্য মতেতে জীবাত্মা বহু হয়
সর্ব্বব্যাপক হইয়া তাহারা সকল জনেতে রয়।
তাহা হলে যাহা কর্মফলেতে
লভে অদৃষ্টে দুখ নানা মতে
সকল জীবই সমান করিয়া বণ্টন করি লয়
এরূপ নিয়ম হতেই পারেনা ভিন্ন তা নিশ্চয়।

অভিসন্ধ্যাদিষু অপি চ এবং ২।৩।৫২

সাংখ্য মতেতে ইহাও বলেছে প্রতিটিই দেহময়
আত্মার সেই প্রদেশ তাহাও অবিচ্ছিন্ন যে হয়
সে ভাবে জীবের সুখ দুখ নানা
সব সুখ দুখ করে আনা গোনা
রামানুজ কন আত্মা যখন এক হয় নিশ্চয়
নিজকর্মের ফল নিজে লভে একথা মিথ্যা নয়।

প্রদেশাৎ ইতি চেৎ ন অন্তর্ভাবাৎ ২।৩।৫৩

শঙ্কর কন সাংখ্য মতেতে একথা না বলা যায়
প্রতিটি দেহের আত্মার প্রদেশ অবিচ্ছিন্ন রয়
সেই অনুসারে সুখ দুখ যত
বিভিন্ন ভাবে লভিবেই তত

অন্তর্ভাবাৎ অর্থে অন্তর্ভূক্ত হইবে মেনো।
ঋষি বাক্যের শেষ কোনখানে ? যত মত তত পথ জেনো।
রামানুজ কন সকল প্রদেশই ব্রহ্মের মাঝে রয়
বিভিন্ন ভাবে সুখ দুখ হবে একথা কখনো নয়
সবাকার মাঝে অরূপ রতন
সবাকার দুখ করেন হরণ
নহিলে তুচ্ছ জীবেরা কেমনে এতখানি দুখ সয়
পদ্ম হস্ত পরশিয়া সব করে সে অমৃত ময়।

দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ

এই পাদে দেখো জীবের সূক্ষ্ম শরীরের নির্ণয়।
এ বিষয়ে যাহা শ্রুতি বাক্যেতে শাস্ত্র মাঝেতে কয়।
আপাতঃ যাহারে বিরোধ বোঝায়
সামঞ্জস্য তাহার কোথায়
চতুর্থপাদে সেই কথাটুকু বিশদ করিয়া কয়
শুধু সেই কথা যুক্তির মাঝে বুঝায়ে সবারে কয়।

তথা প্রাণাঃ ২।৪।১

শঙ্কর কন উপনিষদেতে প্রাণের বিষয় কয়
কখনো বলেছে অনাদি কখনো সৃষ্ট বলিয়া কয়
মুণ্ডক উপনিষদে বলেছে
মন প্রাণেন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে
(৬।৪) প্রশ্নোপনিষদ বলেছে জানিও ঈশ্বর দেন প্রাণ
আবারে বলেছে প্রাণোৎপত্তি হয়না এরূপ জ্ঞান।
প্রাণবায়ু গুলি ঋষিই একথা শত পথ ব্রাহ্মণে কয়
সৃষ্টির আগে প্রাণের অস্তিত্ব উল্লেখ হেথা হয়।

ভূঃ ভুব প্রভৃতি সেইরূপে হয়
তথা প্রাণাঃ অর্থে হেথা জেনো রয়
ঈশ্বর দ্বারা প্রাণের সৃষ্টি এইরূপে হয় মেনো
অনাদি জনের সৃষ্ট এ প্রাণ সহজ সত্য জেনো।

গৌণ সম্ভবাৎ ২।৪।২

ব্রহ্ম স্বরূপ জানিলে নিখিল বিশ্বরে হয় জানা
ব্রহ্ম হইতে প্রানের সৃষ্টি সত্য বলিয়া মানা
গৌণাঃ অসম্ভব জটিল একথা
অকারণ ভাবা সত্য অযথা
সহজ জিনিষে কঠিন ভাবার অকারণ প্রয়োজন
ঈশ্বর দ্বারা সকলি সৃষ্ট সবের মাঝেতে রন।

তৎপ্রাক শ্রুতেশ্চ ২।৪।৩

কন শঙ্কর উপনিষদেতে স্পষ্ট লিখিত হয়
মন প্রান আর সর্ব্বেন্দ্রিয় আকাশ বায়ু যা রয়
অগ্নি ও জল বিশ্ব ধারক
এই ধরনীর যা কিছু বাহক
ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট সকলি মিথ্যা কখন নয়
গৌণ একথা সত্য বলিয়া মন না মানিয়া লয়।

তৎপূর্ব্বক ত্বাৎ বাচঃ ২।৪।৪

জল প্রাণরূপে পরিণত হয় অগ্নিবাক্য রূপে
সকল জানিও ব্রহ্মাই হয় শঙ্কর কন চুপে
রামানুজ ও কন এদের আগেতে আকাশ সৃষ্ট হয়
আকাশের আগে প্রাণের বিকাশ ব্রহ্মতে সম্ভয়।

সপ্ত গতে বিশেষিতত্বাৎ চ ২।৪।৫

কন শঙ্কর প্রাণগুলি কত সংখ্যার মাঝে রয়
উপনিষদেতে প্রাণের সংখ্যা নানা রূপে লেখা হয়
সাত আট নয় দশ ও এগারো
কোথাও বা লেখা আছে বারো তেরো
শ্রুতি বাক্যতে প্রাণের সংখ্যা সাত বলে বলিয়াছে
মস্তকে সাত প্রাণের স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াছে।
যেখানে প্রাণের সংখ্যা সাতের অধিক বলিয়া রয়
ইন্দ্রিয়দের একাধিক কাজ ব'লে বলে নিশ্চয়।
রামানুজ কন পাঁচটি জ্ঞানের ইন্দ্রিয় জেনো হয়
মন ও বুদ্ধি এই দুয়ে মিলে সাত গণনায় রয়।

হস্তাদয়ঃ তুস্থিতে অতঃ ন এবম্ ২।৪।৬

এখানে বলেছে প্রাণের সংখ্যা এগারোও হতে পারে
চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক আছে তার পরে।
বাক পাণি পাদ পায়ু উপস্থ
ইহার সঙ্গে মনও সেই মত।

অনবশ্চ ২।৪।৭

প্রাণগুলি হল সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছিন্ন মত-
অণু পরমাণু সমগ্র দেহ ব্যপ্ত করিয়া রত
মৃতদেহ হতে যবে বাহিরায়
সূক্ষ্ম বলিয়া দেখা নাহি যায়।

শ্রেষ্ঠশ্চ ২।৪।৮

ইন্দ্রিয় মাঝে পরাণ শ্রেষ্ঠ জেনো মনে নিশ্চয়
প্রাণ থাকিতেও অন্য ইন্দ্রিয় বিকল যদিবা হয়

তবু দেহ তার থাকে নিশ্চয়
প্রাণ গেলে দেহ তখুনিত যায়।

ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপ দেশাৎ ২।৪।৯

শঙ্কর কন প্রাণ বায়ু নহে ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নয়
ইন্দ্রিয় বায়ু বৃত্তি হইতে প্রাণ যে পৃথক হয়
পঞ্চ রূপেতে হয়েছে কথিত
বায়ু পাণ অপাণ ব্যাণ নামেস্থিত
সাধারণ নামে পরাণ বলিয়া ইহাদেরও কেহ কয়
বেদেতে আবার বায়ু হতে প্রাণ অভিন্ন বর্ণয়।
রামানুজ কন প্রাণ বায়ু নয় বায়ুর ক্রিয়াও নহে
পঞ্চ মহাভূত অন্যতম বায়ু প্রাণ রূপে জেনো বহে।

চক্ষুরাদি বৎ তু তৎ সহ শিষ্টাদিভ্যঃ ২।৪।১০

পরাণ জানিও জীবের কর্ত্তা কখনই সেতো নহে
চোখ আদি যত ইন্দ্রিয় সম জীবের অধীনে রহে
চক্ষুর সাথে প্রাণের শাসন
তাতে বোঝা যায় কে কার আপন
প্রাণও চক্ষু এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেইবা হয়
আলোচনা করে বুঝি প্রাণ সদা জীবের অধীনে রয়।

অকারণত্বাৎ চ ন দোষঃ তথাহি দর্শয়তি ২।৪।১১

চক্ষু যেমন রূপেরে দেখেছে কর্ণ শুনেছে কানে
প্রাণ সেইরূপ কিছুই গ্রহণ করেনা ত কোনখানে
তাহাতে তাহার কোন দোষ নয়
পরাণ কিছু না গ্রহণ করয়

তাই বলেছেন প্রাণ নিষ্ক্রিয় নহেত কখনো কভু
শরীরের সাথে ইন্দ্রিয় দলে ধারণ করে সে তবু।
জীবের স্মৃতি ও উৎক্রান্তি যা সকলই প্রাণের তরে
বলিয়াছে শ্রুতি (তথাহি দর্শয়তি) এই কথা মনে করে।

পঞ্চবৃত্তির্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ২।৪।১২

মনের যেমন বিবিধ বৃত্তি প্রাণের বৃত্তি নয়
পঞ্চ প্রকার দর্শণ শ্রবণ স্পর্শ আস্বাদন ময়
আঘ্রাণও জেনো বৃত্তি মনের
প্রাণের বৃত্তি পাঁচ প্রকারের
নিঃশ্বাস ত্যাগ গ্রহণ এবং শ্রমসাধ্য যে কাজ
ঊর্দ্ধে গমন পরিপাক করা এসব প্রাণের কাজ।

অনুশ্চ ২।৪।১৩

প্রাণবায়ু সম সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছন্ন হয়
কিন্তু প্রাণের আকার জানিও পরমাণু সম নয়
প্রাণ যে সূক্ষ্ম তাহার প্রমাণ
দেহ হতে যবে বাহিরায় প্রাণ
কেহ তা পায়না দেখিতে তো হায় চোখে দেখা নাহি যায়
সর্ব্বব্যাপক বিভু তবু জেনো গমনাগমন তায়।

জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু তদা মননাৎ ২।৪।১৪

অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত সে হয়
আপনার কাজে রহে নিগমন শ্রুতিমাঝে এই কয়
অর্থাৎ বায়ু দেবতা প্রাণেতে রূপ ধরি যবে রয়
নাসিকার মাঝে করিয়া প্রবেশ প্রাণ সেথা বিরাজয়
(ঐতেরীয়োপনিষদ ২।৪)

প্রণবতা শব্দাৎ ২।৪।১৫

যদিও প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন জেনো
তবুও জীবের সহিত তাহার সম্বন্ধটি মেনো।
দেবতার সাথে নাহি থাকে যোগ
দেহের সহিত সুখ দুখ ভোগ
শ্রুতিতে বলিছে এই কথা জেন ভুল কখনই নয়
দেহের সহিত প্রাণের যে যোগ দেবতার সাথে নয়।

তস্য চ নিত্যত্বাৎ ২।৪।১৬

পাপ পুন্যের সাথেতে জীবের নিত্যই যোগাযোগ
ইন্দ্রিয় মাঝে দেবগণ থাকে করেনা কর্ম্মভোগ
কর্মের ফল জীব নিজে পায়
দেবতারা তার পরশ না পায়।

তে ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাৎ অন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ২।৪।১৭

প্রাণ সকলের ইন্দ্রিয় দল সকলি ভিন্ন হয়
দেহের সহিত বাঁধন এদের জন্য কিছুই নয়
শ্রুতিতে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ
স্বতন্ত্র বলি অখ্যাত হন
এতে বোঝা যায় স্পষ্ট করিয়া এক বস্তু তা নহে
দেহের বাঁধনে বন্ধন তার তাই এক সাথে রহে।

ভেদ শ্রুতেঃ ২।৪।১৮

বাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের প্রভেদ হয়
শ্রুতিতে একথা স্পষ্ট করিয়া সকল সময় কয়
বেদেও একথা লিখিয়া রেখেছে
পৃথক বলিয়া লেখা সেথা আছে।

বৈলক্ষণাৎ চ ২।৪।১৯

পরাণ বৃত্তি ইন্দ্রিয় বৃত্তি দুই জেনো এক নয়
ঘুমাইলে পরে চক্ষু তখন কাজে অবসর লয়।
প্রান জেনো তার কাজ ঠিক করে
নিদ্রার মাঝে রহে স্নেহ ভরে
ইন্দ্রিয়দল বিষয় ভোগেতে রহে সদা নিমগণ
রামানুজ কন পরান সতত ব্রহ্মে যুক্ত রন

সংজ্ঞা মূর্তিক৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎকুত উপদেশাৎ ২।৪।২০

জগতের যাযা ভিন্ন বস্তু নানা নামে যাহা রয়
জগদীশ্বর নানান্ নাম সে দিয়াছেন নিশ্চয়
শ্রুতিতে একথা উল্লেখ আছে
ছান্দোগ্য উপনিষদে রয়েছে
পরমাত্মাই সঙ্কল্পতে অগ্নি জলেতে রয়
বায়ুর মধ্যে তাহারই প্রকাশ শঙ্কর নিজে কয়
জীব রূপে সেই প্রবিষ্ট হয়ে নানা নাম রূপ ধরে
ত্রিবৃতং রূপে অগ্নিও বায়ু জলে কম বেশি পড়ে
পরমাত্মার ত্রিবৃৎ করণ
কে বুঝে তাঁহার কেমন ধরণ
নানারূপ ধরি নানা নামে ভরি তাঁহারি সৃষ্টি সব
রামানুজ কন কহিতে মহিমা রসনার পরাভব

মাংসাদি ভৌমং যথা শব্দং ইতরেয়োশ্চ ২।৪।২১

মাংস প্রভৃতি ভূমি হতে হয় রক্ত অস্থি তাই
জল হতে হয় শোণিত আগুনে অস্থি হয়েছে তাই
ছান্দোগ্যতে কথিত হয়েছে
অন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিছে

স্থূলরূপ তার পুরীষ হয়েছে মধ্য মাংস হয়
সূক্ষ্ম মূত্র রূপেতে প্রকাশ এভাবে জনম লয়।
জলের অংশে মূত্র অধিক মধ্যম রক্ত হয়
সূক্ষ্ম অংশ প্রাণরূপে জেনো এই দেহ মাঝে রয়
অগ্নির স্থূল অস্থি যে হয়
মধ্যম তার মজ্জায় রয়
সূক্ষ্ম অংশ বাক্য রূপেতে পরিণত হয় তার
শঙ্কর আর রামানুজ দোঁহে এইখানে একাকার

বৈশেষাৎ তু তদবাদঃ তদ্বাদঃ ২।৪।২২

ঃবীর মাঝে পৃথিবী জল ও অগ্নি ত রহিয়াছে
ত্রি বৃৎকরণ এই কারনেতে জানিও যে হইয়াছে
জলের ও মধ্যে ইহা জেন রয়
অগ্নির মাঝে আছে নিশ্চয়
তবে ইহাদের প্রভেদ কোথায়? অংশ বেশী ও কম।
পৃথিবীর মাঝে জল ও অগ্নি অপেক্ষা কৃত কম।
পৃথিবী অংশ বেশী সেথা রয়
তদ্বাদঃ নাম তাই জেনো হয়
দ্বিতীয় অধ্যায় এখানেতে শেষ তদ্বাদ দুইবার
বর্ণিত হল সৃষ্টি লীলার এই হল ব্যবহার।
কন শঙ্কর কন রামানুজ সকলি ব্রহ্মময়
ব্রহ্মরে ছাড়ি ব্রহ্মাণ্ডতে জেন কোন কিছু নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থপাদ সমাপ্ত

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ

কন শঙ্কর পরলোকে জীব কেমন করিয়া যায়
তাহারি প্রণালী উৎপাদনেতে বৈরাগ্য উপজয়

তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাম ৩।১।১

রাজা প্রবাহন শ্বেতকেতুকে প্রশ্ন তখন করে
পঞ্চম আহুতি জল কিরূপেতে পুরুষ রূপ সে ধরে
জানেনা সেকথা শ্বেতকেতু হায়
জনকেরে তবে জিজ্ঞাসা করায়
পিতাও জানেনা পিতা প্রবাহন কাছেতে তখন যায়
পঞ্চাগ্নি বিদ্যা উপদেশ তবে রাজা প্রবাহন দেয়।
এই ইহলোকে মানব যখন ভকতি শ্রদ্ধা দিয়া
করে তর্পণ করে অর্পণ যজ্ঞে আহুতি দিয়া
দিব্য দেহ সে করিয়া ধারণ
মৃত্যুর পর প্রাপ্ত যে হন
মেঘ হইতেছে দ্বিতীয় অগ্নি স্বর্গবাসের পর
দিব্য দেহটি অগ্নি আহুতি হইল মেঘের পর :
বৃষ্টি রূপেতে পরিণত হয় পৃথিবী তৃতীয় অগ্নিত হয়
বৃষ্টি হইতে অন্নে প্রবেশে আহুতি যখন হয়
শুক্র রূপেতে পুরুষ লভেতা
নারী পঞ্চম অগ্নিময়তা—
এতে বোঝা যায় মৃত্যুর পর যত জীবাত্মা চয়
ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির সাথে পরলোকে নাহি যায়।
আবার দেহের উপাদান হয়ে এই ধরনীতে আসে
সূক্ষ্ম যেটুকু জীবাত্মা ঘেরি পরলোকে পরবাসে।

এ্যাত্মকত্বাত্তু, ভূয়স্ত্বাৎ ৩।১।২

জলের মধ্যে ক্ষিতি অপ তেজ তিনটি বর্ত্তমান
জল বেশি আছে এই কথা হয় আমাদের যাহা জ্ঞান
শ্রুতি বাক্যেতে কয় জল সাথে জীবাত্মা পরলোকে যায়
কিন্তু দেহের উপাদান জেন শুধ্ জল মাঝে নয়।
যদি ভবিষৎ দেহ উপাদানে জল উল্লেখ হয়
"এ্যাত্বত্বাৎ" উল্লেখ তবে ক্ষিতি অপ তেজ রয়।
ভূয়স্ত্বাৎ কথাতে বোঝায়
জলের অংশ দেহে বেশী রয়।

প্রাণ গতেশ্চ ৩।১।৩

বেদেতে যেহেতু বলেছে প্রানের গতি হয় নিশ্চয়
সে হেতু প্রানের বৃথা ত্যাগ নয় গতিশীল সেই হয়।
প্রান আশ্রয় সূক্ষ্ম ভূতের জীব সাথে পরলোকে
যায়, এই কথা হইয়াছে লেখা বৃহদারন্যক শ্লোকে,
অর্থাৎ জীব দেহরে ত্যজিয়া যখন যেথায় যায়
প্রান তাহারই অনুগমনেতে যাইবেই নিশ্চয়।

অগ্ন্যাদি গতিশ্রুতে রিতি চেৎন ভক্ত ত্বাৎ ৩।১।৪

বাক প্রভৃতি সে ইন্দ্রিয় দল অগ্নি আদি যা হয়
দেবতারই মাঝে প্রবেশ করেছে শ্রুতি বাক্যতে কয়
মনে হতে পারে ইন্দ্রিয়গণ
জীব সাথে করে মরণে গমন
যদি ইহা বলো তাহা যথার্থ কখনই জেনো নয়
বাকের দেবতা অগ্নি হলেও মৃত্যুর পরে নয়।
গৌণ ভাবেতে বলেছে মৃতের লোম কেশ সমুদয়
ওষধি এবং বনস্পতির সাথেতে মিশিয়া রয়

গৌণ ভাবেতে দুইই বলা যায়
ইন্দ্রিয় দেবতা আগুণে মিশায়
(৩।২।১৩) বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে বলেছে এসব কথা
মৃত ব্যক্তির বাক ইন্দ্রিয় মিশেছে অগ্নি যথা!
প্রান যায় বায়ু দেবতার কাছে মৃত্যুর কাছে যায়
ইন্দ্রিয় দল দেহ ত্যজি মেশে নিজ নিজ দেবতায়।

প্রথমে অশ্রুনাৎ ইতি চেৎ ন তাং এব হি উপপত্তেঃ ৩।১।৫

শ্রুতিতে বলেছে শ্রদ্ধা শব্দ জলকে বুঝায়ে কয়
অপ বা জলের উল্লেখ নাই এই কথা ঠিক নয়,
প্রথমে শ্রদ্ধা আহুতি রূপেতে স্বর্গ দেবতা হয়
আহুতি হইয়া দ্বিতীয় শ্রদ্ধা বৃষ্টি নামেতে রয়,
সোম ও বৃষ্টিতে জলতো প্রচুর জল ছাড়া তাহা নয়
শ্রদ্ধা শুধু না গুণ ও ধর্ম জলরূপে বয়ে যায়।
শ্রদ্ধা আধার নামেই জলই জেনো তর্পণে রয়
স্নানে শ্রদ্ধার অন্ত রূপেতে মন অভিভূত হয়।
পঞ্চম আহুতিতে এই জল জেনো পুরুষ রূপেতে রয়
ঠিক কথা নয় শাস্ত্রে জানিও বলিয়াছে নিশ্চয়।

"অশ্রুতত্বাৎ ইতি চেৎ ন ইষ্টাদি কারিনাং প্রতীতেঃ" ৩।১।৬

অশ্রুতত্বাৎ অর্থে জীব যে জল বা পঞ্চভূতের দ্বারা
বেষ্টিত হয়ে যায় পরলোকে এই কথা বলে যারা,
ভুল কন তারা, যজ্ঞের দ্বারা ইহাই প্রতীতি হয়
পুণ্য কর্মে স্বরগেতে যান এমন কথাই কয়।
(৩।১।১) এই সূত্রেতে পঞ্চভূতের জানি উল্লেখ আছে
কিন্তু শ্রুতিতে উদ্ধৃত যাহা শুন যাহা বলিয়াছে।
আহুতির জল যায় পরলোকে জীব সাথে সেই যায়

এমন কথাত লেখা নেই কোথা যতদূর মনে হয়
(৫।১০।৩) ছান্দোগ্যের শ্লোকেতে রয়েছে গ্রামে যারা বাস করে
কূপ বা পুকুর জলাশয় আদি প্রতিষ্ঠা দান করে।
মৃত্যুর পর ধূমের সহিত আকাশেতে তারা যায়
চন্দ্রলোকেতে গমন করিয়া উজ্জ্বল দেহ পায়।
সবশেষে এই কথাটুকু জেনো জীবের সাথেতে জল
শ্রদ্ধা আহুতি রূপে যায় যথা পুষ্পতে পরিমল॥

ভাক্তং বা অনাত্ম বিত্ত্বাৎ তথাদি দর্শয়তি ৩।১।৭

ভাক্তং এখানে গৌণ ভাবেতে বলা হল বলে মেনো
(শ্রুতি) "অনাত্মাবিত্ত্বাৎ" যেহেতু তাহারা আত্মবিদ নয় জেন।
কেহ বলে জীব গতি উল্লেখ নাই এর কোনখানে
(অথচ বলেছে) সোমরাজা দেবগণের অন্ন গ্রহণে বলিয়া মানে
জীব প্রসঙ্গ নয় সম্ভব জীব ভক্ষণ নয়
অচেতন যাহা তাহারি কথাই হয় হেথা নিশ্চয়।
কঠিন হলেও প্রজারা রাজার অন্ন বলা যে হয়।
এখানেও বুঝি দেবতা দিগের জীবেরা অন্ন হয়,
দেবগণ নাহি করে ভক্ষণ শুধুই দৃষ্টি দ্বারা।
অমৃতরসেতে সিক্ত করিয়া আত্মস্থ করেন তাঁরা।
শুধু আত্মজ্ঞ জন
দেবতা হইয়া রন।

কৃতাত্যয়ে অনুশয়বান দৃষ্টি স্মৃতিভ্যাং যথা
ইতং অনেবং চ ৩।১।৮

যে পথে স্বর্গে গমন করিবে ফিরিবার পথ নয়
স্বরগে পুণ্য শেষ হলে পরে যবে পুনঃ জনময়

অন্য পথেতে আসিতে হইবে
শুভ বা অশুভ যোনি সে লভিবে
এক জন্মেতে কর্ম যা হয় ভোগ নানা ভাবে হয়
পুণ্য ফলসে দিব্য দেহতে স্বরগেতে সুখময়।
নিম্ন ফলসে মনুষ্য বা পশুদেহেতে ভোগ যে হয়
চণ্ডালাদি নিম্ন যোনি প্রাপ্তিতে হয় সে কর্ম ক্ষয়।

চরণাদিতি চেৎ উপলক্ষণার্থা ইতি কার্ষ্ণা জিনিঃ ৩।১।৯

আচার্য্য কার্ষ্ণাজিনি বলেছেন কর্ম চরণ হয়
আচরণ হতে চরণ হয়েছে অন্য অর্থ নয়।
ভাল আচরণে ব্রাহ্মণ যোনী
মন্দে শূকর চণ্ডাল যোনী
এই ভাবে জেনো ভালো ও মন্দ পৃথক কর্ম মতে
জনম লভেছে কর্মের ফল ভোগ করে সেই পথে।

আনর্থক্যম ইতি চেৎন তদপেক্ষিত ত্বাৎ ৩।১।১০

সদাচারী ছাড়া বৈদিক কাজে অধিকারী কেহ নয়
আচার যাহার যত ভালো হবে ফল তত ভালো হয়।
অনর্থক তা যদি কেহ বলে
শীল অর্থাৎ আচরণ হলে
সেই মত সেই লভিবে জনম সকলে কর্ম মত
উচ্চ ও নীচ নানান যোনীতে জীবেরা ভ্রমণ রত।

সুকৃত দুষ্কৃত এব ইতি তুবাদরিঃ ৩।১।১১

আচার্য্য বারি বলেন চরণ কথার অর্থ এই
সুকৃত এবং দুষ্কৃত যত পুন্য বা পাপ যেই।

অনিষ্টাদি কারিণাম অপি চ শ্রুতম ৩।১।১২

শ্রুতিতে বলিছে যজ্ঞ প্রভৃতি ইষ্ট কর্ম্ম দ্বারা
করেনা, চন্দ্র মণ্ডলে তবুও করেন গমন তাঁরা।
যারা পৃথিবীতে করেছে জনম
চন্দ্র লোকেতে তাদেরই গমন
পুন্য অথবা পাপ কর্ম্মের নহে তাহা ফলাফল
চন্দ্রলোকেতে যাইবেই যারা জনমেছে ধরাতল।

সংযমনে তু অনুভুয় ইতরেষাং আরোহারারেহৌ তদগতি দর্শনাৎ ৩।১।১৩

যমলোক পেয়ে কতনা যাতনা হায় যত পাপী জন
যমলোক হতে এই ধরণীতে করে তারা আগমন
(১।২।৬) কঠোপনিষদেতে লেখা আছে জেন
পাপীরা সকলে মনে করে হেন
ইহলোকই আছে পরলোক বলে কোন আর কিছু নাই
বেদেতেও আছে পাপীদের জেনো যমালয় তেই ঠাঁই।

স্মরন্তি চ ৩।১।১৪

স্মৃতি গ্রন্থতে লেখা আছে জেন
পাপী নরকেতে যাইবেই মেনো।

অপি চ সপ্ত ৩।১।১৫

স্মৃতি গ্রন্থতে রৌরব আদি সাতটি নরক হয়
নিক্তি ধরিয়া পাপ পুন্যের বিচার জানিও হয়।

অত্রাপি চ তদব্যাপাবাদ অবিরোধঃ ৩।১।১৬

রৌরব নামে নরকেতে জেনো যমের কর্ম্মচারী
চিত্রগুপ্ত শাসনেতে চলে সেই সেথা অধিকারী

বিদ্যা কর্ম্মণোঃ ইতি তু প্রকৃতত্বাৎ ৩।১।১৭

দেবযান ও পিতৃযানের কথা উপনিষদেতে আছে
ব্রহ্মে লভিয়া দেবযান পথে যজ্ঞে চন্দ্র পথে।
চন্দ্রলোকেতে পিতৃ যানেতে যে সকল জীব যায়
পুণ্য তাহার শেষ হলে পরে পৃথিবীতে ফিরে যায়।
তৃতীয় স্তরের কিছু কিছু প্রাণী যাতায়াত শুধু করে
বৃথা জনমিয়া বৃথা মরে যায় দিন যায় বৃথা ঝরে,
৫।৩।৩ ছান্দোগ্যেতে আছে এই কথা দেখো বিস্তার কোরে কয়
৩।১।১২ নানান শ্লোকেতে ঋষিগণ সব দিয়াছেন পরিচয়।

ন তৃতীয়ে তথা উপলব্ধি ৩।১।১৮

তৃতীয় পথের উল্লেখ করি শাস্ত্রেতে এই কয়
পুনর্জ্জন্ম জন্য পাঁচটি শুধুই আহুতিই জেনো নয়
জায়স্ব ম্রিয়স্ব যার তরে বলা যায়
পঞ্চ আহুতি দ্বারা শুধু নয়
পঞ্চ আহুতি না হলে মানুষ দেহ যে হতে না পারে
এমন কথাতো বলে নাই কেহ আসে যায় বারে বারে।

স্মর্য্যতে অপি চ লোকে ৩।১।১৯

স্মৃতিতে বলেছে পঞ্চ আহুতি ছাড়াও মানব হয়
দ্রোন জন্মের আগেতে স্ত্রীরূপ পঞ্চ আহুতি নয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদী আর সীতারাণী
এদের জনম আগেতেই শুনি
স্ত্রী পুরুষ রূপ দুইটি আগুণে আহুতি কখনো নয়
ইহা ছাড়া কোন পুণ্য কর্ম করেছেন নিশ্চয়।

দর্শনাচ্চ ৩।১।২০

স্ত্রী পুরুষ দুই সংযোগ ছাড়া স্বেদজ প্রাণীও হয়
উদ্ভিদ জেনো এই রূপ ভাবে আপনি জনম লয়।

তৃতীয় শব্দাবরোধঃ সং শোকজস্য ৩।১।২১

শ্রুতিতে বলিছে তিন প্রকারেতে জনম সকলে লয়
আণ্ডজং জীবজং ও উদ্ভিজ্জং এই তিন নাম তারা লয়,
চতুর্থ শ্রেণীতে স্বেদজ যে আছে
তার উল্লেখ নাহি করিয়াছে
উদ্ভিজ্জের মধ্যে তাহারাও পড়ে এই জেন মনে হয়
৬।৩।১ ছান্দোগ্য উপনিষদেতে আছে এই রূপ নিশ্চয়।

সাভাব্যাপত্তিঃ উপপত্তেঃ ৩।১।২২

সাভাবৎ আপত্তি অর্থে সমান ভাবেতে প্রাপ্তি হয়
উপপত্তের কারণ তাহাই যুক্তিযুক্ত হয়
চন্দ্র মণ্ডলে গিয়া জীবগণ অবগেহণ যে করে
আকাশ বায়ু ও ধূম ও অভ্র মেঘ ও বৃষ্টি পড়ে
যে ভাবেতে যায় ফিরে সেই ভাবে
শাস্ত্রে বলেছে বিশদ যে ভাবে
জীব যে আকাশ অথবা বায়ুতে মিশে কভু নাহি যায়
এই কল্পনা যুক্তি যুক্ত কখনই জেনো নয়।

নাতিচিরেন বিশেষাৎ ৩।১।২৩

"ন অতিরিচেন" বিলম্ব হয়না বিশেষাৎ প্রভেদ হেতু।
এই যে চন্দ্র হইতে আকাশ বায়ু হতে ধূম হয়
ধূম হতে হয় অভ্র আবার মেঘ বারি বরষয়

বৃষ্টি হইতে শস্য এ ভাবে
পুরুষের দেহে শুক্রের রূপে
এই ভাবে যেতে দেরি নাহি হয় সহজে শীঘ্র হয়
এই ভাবে জেনো জনম হইতে জনমান্তরে যায় ।

অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববৎ অভিলাপাৎ ৩।১।২৪

চন্দ্রমণ্ডল হইতে যখন নামে জীব নানা ভাবে
তখন তাহার পুণ্যের শেষ হইয়াছে জেনো সবে
মধ্যবর্ত্তী অবস্থা তখন
কর্মের ফল লভেনা তখন
পুণ্যের শেষ অথচ কর্ম ফলের লাভ না হয়
ব্রাহ্মণ আদি জাত লাভ হয় যে রূপেতে নিশ্চয় ।

অশুদ্ধম ইতি চেৎ ন শব্দাৎ ৩।১।২৫

যদি কেহ বলে বৈদিক কর্মে অশুদ্ধ কিছু হয়
তাহারি ফলেতে শস্য রূপাদি প্রাপ্তি জানিও হয়
শ্রুতির কথাত ভুল কভু নয়
শাস্ত্র মতেতে প্রমাণ যে হয়
হিংসার তরে পশু বধ যথা অন্যায় জেনো হয়
যজ্ঞের তরে পশু বধ জানি শুভ ফল নিশ্চয় ।

রেতঃ সিক যোগ অতঃ ৩।১।২৬

শস্য জনম হইবার পরে সে শস্য যেবা খায়
শস্য হইতে তাহার দেহতে শুক্র জনম লয়
চন্দ্র হইতে ফিরিয়া তখন
রেতঃ সিগ ভাব করে সে গ্রহণ

এখানে জানিও প্রাণীর সহিত সম্পর্ক শুধু হয়
সম্পর্কই মাত্র জানিও ইহার ঐক্য কখনো নয়।

যেনোঃ শরীরম্ ৩।১।২৭

রেতঃ পাত করে যেই যোণী সেই স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হয়
সেই যোনি হতে নূতন শরীর লভে সে সুনিশ্চয়
পূর্বকৃত সে কর্ম্মানুসারে
লভয়ে শরীর যেই বারে বারে
আকাশ বায়ু সে প্রভৃতির সাথে যোগ সে মাত্র হয়
সুখ ও দুঃখ সে সময়ে কভু লভে না সুনিশ্চয়।

তৃতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ প্রথম শ্লোক

এই পাদে শুধু বোঝান হয়েছে দুইলোকে যাতায়াত
মানব হৃদয়ে বৈরাগ্যের প্রথম চরণ পাত
সাধক লোকেতে যাইবার তরে মানবের আকুলতা
মানব যে নয় কীট পতঙ্গ বোঝাবার তরে কথা।

সন্ধ্যে স্মৃষ্টিঃ আহ হি ৩।২।১

সন্ধে অর্থে ঘুমের সময় সৃষ্টি অর্থে জেনো
স্বপনের মাঝে যাহা দেখা যায় তাহাই মনেতে মেনো
আহহি অর্থে বেদেতে বলেছে
স্বপন পুরীর সৃজন রয়েছে
শঙ্কর কন স্বপনেতে যেতে রথ পথ নাহি লাগে
কল্পনা ভরে সকলি সৃষ্ট সত্য মনেতে জাগে।

নির্ম্মাতারং চ একে পুত্রাদয়ঃ চ ৩।২।২

স্বপনের মাঝে যাহা দেখা যায় শ্রীহরি সৃজন হয়
তনয় প্রভৃতি কমনীয় যাহা তাহাও সে জনই দেয়
(৫।৮) কঠোপনিষদে যথা লেখা রয়
সকলে ঘুমায় হরি জেগে রয়
জাগিয়া সেজন স্বপনের মাঝে কত কি সৃষ্টি করে
জাগরণে আর স্বপনের মাঝে সেই রয় সব ভরে ॥

মায়া মাত্রং তু কাৎর্স্নেন অনভিব্যক্ত স্বরূপত্বাৎ ৩।২।৩

শঙ্কর কন স্বপনে যা দেখো সবি জেনো মায়াময়
পরমার্থের ধর্ম্মের দ্বারা যেথা যাহা সমুদয়
স্বপনেতে দেখা বস্তু যা হয়
স্বরূপ প্রকাশ তাহার না হয়
স্বপনেরি মত সকলি মিলায় সবি জেনো মায়াময়
সংসার জেনো মায়াতেই গড়া শ্রীহরি সত্য হয়।

সূচক চহিশ্রুতে আচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ৩।২।৪

বেদেতে লিখেছে স্বপন দেখায় শুভাশুভ বর্ণয়
স্বপনেতে নাকি ভবিষ্যতের ফলাফল জানা যায়
করনীয় কিছু করে সে যখন
স্বপনেতে নারী করে দরশন
সমৃদ্ধি লাভ যে হইবেই তার এই কথা সেথা কয়
কিন্তু জানিও স্বপনের নারী মিথ্যাই সেথা হয়।
শঙ্কর কন সত্য বচন শুধুই স্বপ্ন নয়
জগতের মাঝে যত কিছু ঘটে সকলিত মায়াময়

ব্রহ্মের যবে মিলে দরশন
জগত মিলায় স্বপন মতন
তখন সকলি সত্যেতে ভরা আনন্দ নিকেতন
তাঁহার কাছেতে যেই যায় তাঁর আনন্দ পরশন।

পরাভিধ্যা নাৎ তু তিরহিতং অতোহি অস্য বিপর্য্যয়ৌ ৩।২।৫

শঙ্কর কন ঈশ্বর ধ্যানে ঐশ্বর্য্য জীব লভে
অজ্ঞান হেতু ঈশ্বর্য্যেরে তিরহিত করে সবে
ঈশ্বর সেই আনন্দ ময়
বন্ধন সেই মুক্তিও হয়
রামানুজ কন জীবেরা যখন শ্রীহরি অংশ হয়
তাইত তাঁহার বিকাশ সেখানে নানা রূপে প্রকাশময়।
যেখানে যা কিছু জ্ঞানের প্রকাশ তাঁহারি বিভূতিময়
ঈশ্বর ধ্যানে ঐশ্বর্য্য ও মুক্তি লাভ যে হয়
তপৈশ্বর্য্য জ্ঞানৈশ্বর্য্য এই
ঐশ্বর্য্য বলিতে বুঝিও তাই।

দেহযোগাৎ বা সোহপি ৩।২।৬

জীব দেহ সাথে যুক্ত হইলে জ্ঞান তিরোভাব হয়
ঈশ্বর হেথা মায়ার সৃষ্টি করিয়া লীলায় রয়
শঙ্কর কন ঈশ্বরাংশে সৃষ্ট জীব বা হয়
তাঁহারি মাঝে জ্ঞানৈশ্বর্য্য সকলি মিলিয়া রয়
তিনি যা করান করে জীব তাই
তবুও অহং ঘেরিয়া সদাই
মনে ভাবে হায় আমি করিয়াছি তাই এই দুর্ভোগ
সকলি সঁপিলে চরণে তাঁহার নাহি রয় দুর্য্যোগ।

তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতে আত্মনি চ ৩।২।৭

বেদেতে বলেছে জীবাত্মা যবে নাড়ীতে যুক্ত থাকে
আত্মার সাথে যুক্ত হইয়া তখন সেজন থাকে
এখানে নাড়ী সে হৃদয় কমল
পুরীতৎ নামে করে ঝলমল
হৃদয় ঘিরিয়া রচিত আসনে বসেন ব্রহ্ম নিজে
তাঁহার সহিত যেজন যুক্ত ধন্য সেজন কী যে ?
কোথাও বলেছে প্রাসাদ কোথাও খাট বলে বলিয়াছে
সেখানেতে যবে আসীন সেজন সুখ দুখ নাহি আছে
হৃৎপদ্মেতে তাঁহারে হেরিয়া
হৃদয় ময়ূর উঠিল নাচিয়া
বেণু করে ধরি অরূপ রতন সবকালো আলো করে
নিদ্রার মাঝে আসিয়া আপনি জীবেরে পরশ করে।
রামানুজ কন কে কবে শুনেছে ভগবান সেবা করে
দ্বার হতে দ্বারে ঘোরে ভগবান শুধু ভক্তের তরে।

অতঃ প্রবোধ অস্মাৎ ৩।২।৮

অতএব জেনো ব্রহ্ম হইতে জাগরণ পুনঃ হয়
নিদ্রার মাঝে এদেহ যখন অচেতন হয়ে রয়
তখনই আসিয়া দেন দরশন
জাগিলে মিলায় আরধ্য ধন
সুষুপ্তি মাঝে তাঁর পরশন জানিও আমরা পাই
একী তাঁর লীলা বর্ণিতে হায় ভাষা না জুয়ায় ভাই।

স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি শব্দবিধিভ্যঃ ৩।২।৯

সুষুপ্তি মাঝে এই জীব যবে ব্রহ্মে বিলীন হয়
সেই জীব জেন প্রবোধ সময়ে উত্থিত পুন হয়

কর্ম ও অনুস্মৃতি অনুসারে
এই সিদ্ধান্ত হয় বারে বারে
ঘুমানর আগে আধেক করিয়া যেকাজ যেজন রাখে
জাগিয়া সেজন সমাপ্তি তাহা করে সেইজন আগে
স্বপনের মাঝে করেন পরশ ধ্যান আরধ্য ধন
তাই নিদ্রায় এত বিশ্রাম পায় এই জীবগণ
ধনী দরিদ্রে কোন ভেদ নাই
পথ পরে দেখ যে যেথা ঘুমায়
দামী শয্যায় শুয়ে ধনী যত সেই সুখ নাহি পায়
নিক্তি ধরিয়া তাঁর কৃপা দান প্রভেদ নাহিক তায়

মুগ্ধে অর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ৩।২।১০

অজ্ঞান ভাবে ইন্দ্রিয় দল ভাবেতে বিলীন হয়
পরিশেষে যবে জাগ্রত হয় অন্য ভাবেতে রয়
মৃত্যুর মত এর লক্ষণ
ঘুম ঘোরে যবে রয় অচেতন
স্বপ্ন এবং নিদ্রার সাথে অজ্ঞান যেন হয়
মৃত্যুর সাথে সাদৃশ্য এর কতক অংশে রয়।

ন স্থানতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং হি ৩।২।১১

শঙ্কর কন ব্রহ্মের নাহি উভয় লিঙ্গ ভেদ
উপাধির দ্বারা নহে সে ভূষিত কারো সাথে নাহি ছেদ
(২।১০।২) ছান্দোগ্যতে জেন বলা হয়
যাহা কিছু কাজ ব্রহ্ম করয়
সকল গন্ধে সকল রূপেতে ব্রহ্ম যুক্ত রন
স্থূল সেই জন সূক্ষ্ম সে জন ছোট বড় তিনি নন।

ব্রহ্ম স্বরূপ জানে যেই জন সে জন ভাগ্যবান
সেই জানে মনে সবাকার মাঝে একই বর্ত্তমান।

ন ভেদাৎ ইতিচেৎ ন প্রত্যেকম অতদ্বচনাৎ ৩।২।১২

শঙ্কর কন অরূপের তরে রূপেতে অরূপে-ভেদ
যে ভাবে যে পূজে তাঁরে লভে সেই কারো মনে নাই খেদ
চতুষ্পাদ তাঁরে বলা যায়
কোথাও শোভিত ষোড়শ কলায়
উপাধি ভেদেতে একই ব্রহ্ম কত রূপ ধরি রয়
অপরূপ সেই উজ্জল রতন অরূপ জ্যোতির্ম্ময়।

অপি চ এবম একে ৩।২।১৩

শঙ্কর কন ভুলিওনা মন রূপের মধ্যে তাঁরে
প্রতিটি জীবেতে বিরাজিত সেই রূপ তার কাছে হারে।

অরূপবৎ এবহি তৎ প্রধানত্বাৎ ৩।২।১৪

শঙ্কর কন রূপ হীন হয় ব্রহ্ম সে নিশ্চয়
শাস্ত্রের মাঝে অরূপ বলিয়া তাই তারে বর্ণয়
(৩।৮।৮) বৃহদারণ্যক বলেছে একথা
নহে সে ক্ষুদ্র নহেক স্থূলতা
(৩।১৫) কঠোপনিষদ বলেছে সেজন শব্দ রূপেতে নাই
তাঁর কৃপা ছাড়া কে বুঝিতে পারে বর্ণনাতীত তাই।

প্রকাশবচ্চ অবৈয়র্থ্যম ৩।২।১৫

শঙ্কর কন সূর্য্যের আলো আকাশ ব্যাপিয়া আছে
তবুও যখন অঙ্গুলি মাঝে রাজে সে বক্র সাজে

ব্রহ্ম যেরূপ ব্যাপিয়া সকল
উপাধি যোগেতে পৃথক কেবল
সবাকার তরে কত রূপ ধরে সেইজন দয়াময়
অরূপ রতন রূপ মাঝে তাঁরে তাইত দরশ হয়।

আহ চ তন্মাত্রম্ ৩।২।১৬

শঙ্কর কন ব্রহ্ম জানিও চৈতন্য মাত্র হয়
(৪।৫।১৩) বৃহদারণ্যকে উপমা দিয়াও বুঝাইয়া ইহা কয়
সন্ধব লবণ যথা দিলে জলে
লবণের রস শুধুইত মেলে
তেমনি ব্রহ্ম ভেদহীন জেনো বাহ্য হীন সে হয়
সকল জ্ঞানের ঘনীভূত রস সেজন সর্বময়।

দর্শয়তি চ অথ অপি স্মর্য্যতে ৩।২।১৭

শ্রুতিতে বলেছে স্মৃতি গ্রন্থেও স্মরণ করেছে এরে
নির্ব্বিশেষ যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপ গুণ সেথা হারে।
(২।৩।৬) বৃহদারণ্যকে নেতিনেতি বলে
বর্ণেছে যাঁরে কেমনে তা মেলে
(২।৪।১) তৈত্তিরীয়তে বলেছে যাঁহারে না পেয়ে ব্যর্থ বাক্যমন
বিফল হইয়া আসে হায় ফিরে নাহি পেয়ে দরশন
গীতায় বলেছে ব্রহ্ম অনাদি স্থূল বা সূক্ষ্ম নয়
সৎ বা অসৎ এসবের দ্বারা তাঁরে কেবা বর্ণয়।
শ্রুতিতে বলেছে অনন্তময়
কল্যাণ মাঝে সেই জন রয়
(৬।৭।৮) শ্বেতাশ্বতরেতে তারি বর্ণনা বলে পরমেশ্বর
(১।১।৯) মুণ্ডকোপনিষদে সর্বজ্ঞ বলে বলে সেই ঋষিবর।
(১০।৩) গীতায় বলেছে অজ ও অনাদি সেজন মহেশ্বর

(১৫।৭১) এই শ্লোকে আছে উত্তম রূপে ব্যপ্ত সে চরাচর
(৫।১।৪৭) বিষ্ণু পুরানে এই মত কয়
ঈশ্বর সেই সর্ব্বজ্ঞ হয়
সকল শক্তি সকল জ্ঞানের আধার সেজন হয়
শ্রুতিতে বলিছে গুণ অনন্ত বিন্দু ও দোষ নয়।

অতএব চ উপমা সূর্য্যকাদিবৎ ৩।২।১৮

শঙ্কর কন প্রতি বিম্বতে সূর্য্য যেরূপে রয়
ভিন্ন জলাশয় মাঝে একই যথা ভিন্ন রূপেতে রয়
মূরতি অথবা উপাধিতে সেই
ভিন্ন ভাবেতে অভিন্ন সেই
কতটুকু বুঝি কতটুকু দেখি কতটুকু পাই তাঁরে
রূপেতে যাঁহার প্রকাশ না হয় প্রকাশিতে ভাষা হারে।

অম্বুবদ অগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম ৩।২।১৯

শঙ্কর কন জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যে হয়
বুদ্ধির মাঝে ব্রহ্মের সেথা তুলনীয় কভু নয়
সূর্য্যও জল বিভিন্ন রয়
ব্রহ্ম সর্ব্ব ব্যাপক যে হয়
তাঁহারে বুঝিতে তাঁহারে ধরিতে বুদ্ধি কভু না পারে
সবার অতীত সবে বিরাজিত বলো কে বুঝিবে তাঁরে?

বুদ্ধি হ্রাস ভাক্তম্ অন্তর্ভবাৎ উভয় সামঞ্জস্যাৎএবং ৩।২।২০

শঙ্কর কন বুদ্ধিও হ্রাস মধ্যে অবস্থানে
উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য এই কথা সবে জানে

জলের বৃদ্ধি হ্রাস যদি হয়
জল কম্পনে কাঁপে ছায়া তায়
সূর্য্যের নাহি হ্রাস বা বৃদ্ধি তাতে কভু নাহি হয়
ব্রহ্ম জানিও উপাধি অতীত তাঁরে নাহি পরশয়।

দর্শনাৎ চ ৩।২।২১

শঙ্কর কন শ্রুতিতে বলেছে ব্রহ্ম সবের মাঝে
দেহ উপাধির মধ্যে সেজন প্রবেশ করিয়া আছে
সূর্য্যের ছায়া সম রূপে রয়
নির্গুণ নির্ব্বিশেষ সেই হয়
যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি গ্রন্থতে উপমা তাঁহার দেয়
আকাশে অথবা ঘটের মধ্যে ছোট বড় সেই নয়।
সূর্য্যের ছায়া জলে পড়িলেও জলের যা দোষ যত
পরশ করেনা সূর্য্যে কখনও এই কথা মন মত
মানবেরে দেখে যদি কেহ বলে
সিংহের মত ঠিক যেন চলে
সেই মানবের চতুষ্পদ বা লাঙ্গুল যথা নয়
সিংহের মত এই কথাতেই বিক্রম বোঝা যায়।

প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়োঃ ৩।২।২২

শঙ্কর কন ব্রহ্মের যেই প্রকৃত রূপ যা হয়
তার প্রতিষেধ করা হইয়াছে তাই পুনঃ বলা হয়
তিনি যে আছেন বলি পুনরায়
এই শ্লোকটিতে তাই বুঝা যায়
বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে এই কথা বলা আছে
ব্রহ্মের রূপ দুইটি প্রকার হৃদয় দরশ যাচে।

মূর্ত্ত কখন অমূর্ত্ত রূপে নানা রূপে পরকাশ
২।৩।৬ বৃহদারণ্যকে নেতি নেতি বলে বুঝাবার হায় আশ
শ্রেষ্ঠ বস্তু ব্রহ্মই হয়
সত্য তাহা ত ভুল কভু নয়
ব্রহ্মের রূপ কেমনে বোঝাবো অরূপ রতন সেই
হৃদয়ের মাঝে মোহন মূরতি বাহিরেতে সে ত নেই।

তৎ অব্যক্তম আহহি ৩।২।২৩

সেই ব্রহ্মত ইন্দ্রিয় মাঝে ব্যক্ত কখন নয়
স্মৃতিতে বলেছে ব্রহ্ম জানিও অব্যক্ত নিশ্চয়
৩।১।৮ মুণ্ডকে দেখো বলেছে এ কথা
দরশে পরশে নাহি রয় সেথা
(৩।১।২৬) বৃহদারণ্যক বলেছে আত্মা এই রূপ সেতো নহে
ইন্দ্রিয় নাহি পরশিতে পারে অন্তরে সে যে রহে
গীতার মাঝেতে ভগবান কন
অব্যক্ত অচিন্ত রূপে তিনি রন।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষাণুমানাভ্যাম ৩।২।২৪

ধ্যানের সময় দরশ তাঁহার মেলে জেনো নিশ্চয়
আঁধার হৃদয় আলোকিত করি রাজেন জ্যোতির্ময়
শ্রুতি ও স্মৃতিতে এই কথা কয়
উভয়ে বলেছে জেনো নিশ্চয়
৩।১ কঠোপনিষদে বলেছে ধীমাণ যদি সেই কোন জন
ইন্দ্রিয় দলে নিরুদ্ধ করি রহে ধ্যান নিমগন।
মোক্ষ লাভের আশায় যে চায় ব্রহ্মের দরশন
চায় সেই পায় তাঁহারি কৃপায় ধন্য ত সেই জন

৩।২।৩ মুণ্ডক তবে এই কথা কয়
ব্রহ্ম তাঁহারে বরণ করয়
তাঁর কৃপা শুধু সম্বল সেথা অন্য সবের হার
জ্ঞান মেধা সেথা সবি হয় বৃথা কৃপা শুধু তাঁর সার।
গীতার মাঝেতে এই কথা নিজে বলেছেন ভগবান
ভক্তির দ্বারা আমারে লভয় যে জন ভাগ্যবান
এই ভাবে মোরে সহজেতে পায়
আমার মাঝেতে প্রবেশ করয় (গীতা ১১।৫৪)

প্রকাশাদিব্য চ অবৈশেষ্যম্ প্রকাশঃ চ
কর্ম্মনি অভ্যাসাৎ ৩।২।২৫

শঙ্কর কন আলোকের কোন নিজরূপ জেন নাই
কিন্তু আলোকে কত কি জিনিষ আমরা দেখিতে পাই
ব্রহ্ম ও জীব জেনো সেই মত প্রভেদ যাকিছু থাকে
ধ্যানের সময় রূপের মাঝারে দরশন দেন তাকে।

অতঃ অনন্তেন তথাহি লিঙ্গম ৩।২।২৬

কন শঙ্কর যেহেতু জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ নাই
মোক্ষ লভিলে লভি অনন্তে ব্রহ্মেতে মেশে তাই
(৩।২।৯) মুণ্ডকে কহে ব্রহ্মে জানিলে
ব্রহ্মে লভিয়া ব্রহ্মকে মিলে
(৪।৪।৬) বৃহদারণ্যকে আছে এই কথা লেখা জেনো এই শ্লোকে
অনন্ত সেই কল্যাণময় সতত রয়েছে বুকে।

উভয় ব্যপ দেশাৎ তু অহি কুণ্ডলবৎ ৩।২।২৭

শঙ্কর কন বেদেতে রয়েছে দু রকম কথা রয়
জীব ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই তাতে এই কথা কয়।

আবার লিখেছে দুয়ে ভেদ আছে
অহি কুণ্ডল বৎ বা বলেছে
কোথাও সাপের বলয়ের মত ফণার মতন কভু
তেমনিই জীব যেমনই হোক ব্রহ্ম অংশে তবু।

প্রকাশা শ্রবৎ বা তেজস্ত্বাৎ ৩।২।২৮

কন শঙ্কর সূর্য্য প্রকাশ প্রকাশের আশ্রয়
দুয়ের ভেতর সম্বন্ধ যে জীব ব্রহ্মের মাঝেরয়
উভয়েই তেজরূপে জেনো রয়
ব্রহ্ম ছাড়া সে কোন কিছু নয়

পূর্ব্ববৎ বা ৩।২।২৯

কন শঙ্কর পূর্ব্বে বলিছে সেজন প্রকাশ বৎ
আলোয় নিজের কোন রূপ নাই তখন বস্তু মত
তেমনি ব্রহ্ম হয়ে নিরাকার
যাহাতে মিশেছে তাহারি আকার
প্রতিটি জীবেতে তাহারি প্রকাশ ভিন্ন ভাবেতে রয়
প্রকাশিছে নিজে কত কত ভাবে মন মানে বিস্ময়।

প্রতিষেধাৎ চ ৩।২।৩০

শঙ্কর কন ব্রহ্ম ছাড়া-তো কোনখানে কিছু নাই
জীব ও ব্রহ্মে অভেদ জানিও সে হেতু সর্ব্বদাই
ব্রহ্ম ব্যতীত শ্রোতা কেহ নাই
দ্রষ্টাও জেনো তিনি ছাড়া নাই।

পরম অতঃ সেতু উন্মান সম্বন্ধ ভেদব্যপ দেশেভ্য ৩।২।৩১

পরম অর্থে শ্রেষ্ঠ বলেছে সেতু পরিমাণে কয়
ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কোথায় কোনখানে কিছু নয়

তাঁর চেয়ে বড় যদি মনে হয়
জানিও তাহাই ভুল নিশ্চয়
জীবাত্মা সাথে পরমাত্মার মিলন যখন হয়
সর্ব্বব্যাপী সে সঙ্গম স্থলে সবি একাকার ময়।
সেতুর অপর পারেতে কি আছে সন্দেহ মনে মানে
স্মরিও সেই সে পরম শরণে তাঁহারে কে বলো জানে ?
এপার ওপার সকলই ভরিয়া
যে জন রয়েছে ভুবন ব্যাপিয়া
তাঁহারে বুঝাবো কেমন করিয়া আঁকিব চিত্র তাঁর
জ্যোতির্ম্ময়ের লভি দরশন প্রণমি বারংবার।

সামান্যাৎ তু ৩।২।৩২

ব্রহ্মকে সেতু বলা হইয়াছে ধারণ করিয়া রাখে
সাদৃশ্য এখানে সামান্যরূপে সেতুরূপ ধরে থাকে
এর মানে নয় তীর আছে এর
কোথায় বলো না শেষ ব্রহ্মের
কাঠ বা পাথরে তাঁহার মূরতি কেহনা গড়িতে পারে
যাহা হতে হয় সৃষ্টি উদয় কোন জন গড়ে তারে ?

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ৩।২।৩৩

কোথাও বলেছে ব্রহ্ম জানিও চতুষ্পাদ যে হয়
কোথাও বলেছে ষোড়শ কলায় যুক্ত জেনো সে রয়
উপাসনা তরে সবার জন্য
মূরতি ভাবিয়া যাহারা ধন্য
তাদেরই জন্য মূরতি ধরিয়া ব্রহ্ম যে, দেখা দেয়
তাহার মহিমা কে বলো জানিবে বর্ণিবে কেবা তায় ?

স্থান বিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ৩।২।৩৪

জীব ও ব্রহ্মে আছে সম্বন্ধ শঙ্কর নিজে কন
উপনিষদেও স্থান বিশেষেতে উল্লেখ করি কন
উপাধি এবং বুদ্ধির মাঝে
জ্ঞান ময় হয়ে সেই জন রাজে
যখন জীব সে উপাধি তেয়াগী দেহ তেয়াগিয়া যায়
তখন ব্রহ্মে মিশে সেই জন তবেই তাঁহাকে পায়।

উপপত্তেশ্চ ৩।২।৩৫

শঙ্কর কন যুক্তির দ্বারা এই প্রমানিত হয়
শ্রুতিতে বলেছে সুযুক্তি মাঝে নিজেরেই জীব পায়
ব্রহ্মই জেনো জীবের স্বরূপ
উপাধি লভিয়া সে যে বহুরূপ
ব্রহ্মের সাথে কাহার ও জানিও ভেদ ছেদ নাহি হয়
ব্রহ্মই হন ঈশ্বর আর সেজনই সর্বময়।

তথা অন্য প্রতিষেধাৎ ৩।২।৩৬

শ্রুতিতে বলিছে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নাই
ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কোনখানে নাহি পাই।
ব্রহ্মের কোন কারণ ত নাই
ব্রহ্ম ব্যতীত ভিন্ন না পাই
ভিতরে বাহিরে সকলি ব্রহ্ম সবি যে ব্রহ্মময়
সেই আনন্দ চির আনন্দ সেজন আনন্দ ময়।

অনেন সর্ব্ব গতত্বম আয়াম শব্দাদিভ্যঃ ৩।২।৩৭

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু প্রতিষেধ দ্বারা হয়
সর্বগতত্বম এই কথাটিতে সকল অর্থ রয়

ব্রহ্ম ছাড়া ত কোন কিছু নাই
ব্রহ্মেতে মেশা যাহা কিছু পাই
সত্য নিত্য সর্বগত সে সেই জন ধার স্থির
আর সবি জেনো চির অনিত্য পদ্ম পত্রে নীর।

ফলম অতঃ উপপত্তেঃ ৩।২।৩৮

কর্মের ফল জীব ভোগ করে ফল দান সেই করে
সর্বজ্ঞ সেজন তাঁহারে লুকায়ে কোন জন কিবা পারে ?
স্বৃষ্টি স্থিতি যিনি প্রলয় করান
সেই ঈশ্বর সর্ব শক্তি মান
তিনি ছাড়া কেবা দাতা আছে আর কে বলো শক্তি ধরে
ক্ষুদ্র কর্ম্ম তার কি শক্তি ফলাফল দিতে পারে ?

শ্রুতিত্বাৎ চ ৩।২।৩৯

শ্রুতিতে বলিছে ঈশ্বর জেন কর্মের ফল দেন
(৬।৮।২৪) বৃহদারন্যকে লেখা আছে তিনি সবারে অন্ন দেন
(৭।৪) তৈতিরীয়ের আনন্দ বল্লীতে
লিখেছে তিনিই আনন্দ দিতে
তাঁহার সমান কেবা আছে আর যাঁর এই চরাচর
বিরাট মহান কীর্ত্তি তাঁহার সেজন পরমেশ্বর।

ধর্মং জৈমিনি অতএব ৩।২।৪০

জৈমিনি ঋষি বলেন ধর্ম কর্ম ফলের দাতা
যুক্তি এবং শ্রুতি বাক্যেতে কহিয়াছে এই কথা
স্বর্গ চাহিয়া যজ্ঞ যে করে
যজ্ঞ হইতে সে যে লভে তাঁরে

সকল চাওয়ার সকল পাওয়ার ঘটে যবে অবসান
তখন আসিয়া ধরা দেন তারে আপনি যে ভগবান।

তৃতীয় পাদ তৃতীয় অধ্যায় প্রথম শ্লোক।

সর্ব্ব বেদান্ত প্রত্যয়ং চোদনাত্ত বিশেষাৎ ৩।৩।১

একই নামের উপাসনা কিবা ভিন্ন বিদ্যা হয়
তাদের মাঝেও পার্থক্যত কোন খানে দেখা যায়
এ বিষয় যদি হয় সংশয়
জেনো মনে করি দৃঢ় প্রত্যয়
একই জনের উপাসনা যদি ভিন্ন রূপেতে হয়
এক জনকারই পূজা সবে করে পূজা একজনই পায়।

ভেদাৎ ন ইতি চেৎ ন একস্যাম অপি ৩।৩।২

ভিন্ন উপনিষদে বলেছে জানিও উপাসনা বহু ভাবে
যদি কেহ বলে এক উপাসনা কখনই নাহি হবে
এই কথা জেনো ঠিক কভু নয়
স্মরণে মননে একই ধারা রয়
ধ্যান ও ধারণা প্রভৃতি মিলেতে কিছু মিল নিশ্চয়
সেই এক জনে জানিবার তরে ব্যাকুলতা যেন হয়।

**স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারে অধিকারাৎ চ
সববৎ চ তন্নিয়মঃ ৩।৩।৩**

মুণ্ডক উপনিষদেতে আছে শিরোব্রতের কথা
ব্রহ্মবিদ্যা তাদেরই বলিবে বলিওনা যথাতথা
অর্থ ইহার সহজ ত নয়
সমাচার গ্রন্থে তাহা লেখা রয়

অধিকারী ভেদে অধ্যয়নের প্রযোজ্য হয় সবে
অথর্ব্ব উপনিষদে বলে এই কথা শিরোব্রতই হবে।

দর্শয়তি চ ৩।৩।৪

এক উপনিষদেতে উপাসনা ধারা যেই ভাবে জেনো রয়
অন্য উপনিষদে তাহাই গ্রহণ করিয়াছে সবে কয়।

উপসংহার অর্থাভেদাৎ বিধি শেষবৎ সমানে চ ৩।৩।৫

সমানে অর্থাৎ একই প্রকার ঋষি বাক্যেতে কয়
উপনিষদেতে এই মানে জেনো ভিন্ন সে মনে হয়
কোন যজ্ঞ বা কোনও বেদেতে
একই কথা জেনো লেখা আছে তাতে
অভেদ জানিও ভেদ মনে নাই জেনো মনে নিশ্চয়
দুরের জিনিষে নিকটে আনিতে সহজ পথ সে হয়।

অন্যথাত্বং শব্দাৎ ইতি চেৎ ন অবিশেষাৎ ৩।৩।৬

বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে কাহিনী একটি রয়
উদগীথ পাঠ করিয়া দেবতা অসুর শ্রেষ্ঠ হয়
সেই উদগীথে বাধা দানিবারে
অসুরেরা বাগ দেবতারে মারে
পাপের দ্বারায় বিদ্ধ যে করে ঋষিগণ ইহা কন
প্রান দেবতাও মানে পরাভব জানে সে সর্ব জন।
প্রান দেবতার নিকটেতে গিয়ে পরাভব হয় তার
অসুরের দল ধ্বংস হইল ব্যর্থ সে এই বার
শব্দ কোথাও ভিন্ন যে হয়
তবু ও জানিও এক মানে রয়
সকল শাস্ত্রে একই কথা জেনো বলেছে বারংবার
লভিতে হইবে তাঁহারি করুনা আরাধনা করো তাঁর।

ন বা প্রকরণ ভেদে পরোবরীয়স্ত্বাবিদ ৩।৩।৭

ছান্দোগ্য ও উপনিষদেতে প্রাণবিদ্যা যে কয়
প্রকরণ ভেদ মনে হতে পারে মনে হয় বিস্ময়
ছান্দোগ্যে শুধুই ওঁকার রয়
পরোবরীয়স্ত্বয় সুবর্ণ ময়
কেশ নখ সাথে যুক্ত উদগীথ উপাসনা কথা কয়
উভয়ের মাঝে এই যে প্রভেদ প্রাণবিদ্যাও রয়।

সংজ্ঞাতঃ চেৎ তদুক্তম অস্তি তু তৎ অপি ৩।৩।৮

সংজ্ঞা অর্থে নাম সে উভয় বিদ্যা সে উদগীথ
যদি মনে করো কোন ভেদ নাই দুইই হরির গীত।
পূর্ব্বেই জেনো বলা হয়ে রয়
এক নাম হয়ে বিভিন্ন হয়
যেমন ধরো না পশুদের মাঝে নানান পশু সে রয়
এখানেও সেই একই নাম মাঝে হয়ত প্রভেদ হয়।

ব্যাপ্তেঃ চ সমঞ্জসম ৩।৩।৯

(১।১১) ছান্দোগ্য তে বলেছে ওঁম এক অক্ষরে উপাসনা হয়
উদগীত জেনো বেদেরই স্তোত্র শাস্ত্রেতে লেখা রয়
উদগীত মাঝে ওঁকারই রয়
তাঁরি উপাসনা এতে বোঝা যায়
ব্যাপ্তে অর্থে বেদ মন্ত্র যে তাঁরি আরাধনা ময়
সহজ এই যে অর্থ তাহার সামঞ্জস্য হয়।

সর্ব্বত্র ভেদাৎ অন্যত্র ইমে ৩।৩।১০

ছান্দোগ্যতে বলা হইয়াছে সর্ব্বেন্দ্রিয় মাঝে
প্রাণই শ্রেষ্ঠ যত ইন্দ্রিয়ে যত গুণ রহিয়াছে

প্রাণেরও জানিও সেই গুণ আছে
কৌষীতকিতে তাহাই বলেছে
ইন্দ্রিয় মাঝে প্রাণই শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র অভেদ রয়
"ইমে" অর্থাৎ অন্য উপনিষদে এই কথা জেনো কয়।

আনন্দাদয় প্রধানস্য ৩।৩।১১

আনন্দ দিয়ে গড়া যেইজন সেই আনন্দ ময়
আনন্দে তার ভরে প্রাণমন বারেক ধ্যানে যে পায়
বিশেষ গুণেতে আনন্দ ময়
গুণাতীত সেই সব সুধীকয়
তাঁহার গুণের বর্ণনা করে এমন সাধ্যকার
সকল গুণের আধার যেজন সেই গুণ মূলাধার

প্রিয় শিরস্ত্বাদ্য প্রাপ্তিঃ উপচয়াপ চয়ৌহিভেদে ৩।৩।১২

শঙ্কর কন প্রিয় শিরস্ত্বাদি অপ্রাপ্তি একথা যেখানে রয়
গুণের যেখানে নাই উল্লেখ সেখানে গ্রহণ নয়
এ সকল গুণ হ্রাস ও বৃদ্ধি
হইলে বিভেদ হয় তাহা যদি
তৈত্তিরীয়োপনিষদেতে পুনঃ অন্নময় কোষ কয়
প্রাণময় কোষ কোষ মনোময় কোষ বিজ্ঞান ময়।
আত্মার জেনো উল্লেখ আছে বলে আনন্দ ময়
বলেছে তাঁহার প্রিয় বস্তুসে মস্তক আহ্লাদ ময়
দক্ষিণ পাখা আনন্দ তাঁর
পুচ্ছরূপেতে প্রতিষ্ঠা তাঁর
এইভাবে তবু সকল স্থানেতে তাঁর বর্ণনা নয়
যেজন তাঁহারে যেভাবে পেয়েছে সেইভাবে বলা হয়।

ইতরে তু অর্থ সামান্যাৎ ৩।৩।১৩

ইতরে বলিয়া সেই গুণগুলি আনন্দ রূপে রয়
অর্থ সামান্যাৎ বলিলেও জেনো সেই আনন্দ ময়।

অধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ৩।৩।১৪

শঙ্কর কন কঠোপনিষদে এই কথা জেনো রয়
ইন্দ্রিয় হতে মন হয় বড় তারো উর্দ্ধে যে রয়
সে পুরুষ জেনো গতি সবাকার
কঠোপনিষদে বলে বারে বার
ব্রহ্মের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব জেনো প্রতিপাদন যে হয়
নাহি প্রয়োজন অন্য কথায় ব্রহ্ম শ্রেষ্ঠ হয়।
আধ্যানায় অর্থে ধ্যান করো তাঁকে সকল সময় স্মরো
আরাধ্য ধনে হৃদয় পদ্মে এনে প্রতিষ্ঠা করো।

আত্ম শব্দাৎ চ ৩।৩।১৫

শঙ্কর কন কঠোপনিষদে কহিয়াছে সেই জনে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপেতে এঁকেছে অরূপ রতন ধনে
পুরুষ আত্মা রূপে তাঁরে কয়
তাঁরি ধ্যান করো সকল সময়
বলেছে সেজন যেজন যেভাবে চাহে সে তাহাই পায়
তাঁহার মূরতি কে বলো বুঝাবে ভাষাতে না পাওয়া যায়।

আত্ম গৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাৎ ৩।৩।১৬

শঙ্কর কন তৈতিরীয়ো সে উপনিষদেতে কয়
পূর্ব্বে কেবল আত্মাই ছিল অন্য কিছুই নয়
এসব সৃষ্টি ইচ্ছায় তাঁরই
স্বর্গ মর্ত্ত কত রকমারি

আত্মা শব্দে ব্রহ্ম বুঝায় ব্রহ্মা কখনো নয়
জগৎ সৃষ্টি ব্রহ্মই করে মনে জেনো নিশ্চয়।

অন্বয়াৎ চেৎ স্যাৎ অবধারণাৎ ৩।৩।১৭

শঙ্কর কন এই কথা যদি অনুসরণ হে করো
আত্মা শব্দে কোন দেবতাকে বিশেষ করে না স্মরো
আত্মা সে জেনো ব্রহ্মই হয়
নিশ্চয় রূপে ইহা জানা যায়
শ্রুতিতে বলেছে সৃষ্টির আগে আত্মা একা সে রয়
আত্মা ব্রহ্ম আত্মাই জেনো চির আনন্দ ময়।

কার্য্যাখ্যানাৎ অপূর্ব্বম ৩।৩।১৮

ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যকে এই কথা লেখা রয়
জগতের প্রাণী যেখানে যা কিছু ভক্ষণ করি রয়
তাহাই অন্ন প্রাণের যে হয়
জলই প্রাণের বস্ত্র ত হয়
আহারের আগে আচমন জল বস্ত্র রূপেতে লয়
শ্রুতিতে বলেছে বৃথা আলোচনা জেনো ইহা নিশ্চয়।

সমানে এবং চ অভেদাৎ ৩।৩।১৯

সমানে অর্থ একই শাখাতে উপাসনা ভিন্ন হয়
তবুও জানিও একজনকার আরাধনা করা হয়
কোনখানে জেনো পৃথক সে নয়
একই ব্রহ্ম সবে বিরাজয়
বাজসনেয়ির শাখায় রয়েছে শাণ্ডিল্য বিদ্যায়
ইচ্ছাময় সে সর্বশক্তিমান আত্মা জ্যোতির্ম্ময়।
বৃহদারণ্যকে বলেছে হৃদয়ে ব্রীহি ও যবের মত

সূক্ষ্ম রূপেতে বিরাজ করিছে সেইজন অবিরত
উপাস্য সেই ব্রহ্মই হয়
আত্মার মাপে সেই জেনো রয়।

সম্বন্ধাৎ এবম অন্যত্র অপি ৩৩।২০

৫।৪।১ বৃহদারণ্যকে বলেছে ব্রহ্ম সত্যং জেনো হয়
ইনিই সূর্য্য দক্ষিণ আঁখি মধ্যেতে বিরাজয়
সূর্য মধ্যে এই জন রয়
আধ্যাত্মরূপ কেবা বর্ণয়
দেহের মধ্যে নানান রূপেতে সেই জন জেনো রয়
সম্বন্ধাৎ অর্থে সবি এক জেনো জেনো মনে নিশ্চয়।

ন বা বিশেষাৎ ৩।৩।২১

বিশেষ অর্থে প্রভেদ আছয়ে একথা সত্য নয়
একই স্থানেতে উক্ত গুণসে গ্রহণ করা না হয়
দুই জায়গায় ব্রহ্ম সত্য
কিন্তু উল্লেখ আছে কত মত
সূর্যের মাঝে মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণ আঁখি পরে
কত জায়গায় কত ভাবে সবে তাঁর উপাসনা করে

দর্শয়তি চ ৩।৩।২২

শ্রুতিতে বলেছে সব উপাসনা সব স্থলে এক নয়
ভিন্ন স্থানেতে ভিন্ন রূপেতে প্রকাশ তাহার হয়
শ্রুতিতে বলেছে বর্ণনা তাঁর
(১।৭।৫) ছান্দোগ্যপনিষদে ভিন্ন প্রকার
সূর্য্যের মাঝে রহে সেই জন দখিন আঁখিতে রয়
শ্রুতি কহে নাম রূপ একহলে গুণ জেনো এক নয়।

সম্ভৃতিদ্যু ব্যাপ্তি অপিচ অতঃ ৩।৩।২৩

বেদেতে বলেছে জগৎ সৃষ্টি ব্রহ্ম থেকেই হয়
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম জানিও আকাশ ব্যাপিয়া রয়
সকলের আগে ব্রহ্মই রয়
তাঁহার মহিমা কেবলো বুঝায়
সম্ভৃতি অর্থে অলৌকিক শক্তি তাহার মাঝেতে রয়
শাণ্ডিল্য বিদ্যা দহর বিদ্যা এক সাথে বিরাজয়।
নানা বিভূতিতে প্রকাশিত নিজে সেই আরাধ্যধন
যেভাবেই করো তাঁরি আরাধনা করো তাঁরি অর্চ্চন।

পুরুষ বিদ্যায়াম ইব ইতরেষাম অনাম্রান্যাৎ ৩।৩।২৪

ছান্দোগ্য এবং তৈত্তিরীয়কে পুরুষ বিদ্যা কয়
দুয়েতে কিন্তু দুই রকমেতে গুণ উল্লেখ হয়
ছান্দোগ্যে পুরুষ যজ্ঞের রূপে
তৈত্তিরীয়তে ব্রহ্মকে ব্যেপে
একত্র উল্লিখিত গুণ সব অন্যত্র বলে নাই
পুরুষ বিদ্যার দীর্ঘায়ু লাভ কথিত সর্ব্বদাই।

বেধাদি অর্থভেদাৎ ৩।৩।২৫

প্রতি উপনিষদে পাঠের পূর্ব্বে মন্ত্রের কথা নয়
অথর্ব বেদে বলেছে সকল দেহ ভেদ করো ও হৃদয়
এখানে শত্রু লোকে মনে করে
কঠো তৈত্তিরীয়ো মন্ত্র যে পড়ে
মিত্র এবং বরুণ দেব সে হোক মঙ্গলময়
অর্থ ভেদেতে মন্ত্র অর্থ ভিন্ন হইয়া রয়

ছানৌ তু উপায়ন শব্দ শেষাৎ কুশাৎ ছন্দঃস্তুত্যুপগানবৎ তদুক্তং ৩।৩।২৬

জীব সবে জেনো তেয়াগিয়া দেহ মোক্ষ লাভের তরে
(৮।১৩।১) যায় সেই পথে ছান্দোগ্য তাহা বলেছে এমন কোরে,
অশ্ব যেমন রোম ত্যাজে সব
জীব সেই রূপ ত্যাজে পাপ সব
চন্দ্র যেমন রাহু মুক্ত সে সেইরূপ জেনো হয়
সূক্ষ্ম শরীর তেয়াগিয়া তবে ব্রহ্ম লোকেতে যায়।
কৌষিতকী উপনিষদেতে দেখো বলেছে আরেক কথা
জীবের সে পাপ পুণ্য লভেছে জানিও সার্থকতা
প্রিয় জনে তার পুণ্য লভয়
অপ্রিয় জনেতে পাপটুকু পায়
কুশাৎ কথার উল্লেখে জেনো বৃক্ষের কথা নাই
মনে হয় ইহা উডুম্বর বৃক্ষ অনুমাণ হয় তাই।
ছন্দঃ ও স্তুতি উপগান কথা এই অনুসারে হয়
আক্ষরিক অর্থ যেখানে না পায় অনুমান করে লয়।

সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথাহি অন্যে ৩।৩।২৭

মোক্ষের পথে যান যেই জন কৌষিতকীতে কয়
দেবযান পথ ধরিয়া তাহারা অগ্নিলোকেতে যায়
বিরজা নদীর তীরেতে যথন
যাইয়া তিনি সে উপনীত হন
মনের দ্বারায় পার হয়ে যান পাপ ও পুণ্যত্যাগী
হয় সংশয় কোন সময়েতে হন তিনি এই ত্যাগী।
এই ত্যাগ তারে মৃত্যু পরেতে অথবা বিরজা তীরে
শাস্ত্রে কহেছে "সাম্পরায়েতে" উত্তর দেন ধীরে।

ধীর জ্ঞানীজন কহেন তখন মৃত্যুর পর তার
জানিও থাকেনা পাপও পুন্য মোক্ষের লাভ তাঁর।

ছন্দতঃ উভয়া বিরোধাৎ ৩।৩।২৮

শঙ্কর কন পাপক্ষয়ের জন্য যম ও নিয়ম হয়
নানা সাধনা ও বিদ্যাভাসের প্রয়োজন নিশ্চয়
ছন্দতঃ মানে ইচ্ছার মত
মৃত্যু পূর্বে এই সবে রত
মৃত্যুর পর পাপ ও পুন্য ত্যাগই করিতে হয়
"উভয় বিরোধাৎ" তাণ্ডিশাখা ও শাট্যয়নি শাখাদ্বয়
উভয় শাখাতে হইয়াছে বলা পাপ ও পুন্য ত্যাগী
দুইটি শাখাতে বিরোধ না হয় এই মীমাংসা লাগি।

গতেরর্থবত্বং উভয়থা অন্যথা হি বিরোধ ৩।৩।২৯

কন শঙ্কর পাপও পুন্য তেয়াগ যখন হয়
দেবযান পথে গমন যে তার কিবা আছে সংশয়
৩।১।৩ মুণ্ডকে জানিও বলেছে একথা
নির্দোষ হয়ে পায় সাম্যতা
এখানে বোঝায় পাপ ও পুন্য ত্যাগেতে সাম্য লভে
সবাই মোক্ষ লভিবেই তাহা কেমনেতে স্থির হবে?
যাহার জীবনে যেমন সাধনা মোক্ষ তেমন পায়
মৃত্যুর পরে কেহ লভে তাহা বিলম্বে কেহ পায়।

উপপন্ন স্তলক্ষণার্থোপলব্ধে লোকবৎ ৩।৩।৩০

শঙ্কর কন "উপপন্ন" কেহ মৃত্যুর সাথে সাথে
মোক্ষ লভিয়া মিশিবে ব্রহ্মে কহিছে শাস্ত্র মতে

দেবযান পথে করিলে গমন
ব্রহ্মে মিশিতে বিলম্ব হন
লক্ষণ বাচক শব্দে জানিও এই কথা বলা যায়
সগুণ ব্রহ্ম উপাসনা মানে তাঁর কাছে আরোহয়।
বলেছে সেখানে এই পর্য্যাঙ্কের উপরে উঠিতে হয়
ব্রহ্ম যেথায় উপবিষ্ট সে বাক্যালাপ ও হয়
যে সাধক এই করে উপাসনা
দেবযান পথে তার আনাগোনা
সে জানে ব্রহ্ম আছে সবে মিশে তাহার মোক্ষ এই
মৃত্যুর পরে ব্রহ্মরে পায় এতে সংশয় নেই।

অনিয়মঃ সর্ব্বাসাম্ অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম ৩।৩।৩১

শঙ্কর কন নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা যেই করে
মৃত্যুর পরক্ষণেই সে জেনো মোক্ষ লাভ যে করে
সগুণ স্বরূপ উপাসনা করে
দেবযান পথে গমন সে করে
"অণিয়মেন" অর্থে এরূপ নিয়ম না করা যায়
সর্ব্বাসাম অর্থে ঠিক সিদ্ধান্ত দেবযান পথে যায়
স্মৃতি অনুমানও এইরূপ জেন শ্রুতিতে বলিছে এই
(৬।২।১৫) বৃহদারণ্যকে বলেছে যাহারা যজ্ঞ করিয়া সেই
ব্রহ্মরে ছাড়ি অন্যরে পূজে
দেবযান পথে তাহারা যে আছে
কীট পতঙ্গ হয় কত মত তাদের জনম হায়
(৮।২৬ গীতায় বলেছে দেবযান আর পিতৃযান যে হয়।

যাবৎ অধিকারম অবস্থিতি অধিকরিকানাম ৩।৩।৩২

শঙ্কর কন শাস্ত্রের কথা পুরাণে ও রামায়ণে
মহাভারতেও জেনো এই কথা কাশীরাম দাস ভণে

তত্ত্বজ্ঞান লভি তবু ঋষি কেহ
জনম যে লভে নাই সন্দেহ
বেদব্যাস ও বশিষ্ঠ জেনো এরূপ জনম লয়
তাঁদের জনম জগতের হিতে আপনার তরে নয়।
"যাবদ অধিকারম অবস্থিতি" এই কথাটিতে অর্থ ইহার হয়
নির্দ্দিষ্ট কাজ সাধিবার তরে প্রয়োজন যাহা হয়
মানব যেমন এ ঘরে ও ঘরে
তেমনিই এঁরা দেহ অন্তরে
দেহান্তরেতে পূর্ব্ব স্মৃতি সে আদৌ নষ্ট নয়
তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারি এরা মোক্ষ সে লাভ হয়।

অক্ষরাধিয়াং তু অবরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যম
উপসদব্য তৎ উক্তম ৩।৩।৩৩

উপনিষদেতে নানান মতেতে অক্ষর ব্রহ্ম রয়
(৩।৮।৮) বৃহদারণ্যক শ্লোকেতেও আছে "হে গার্গি নিশ্চয়
ইনিই অক্ষর ব্রহ্ম যে হন
স্থূল নন ইনি সূক্ষ্ম ও নন
হ্রস ও দীর্ঘ নহে এইজন মনে যেন থাকে তব
(১।১।৬) মুণ্ডকে বলেছে অপরাবিদ্যা পরাবিদ্যার স্তব
বলেছে অক্ষর দর্শন হয় গ্রহণ করা না যায়
গোত্র বর্ণ কিছু নাই জেনো বিদ্যায় পাওয়া যায়
গুণ প্রতিষেধ প্রথমেতে হয়
গুণ প্রতিষেধই দ্বিতীয়তে রয়
অক্ষরধিয়াং তু অবরোধ শব্দে গ্রহণ হয়
সকলবিধি ও নিষেধের মাঝে বিশেষে ইহাই কয়
উপসদবৎ তৎ উক্তম এতে এই কথা জেন আছে
উদ্‌গাতা সাথে অধ্বর্য্যুদের গ্রহণ সে করিয়াছে।

ইয়দামননাৎ ৩।৩।৩৪

শঙ্কর কন মুণ্ডকে আছে বিখ্যাত শ্লোক হয়
দুইটি পাখীতে বন্ধু রূপেতে একই বৃক্ষে রয়
এক পাখী করে ফল ভক্ষণ
অপরে কেবলি করে দরশন
(৪।৬) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেতে রহিয়াছে কথা এই
(১।৩.১) কঠোপনিষদে বলেছে জানিও সুকঠিন কথা সেই।
কর্মের ফল ভোজন কারীসে দুই জন সেথা রয়।
হৃদয় গুহার শ্রেষ্ঠ স্থানেতে জীব ও ব্রহ্ম রয়।
পঞ্চাগ্নি বিদ্যা করে উপাসনা
নচিকেত করে তিনবার জানা
সে সব ব্রহ্মবিদ উহাদের ছায়া ও আলোকে খ্যাত
জেনো দুই শ্লোকে আছে একই কথা সকলে ইহা ত জ্ঞাত।
কর্মের ফল ঈশ্বর নাহি গ্রহণ কখন করে
তবুও জীবের সহচর রূপে অবস্থান ত করে
রামানুজ কন সত্য জ্ঞান ও সেই আনন্দ ময়
সকল রূপেতে সকল গন্ধে পরশ তাঁহারি রয়।

অন্তরা ভুত গ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ৩।৩।৩৫

৩।৪।১ বৃহদারণ্যকে আছয়ে প্রশ্ন সুকঠিন কথা হয়
ব্রহ্ম ও আত্মা দুয়েরই ভেতর কেবা সেই জন রয়
সবার ভিতর রাজে যেই জন
সকল ভূতগ্রাম সেই জনই রন
আত্মা এবং পরমাত্মার কথা এতে জেনো রয়
ক্ষুদ্র তটিনী প্লাবণের কালে সাগরে মিশিয়া যায়।

অন্যথা ভেদানুপপত্তিঃ ইতিচেৎ ন উপদেশান্তরবৎ ৩।৩।৩৬

দুইটি বিদ্যা স্বতন্ত্র না হলে সঙ্গত কভু নয়
দুইবার একবাক্য সেথায় বলা কভু নাহি যায়
ছান্দোগ্যে ও দেখো বলিয়াছে
শ্বেতকেতু তুমি ব্রহ্মই নিজে
বারবার সেথা সাতবার এক কথা দৃঢ় প্রত্যয় তরে।
এখানে তেমনি দুইবার বলে দৃঢ় নিশ্চয় করে।

ব্যতিহারো রিশিষন্তি হি ইতরবৎ ৩।৩।৩৭

কন শঙ্কর ঐতেরিয়ো সে উপনিষদের মাঝে
আমি আর তিনি একই এই কথা সূর্য্য সে বলিয়াছে
দুইভাবে দুই চিন্তার কথা
ইতরবৎ একথা লিখিয়াছে যথা
সে রকম দুই ভাবেতে চিন্তা ধ্যান জেনো করা যায়
যেজন যেভাবে লভিবে তাঁহারে ধ্যানে ও তপস্যায়।

সা এব হি সত্যাদয়ঃ ৩।৩।৩৮

কন শঙ্কর বৃহদারন্যকে (৫।৮।১১) এই শ্লোক জেনো আছে
সূর্য্যের মাঝে রহে সেইজন দক্ষিণ আঁখি মাঝে
দুয়ের মাঝেতে সেই একজন
যে ভাবেই তাঁর করো অর্চ্চন
রামানুজ কন ছান্দোগ্যেতে বলেছে সত্য প্রথমে রয়
সত্য সংকল্প সত্যাদয়ঃ তে ব্রহ্ম সে মিলে যায়।

কামাদি ইতরত্র তত্র চ আয়তনাদিভ্যঃ ৩।৩।৩৯

কামাদি ইতরত্র তত্র চ আয়তনাদিভ্যঃ (৩।৩।৩৯)
ছান্দোগ্যতে বলেছে একথা (৮।১।১২) এই হৃদয়ের মাঝে
ক্ষুদ্র পদ্ম ক্ষুদ্র আকাশ সেইখানে রহিয়াছে

তারপর (ছাঃ ৮।১।৫) ও জেনো আছে সেইকথা
অপাপ অজরা ইনিই আত্মা
মৃত্যু হীন ও শোক হীন হয় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হীন
আকাশের মাঝে শয়ন যাঁহার যেজন জন্মহীন।
বৃহাদারণ্যকে বলেছে হৃদয় আকাশ মাঝেতে রয়
"আয়ত্মাদিভ্যঃ" হৃদয় রূপ আশ্রয় তার হয়
তাঁরি উপাসনা করো দিয়ে মন
কেহ ব্রহ্মকে সেতুরূপে কন্

আদরাৎ অলোপঃ ৩।৩।৪০

শঙ্কর কন ছান্দোগ্যতে বলেছে ভোজন আগে
প্রাণায় স্বাহা বলে অন্ন আহুতি দিতে জেনো মনে থাকে
অন্ন ভোজন যদি নাহি করো
তবুও একথা মনে মনে স্মরো
"আদরাৎ" "অলোপ" যেন নাহি হয় মনে জেন থাকে ঠিক
ধ্রুব তারাটিরে কখনো ভুলোনা চেয়ে থাকো অনিমিখ।

উপস্থিতে অতঃ তদ্বচনাৎ ৩।৩।৪১

কন শঙ্কর ভোজন কালেতে সে সব দ্রব্য হতে
জানিও প্রাণাগ্নি ইহাতেই দিও তুমি শাস্ত্রের মতে
অন্য কাহারে দেয়া প্রয়োজন
একথা কোরনা মনেতে কখন।
কন রামানুজ সেই রূপ মতে ব্রহ্মকে পাওয়া যায়
তখন সে জীব সর্ব্ব শক্তি লভে জেনো নিশ্চয়
জগতের মাঝে যেথা সাধ হয়
সেখানেতে গিয়ে প্রকাশ যে হয়

তাঁহারে লভিলে কোন কিছু পেতে বাধা জেনো নাহি হয়
(৮৷৩৷৪) ছান্দোগ্যতে এই কথা দেখো বিশদ করিয়া কয়

তন্নির্ধারনা নিয়মঃ তদ দৃষ্টে পৃথগধ্য প্রতিবন্ধ ফলম ৩৷৩৷৪২

শঙ্কর কন উপনিষদেতে জ্ঞান ও কর্ম কথা
"তৎ নির্দ্ধারণ অণিয়ম" অপরিহার্য্য নহে সে কথা
তদ দৃষ্টে অর্থ বেদে বলা যায়
(১৷১৷১০) ছান্দোগ্যতে এই বলা হয়
কর্মের গূঢ় রহস্য যারা অবগত হয়ে আছে
তারা কর্ম করে, অজানারা তারাও কর্মে আছে।
"পৃথগধী অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" এই শ্লোকে বলা হয়
কর্মের সাথে উপনিষদ রূপ ধর্ম যেথায় রয়
সেথা ফল বেশী হবে নিশ্চয়
(১৷১৷২০) ছান্দোগ্যতেও তাই বলা হয়
কর্ম যদি সে বিদ্যা শ্রদ্ধা রহস্য জ্ঞানের সাথে
করে কোন জন কর্মের ফল বেশী হয় জেনো তাতে।

প্রদানবৎ এবতৎ উক্তং ৩৷৩৷৪৩

শঙ্কর কন বৃহদারণ্যকে বলিয়াছে এই কথা
বাক ও চক্ষু ইন্দ্রিয় হতে প্রাণ সে শ্রেষ্ঠ তথা
কথা না বলেও মূক বেঁচে রয়
চোখ না থাকিলে দেহ তার রয়
প্রাণ না থাকিলে জীবন ধারণ কখনই নাহি হয়
(১৷৫৷১১) বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে বিশদ ভাবেতে কয়।
অগ্নি বরুণ দেবতার মাঝে বায়ুই শ্রেষ্ঠ হয়
কেহ কেহ বলে বায়ু দেবতার দেহে প্রাণরূপে রয়

প্রাণবায়ু বলি অনেকেই কয়
যথার্থ তাহা নাহি মনে হয়
বায়ু ও প্রাণকে পৃথক ভাবেতে ধ্যান করিতেই হবে
"প্রদানবৎ" ত্রিপুরো ডাশিনী নামেতে যজ্ঞে খ্যাত এ ভবে
যজ্ঞের নাম ইহাকে জানিও এক ইন্দ্রকে জেনো
বিভিন্ন গুণে চিন্তা করিবে একথা মনেতে মেনো
ভিন্ন আহুতি প্রদানিতে হয়
উপনিষদেতে এইরূপ কয়।

লিঙ্গভুয়স্ত্বাৎ তৎ হি বলীয় তৎ অপি ৩।৩।৪৪

শঙ্কর কন বাজসেনয়ি ব্রাহ্মণে একথা কয়
মনের নানান বৃত্তিকে যদি ইষ্টক রূপে লয়
তাহাদের দ্বারা বেদী নির্ম্মিয়া
মনের অগ্নি স্থাপনা করিয়া
যজ্ঞ করার কথা সেই মত যেই মত জেনো হয়
বাক্য চক্ষু প্রভৃতির দ্বারা অগ্নি চয়ণ হয়।
অতি অপরূপ ভাব যে ইহার যখন যা কিছু করি
যাহা ভাবি আর যাহা কিছু দেখি যখন যা কিছু স্মরি
সকলি জানিও হয় যে যজ্ঞ
ঈশ্বর পূজা তাহার অঙ্গ
স্মরণে মননে হৃদয়ের ধ্যানে যেই জন নিমগন
ব্রহ্মে স্থাপিয়া হৃদয় কমলে ধন্য হয়েছে মন।
রামানুজ কন সহস্র শির উজল বরণ যার
জগৎ কারণ শুধু সেই জন স্মর মন বার বার

পূর্ব্ব বিকল্প প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়া মানসবৎ ৩।৩।৪৫

শঙ্কর কন মিছে ভাবো মন যজ্ঞের প্রকরণ
যজ্ঞ অগ্নি জ্ঞানের প্রদীপ করে তমো বিদারণ

মানস ক্রিয়ার উল্লেখ রয়
করেন গ্রহণ নিজে মনোময়
মনেতে আহুতি মনমাঝে বেদী মনেতেই ভক্ষণ
মনের মাঝেতে জ্ঞানের আলোয় মন পূজা প্রচলন।
কন রামানুজ মনমাঝে বসি ব্রহ্ম সে নারায়ণ
মানস পূজাই সকলের আগে করিছেন আহরণ।

অতিদেশাৎ ৩।৩।৪৬

পূর্ব্বে বলেছি অগ্নিও মন দ্বারাই রচিত হয়
কল্পনা করি স্মরণ পূজনে কর্ম যজ্ঞ হয়॥

বিদ্যা এব তু নির্দ্ধারণাৎ ৩।৩।৪৭

এই সূত্রেতে সিদ্ধান্ত এই স্থাপন জানিও হয়
মনের দ্বারাই অগ্নি চয়ন কর্মে যজ্ঞ নয়।

দর্শনাৎ চ ৩।৩।৪৮

(৩।৪।৪৪) কন শঙ্কর এগুলি কর্মের অঙ্গ জানিও নহে
স্বতন্ত্র বিদ্যা তার যথেষ্ট হেতু দেখা যায় কহে।

শ্রুত্যাদি বলীয়স্ত্বাৎ চ ন বাধঃ ৩।৩।৪৯

শ্রুতিবাক্য প্রভৃতি প্রকরণ হতে বলীয়ান নিশ্চয়
শ্রুতিতে বলিছে মনের বৃত্তি বেদী ইষ্টকে রয়
এই কল্পনা বিদ্যা পৃথক
প্রকরণ থেকে স্বতন্ত্র নয়
এ সিদ্ধান্ত করা নাহি যায় যজ্ঞ অঙ্গ হয়
শ্রুতিতে বলিছে এ কথায় মনে করো দৃঢ় প্রত্যয়।

অনুবন্ধাদিভ্যঃ চ প্রজ্ঞান্তর পৃথকত্ববৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তং ৩।৩।৫০

অনুবন্ধের অর্থ হইল যজ্ঞের অবয়ব
মনের দ্বারাই করিবার কথা স্বতন্ত্র বিদ্যা সব
প্রজ্ঞান্তর পৃথকত্ব বৎ
শাণ্ডিল্য বিদ্যায় স্বতন্ত্র মত
সেই কারণেতে এই বিদ্যাকে যজ্ঞ পৃথক হতে
কল্পনা করি মেনে নিতে হবে বলেছে শাস্ত্র মতে।
"দৃষ্টঃ চ" অন্যত্রও দেখা যায় প্রকরণ ত্যাগ করে
প্রকরণ হলে এখানেও তাই এই জেন মনে ধরে।

ন সামান্যৎ অপি উপলব্ধেঃ মৃত্যুবৎ নহি লোকাপত্তি ৩।৩।৫১

সাদৃশ্য কিছু থাকিলেও জেনো সিদ্ধান্ত না করা যায়
এই বিদ্যাটি যজ্ঞ অঙ্গ বলে নাহি বোঝা যায়
উপলব্ধেঃ তে এই বোঝা যায়
যজ্ঞ ছাড়াই এই বিদ্যায়
পুরুষার্থ যে লাভ করা যায় তাই প্রমাণিত হয়
"মৃত্যুবৎ" কথার অর্থ গভীর সহজ কথা এ নয়।
বৃহদারণ্যকে কোথাও বলেছে মৃত্যু অগ্নিময়
কোথাও আবার সূর্য্যের মত বলে মৃত্যুকে কয়
কিন্তু জানিও ইহা ঠিক নয়
মৃত্যু এ দুটি কখনই নয়
ন হি লোকাপত্তিঃ কথার জানিও অর্থ সহজ নয়
আকাশ হয়েছে অগ্নি সূর্য্য সমিধ কাষ্ঠ হয়।
ছান্দোগ্যতে রয়েছে·একথা তবুও মনে না লয়
আকাশ সত্য অগ্নি হইয়া কখনই নাহি যায়।

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ ৩।৩।৫২

"পরেণ চ শব্দস্য" কথাটি শ্রুতি বাক্যতে আছে
তাদ্বিধ্যং অর্থে স্বতন্ত্র বিদ্যা এই কথা বলিয়াছে
ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধ
আগুণের জেনো কত অবয়ব
এই বিদ্যায় আছে সেজন্য অগ্নি তুলনা হয়
অন্য বিদ্যা বলিয়া জানিও মনে তাই নিশ্চয়।

একে আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ৩।৩।৫৩

শঙ্কর কন একে অর্থাৎ ব্যক্তি সে কতিপয়
আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ অর্থে আত্মা শরীরেই অনুভব হয়
শরীরে আত্মা যদি নাহি থাকে
মৃত বলিয়াই বলা হয় তাকে
চৈতন্যকে শরীর ধর্ম বলে জেনো জ্ঞানী জন
শরীরের মাঝে জ্ঞানের প্রকাশে আত্মার দরশন।
শরীরের মাঝে কর্ত্তা ভোক্তা রূপে জেনো জীব থাকে
সাধক যেজন ব্রহ্মর সাথে ইহারেও জেনে রাখে।

ব্যতিরেকঃ তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ ন তু উপলব্ধি বৎ ৩।৩।৫৪

শঙ্কর কন ব্যতিরেক দেহ ও জীব সে পৃথক হয়
"তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ" দেহ থাকিলেও জীব হয়ত না রয়
ন তু উপলব্ধি বৎ এই কথা হতে
বোঝায় জীব ও উপলব্ধি এক নহে
অনেকে ভাবে যে দেহের ধর্ম চৈতন্যই হয়
ভ্রান্ত তাহারা বহু দেহতেই চৈতন্য কখনো নয়।
রাত্রে যেমন দেখিতে বস্তু প্রদীপের প্রয়োজন
তেমনই যেন চৈতন্য না হলে বৃথা দেহ আর মন

তাঁহারি কৃপায় মেলে এই ধন
জ্ঞান কমলেতে উদিত যে হন।

অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম ৩।৩।৫৫

বেদের পৃথক শাখায় শাখায় উদগীথ কথা রয়
একটি শাখাতে যেই উপাসনা তাতে নিবদ্ধ নয়
অন্য সকল শাখাতেও জেন
একই সে বিদ্যা মনে তাহা মেন।

মন্ত্রাদি বদ বা অবিরোধঃ ৩।৩।৫৬

বেদের একটি শাখায় জানিও মন্ত্র কর্ম যত
অন্য শাখায় সেই মন্ত্রও কর্মও সেই মত
ইহাদের মাঝে বিরোধ না হয়
এই শ্লোক মাঝে তাই শুধু কয়।

ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথাহি দর্শয়তি ৩।৩।৫৭

ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈশ্বানর বিদ্যা বলি উপাসনা আছে
ত্রৈলক্যই ব্রহ্ম শরীর বলে পূজা করিয়াছে
প্রাচীনকালেও উদ্দালকেরা
ছয়জন ঋষি হয় জেনো এরা
বিভিন্ন ভাবে ব্রহ্মের পূজা করিতেন এরা সবে
কেহবা স্বর্গ কেহবা সূর্য্য কেহবা বায়ুকে তবে।
তৃপ্তি তাদের হলনা যখন তখন তাহারা যায়
কেকয় বংশে অশ্বপতি সে নামে রাজা মহাশয়
ব্রহ্ম তত্ত্ব জানে সেই জন
তাঁহারে সকলে গিয়ে তবে কন

বৈশ্বানর সে উপাসনা তার পদ্ধতি কিবা হয় ?
অশ্বপতি সে সব ঋষিগণে বুঝাইয়া তবে কয় ।
আত্মা হইতে ব্রহ্মকে কেন ভিন্ন করিয়া ভাবো
স্বর্গ যে তাঁর মস্তক রূপে সূর্য্য নয়ন ভাবো
বায়ু তাঁর প্রাণ জেনো নিশ্চয়
সমগ্ররূপে ব্রহ্মই রয়
ক্রতুবদ মানে সকল অঙ্গে যজ্ঞের সাথে রয়
বেদে বলিয়াছে সবার শ্রেষ্ঠ রূপে সেই নিশ্চয় ।

নানা শব্দাদিভেদাৎ ৩।৩।৫৮

শঙ্কর কন বেদে নানা স্থানে ব্রহ্মের পূজা রয়
নানা উপাসনা ভিন্ন মতেতে শ্রুতিতে একথা কয়
শব্দ অর্থ বেদ হেতু ভেদ
আকাশে হৃদয়ে নাহি রয় ছেদ
পূর্বসূত্রে উপাসনা গুলি একত্র বলিয়াছে
কোন বাধা নাই বিভিন্ন পূজা একই সে রাজাধিরাজে ।
কন রামানুজ যদ বিদ্যা বা ভূমা বিদ্যা যে হয়
দহর বিদ্যা উপকোসল বিদ্যা শাণ্ডিল্য বিদ্যাময়
আনন্দ ময় বিদ্যার আছে যে কথন
অক্ষর বিদ্যার আছয়ে বিধান
সকল বিদ্যা একজনকেই উপাসনা করো কয়
মোক্ষ লভিবে তাঁহারে পূজিলে যেজন ব্রহ্মময় ॥

বিকল্প অবিশিষ্ট ফলত্বাৎ ৩।৩।৫৯

ব্রহ্মলাভের জন্য যেসব উপাসনা বলা আছে
তাহার মধ্যে একটি গ্রহণ করা প্রয়োজন আছে

বিকল্প এবং অবশিষ্ট যা
সবই জেনো মনে তাঁহারইত পূজা
যেকোন পূজায় ব্রহ্মারে লভি লভিবে কাম্যধন
নানা প্রকরণে চিত চঞ্চল জেন তাহা অকারণ

কামাস্তু যথাকাম সমচ্চীয়েরন্ নবা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ৩।৩।৬০

নানা কামনায় যাহা পূজা হয় যা কিছু অনুষ্ঠান
স্বর্গবাসের জন্য যজ্ঞ করে যত জ্ঞানীবান
নানা স্বর্গেতে জীবগণ যায়
নানা যজ্ঞেতে নানা ফল পায়
ব্রহ্ম লাভের জন্য যজ্ঞ উপাসনা যেই করে
ভিন্ন ব্রহ্মে পূজিওনা পূজো এক ব্রহ্মকে স্মরে।

অঙ্গেষু যথাশ্রয় ভাবঃ ৩।৩।৬১

যজ্ঞে যে সব উপাসনা আছে আছে যে স্তোত্র তার
যাঁর আশ্রয়ে যে স্তোত্র হয় তারে পূজা করিবার
যে সব স্থানেতে উপাসনা হয়
তাঁহারে পূজিলে সবই পাওয়া যায়।

শিষ্টেচ ৩।৩।৬২

বেদে যেইরূপ শিষ্টি অর্থে উপদেশ জেনো আছে
সেই মতে জেন যাজ্ঞিকগণে যজ্ঞ সে করিয়াছে
সেই মত জেনো পূজা বিধি হয়
শাস্ত্রে যেভাবে লেখা তাহা রয়।

সমাহারাৎ ৩।৩।৬৩

সমাহার মানে গ্রহণ জানিও বেদের নানান স্থানে
উপাসনা বিধি বিহিত হয়েছে সকলে তাহাই মানে

গুণ সাধারণ শ্রুতেশ্চ ৩।৩।৬৪

উপাসনা গুণ ওঁঙ্কার বলি গ্রহণ করিতে হয়
শ্রুতি বাক্যেতে এই কথা জেনো আছে মনে নিশ্চয়
সুতরাং জেন উপাসনা যত
গ্রহণ সর্ব্বত্র করিবে সে মত।

ন বা তৎসহ ভাবাশ্রুতেঃ ৩।৩।৬৫

নবা অর্থেতে পূর্ব্বের মত যথার্থ জেনো নয়
উপাসনা যদি আশ্রয় স্তোত্র যুক্ত সবেতে নয়
শ্রুতি বাক্যেতে কহে এই কথা
বিভিন্ন স্থানেতে উপাসনা যথা
অন্য স্থানে তা বিহিত না হলে গ্রহণ কখনো নয়
অশ্রুঃতে বুঝাতে এইটুকু কথা মনে জেনো নিশ্চয়।

শ্রুতেশ্চ ৩।৩।৬৬

শ্রুতিতে বলেছে যাজ্ঞিকগণ উপাসনা নাহি করে
এমন হইলে কোন অনিয়ম জানিও নাহি সে করে
যজ্ঞ ও পূজা আপনার মত
ইচ্ছা মতন সেই তাতে রত।

তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদ

এই পাদে ব্রহ্ম জ্ঞানের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ সাধন বিবৃত হইয়াছে।

পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়নঃ ৩।৪।১

পুরুষার্থ অর্থে মোক্ষ অতঃ মানে হয় যে ব্রহ্ম জ্ঞান
শব্দার্থ অর্থ বেদেতে শোকেতে না হয় মুহ্যমান
৭।১।৩ ছান্দোগ্য উপনিষদেতে কয়

আত্ম জ্ঞানে শোকে উত্তীর্ণ সে হয়

তৈত্তেরীয়োপনিষদ বলেন ব্রহ্মজ্ঞ·মোক্ষ লভেন জেনো

বাদরায়নও বলেন সে·কথা ব্রহ্মে মোক্ষ মেনো।

ব্রহ্মে লভিলে বোঝে সেই জন সবিত ব্রহ্ম ময়

আমার পতিও আমার তনয়া ভিন্ন কেহই নয়

মৃত্যু সাগর হয়ে যায় পার

অমৃত ময় সে পরশ তাঁহার

লভি সেই জন তন্ময় হন শোক নাহি পরশয়

ব্রহ্মে লভিয়া ধন্য সে জন পেয়ে তাঁর আশ্রয়।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ যথা অন্যেষু জৈমিনি ৩।৪।২

শেষ মানে হয় অঙ্গ এখানে যজ্ঞ যেজন করে

আপনারে সেই যজ্ঞ অঙ্গ এই কথা সেই স্মরে

পুরুষার্থবাদ আত্মজ্ঞানেতে

প্রশংসা রূপে বলিয়াছে এতে

আচার্য্য জৈমিনি কন এই কথা বেদে এই মত কয়।

যজ্ঞে যা কিছু আছে প্রয়োজন সংস্কার বলি রয়।

এই সূত্রের পূর্ব্বপক্ষ বেদ অভিপ্রায় সে নয়

আত্মজ্ঞানের প্রশংসা করি স্তুতিবাক্য এ হয়)

আকার দর্শনাৎ ৩।৪।৩

জনক এবং কেকয় রাজ ও অশ্বপতি আদি যত

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ও দেখা যায় নানা যজ্ঞেতে তাঁরা রত

ব্রহ্ম জ্ঞানেতে মোক্ষ যে হয়

কেন তারা তবে যজ্ঞ করয়

এ সব সূত্র পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া শাস্ত্রে কয়

আপনি আচরি শেখায় ধর্ম কথা এই মনে রয়

তৎশ্রুতেঃ ৩।৪।৪

বিদ্যা কর্ম্মে সহায়ক শুধু বেদে এই কথা কয়
১।১।১০ ছান্দোগ্যাতে বলিয়াছে ইহা বিবাদ ভাবেতে রয়
কর্ম্ম বিদ্যা শ্রদ্ধার সহ
রহস্য জ্ঞানে জ্ঞানী যদি হয়
তাহারই কর্ম্মে শক্তি অধিক এই কথা বেদে কয়
জ্ঞান ও শ্রদ্ধা সহ কর্ম্মের মধুর সমন্বয়।

সমন্বারম্ভণাৎ ৩।৪।৫

৪।৪।২ "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বার ভেদে বৃহদারণ্যকে কয়
বিদ্যা কর্ম্ম পরলোক গামী আত্মার সাথে যায়
ইহা হইতেও এই বোঝা যায়
শুধু বিদ্যায় মোক্ষ না পায়।

তদ্বতো বিধানাৎ ৩।৪।৬

তদ্বতঃ অর্থে ব্রহ্মজ্ঞ জনেরও কর্ম্মে বিধান আছে
ছান্দোগ্যর (৮।১৫।১) এই শ্লোকটিতে বলা তাই হইয়াছে
ব্রহ্মচর্য্য মাঝেতে তখন
শুধু নহে তার বেদ অধ্যয়ন
গুরুর জন্য সমিধ আহরণ কর্ম করিতে হয়
গৃহে ফিরিয়াও পবিত্র দেহে কর্মের মাঝেরয়।
জ্ঞানের পরেও কর্ম্ম করিতে উপদেশ হেথা রয়
শুধুই জ্ঞানেতে মোক্ষ লভিবে সহজ এত সে নয়।

নিয়মাৎ চ ৩।৪।৭

ঈশোপনিষদে লেখা আছে শত আয়ু যদি ভব হয়
ধর্ম্ম বিহিত কর্ম্ম করিবে তবেত মুক্তি হয়

জ্ঞানের সহিত কর্ম যে করে
তাহারি মুক্তি হয় তার পরে।

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়নঃ এবং তদ দর্শনাৎ ৩।৪।৮

জীব হইতেও ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ তার উপদেশ যাহা
আচার্য্য বাদরয়ন বলেন শুন মন দিয়ে তাহা
তাঁহারে জানিলে সব জানা যায়
কর্মেতে তার প্রবৃত্তি না রয়
ঈশ্বরে পেলে স্বর্গ সুখ সে তুচ্ছ বলিয়া মানে
অমৃত আধার আনন্দ সার কে তাঁর মহিমা জানে ?

তুল্য তু দর্শনম্ ৩।৪।৯

কৌষিতকী উপনিষদেতে কোনখানে দেখা যায়
ব্রহ্মে লভিয়া কত ঋষিগণ সন্ন্যাস মানি৽লয়
বৃহদারন্যক উপনিষদেতে
যাজ্ঞবল্ক সেথায় কহেছে
এই অমরত্ব বলি সেই জন সংসার ত্যজি যায়
ব্রহ্মে লভিলে যজ্ঞ কর্ম্মে প্রয়োজন নাহি তায়।
পুনঃ দেখা যায় ব্রহ্মজ্ঞ জন যজ্ঞ কোথাও করে
আপনি আচরি শিখায় ধর্ম লোকশিক্ষার তরে॥

অসার্ব্বত্রিকী ৩।৪।১০

পূর্ব সূত্রে বলা হইয়াছে জ্ঞানী যে কর্ম করে
তাহার শক্তি অধিক জানিও বুঝে সেই তাহা করে
সকল বিদ্যা কর্মতে নয়
সকল নিয়ম এক নাহি হয়।

বিভাগঃ শতবৎ ৩।৪।১১

শঙ্কর কন পূর্ব সূত্রে এই কথা বলিয়াছে
বিদ্যাকর্ম মৃত ব্যক্তির অনুসরণেতে আছে
তবুও জানিও বিভাগ সে হয়
শতবৎ মানে একশত রয়
যদি বলা হয় দুইজন মাঝে বিভাগ করিয়া দেয়
বিদ্যার ফল কর্মের ফল সেই রূপে ভাগ হয়।

অধ্যয়ন মাত্রবৎ ৩।৪।১২

উপনিষদের পূর্ব সূত্রে এই কথা বলিয়াছে
ব্রহ্মচারীরা শিক্ষা লভিয়া আচার্য্যেরই কাছে
গৃহেতে ফিরিয়া গৃহস্থ হন
যজ্ঞ অধ্যাপনা রত রন
জানিও ইহারা ব্রহ্মজ্ঞ নন অধ্যয়ন শুধু সার।
কর্ম তাদের করিতেই হবে বলেন শাস্ত্রকার।

ন অবিশেষাৎ ৩।৪।১৩

শঙ্কর কন ঈশপোনিষদেতে এই কথা জেনো আছে
শতায়ু হইয়া কর্ম করিয়া যেন সার্থক বাঁচে
ব্রহ্মজ্ঞ জনের তরে ইহা হয়
সাধারণ তরে এই কথা হয়
কর্মরে যদি উপাসনা বলো তাও জেনো বলা যায়,
ব্রহ্মে লভিলে তাঁর ধ্যানরত শ্রেষ্ঠ কর্ম হয়।
কন রামানুজ যাবজ্জীবন কর্মেতে রত রবে
ব্রহ্ম লভিয়া ব্রহ্মে সঁপিয়া করিবে কর্ম তবে।

স্তুতয়ে অনুমতির্বা ৩।৪।১৪

শ্রুতিতে বলিছে কর্ম যদি বা করে বিদ্বান জন
যাবজ্জীবন কর্ম করিলে লিপ্ত তাহে না হন

বিদ্বানকেও করিতে কর্ম
বলিছে ইহার নহেতো মর্ম
অনুমতি শুধু দোয়া হল তাঁকে এই কথা হেথা হয়
গৃহকর্ত্তীর তুচ্ছ কাজেও যথা অধিকার রয়।

কামকারেন চ একে ৩।৪।১৫

শ্রুতিতে বলেছে বিদ্বান জন কর্মের ফল দেখে
সংসার সুখ তুচ্ছ করেছে নিষ্কাম ভাবে থাকে
বৃহদারণ্যকে আছে কথা এই
জেনো এর মাঝে কোন ভুল নেই।

উপমর্দং চ ৩।৪।১৬

(২।৪।১৬) শঙ্কর কন বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে কয়
ব্রহ্মজ্ঞ জন সবের মাঝেতে ব্রহ্মরে যবে পায়
আত্মস্থ হয়ে রহে নিমগন
কিবা দর্শন কিবা পরশন
কারে আঘ্রাণ করিবে সেজন যেজন ব্রহ্মময়
বর্ণনাতীত সুখ সে পরম প্রাণ আনন্দ ময়।
উপমর্দং অর্থে বিভেদ বিনষ্ট হয় তার
ব্রহ্মে লভিয়া হয় সব পাওয়া যে জন সারাৎসার।

উৰ্দ্ধরেতঃ সু চ শব্দেহি ৩।৪।১৭

উৰ্দ্ধরেতা অর্থে সন্ন্যাসীর আশ্রম বিদ্যা কয়
আবার বলিছে কর্ম জানিও সন্ন্যাসী তরে নয়
শব্দে হি অর্থে বেদে ইহা কয়
(৪।৪।২২) বৃহদারণ্যকে এই কথা রয়

সন্ন্যাসীগণ ব্রহ্মলোক সে লাভ করিবার তরে
জেনো নিশ্চয় সন্ন্যাস নেয় ব্রহ্ম লাভের তরে।

পরামর্শং জৈমিনিঃ অচোদনা চ অপবদতি হি ৩।৪।১৮

জৈমিনি কয় বেদে সন্ন্যাস পরামর্শ সে রয়
সন্ন্যাস নেয়া বিধান কোথাও কোনখানে নাহি রয়
নিন্দনীয় সে বলে বর্ণয়
(১।৫।২) যজুর্ব্বেদেতে এই কথা কয়
বৈদিক মতে যজ্ঞ অগ্নি অনির্ব্বাণ সে রয়
দেবতাদিগের বীর্য্য হানি সে সন্ন্যাসে তাই কয়।

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম শ্রুতেঃ ৩।৪।১৯

বাদরায়ন বলেন সন্ন্যাস আশ্রম করনীয়
শ্রুতিতে আবার গার্হস্থ ও সন্ন্যাস দুই মত বিধি রয়
ছান্দোগ্য উপনিষদেতে কয়
ধর্মের শাখা তিনটি সে হয়
যজ্ঞ দান ও অধ্যয়ন এইটি প্রথমে কয়
বানপ্রস্থ সন্ন্যাস জেনো দ্বিতীয় শাখাতে রয়।
ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম জেনো তৃতীয় বলিয়া জানি
মৃত্যুর পর পুন্যলোকেতে স্বর্গলভে সে মানি
ব্রহ্মনিষ্ঠ শুধু যেই জন
ব্রহ্মে লভিয়া মোক্ষলভন

বিধিঃবা ধারণবৎ ৩।৪।২০

বিধি অর্থেতে ছান্দোগ্যতে জেন এই কথা রয়
পূর্ব বাক্যে সন্ন্যাস বিধি পরামর্শই নয়

যজ্ঞে সমিধ ধারনের মত
সারাটি জীবন অগ্নিহোত্র
বৈরাগ্য হীন মানুষের ও জেন করনীয় ইহা হয়
শাস্ত্র মতেতে বেদের মধ্যে এই কথা জেনো কয়।

স্তুতিমাত্রম উপাদানাৎ ইতি চেৎন অপুর্ব্বত্বাৎ ৩।৪।২১

বেদ উদগীথে উক্ত হয়েছে এই সে মধুর গাথা
(১।১।৩) ছান্দোগ্যতে "স এব রসানাং রসতম" সার কথা
সব আনন্দ হতে আনন্দ
মনে হতে পারে স্তুতি এ মাত্র
কেবল জানিও স্তুতির কারণে এই কথা কভু নয়
উপাদানাৎ কারণ জানিও ইহাই যজ্ঞ অঙ্গ হয়।
ন ও অপুর্বত্বাৎ এতে জানা যায় উদগীত মধুময়
এই কথা জেনো প্রকাশ করিয়া ইহাতে বোঝায়ে রয়।

ভাব শব্দাৎ চ ৩।৪।২২

বেদে বলিয়াছে উদগীথকেই উপাসনা সবে করো
প্রশংসা তরে শুধু ইহা নয় শ্রেষ্ঠ আনন্দ স্মরো।

পরিপ্লবার্থা ইতি চেৎ ন বিশেষিতাত্বাৎ ৩।৪।২৩

অশ্বমেধ যজ্ঞে পরিজন সহ রাজাকে শুনাতে হয়
এই আখ্যান শাস্ত্রে বিধান পরিপ্লব তারে কয়
উপনিষদের আখ্যান যত
অরুণ পুত্র শ্বেতকেতু যত
ছান্দোগ্যতে তাহার কাহিণী কথিত হইয়া রয়
দিবোদাসের পুত্র প্রতদন কথা কৌষিতকিতে কয়।

মনে করে কেহ যাজ্ঞিক গণ যজমানে শুনাইবে
একথা কখনো ঠিক নয় জেনো কথিত যা শোনা যাবে
উপনিষদের মহিমা বোঝাতে
ঐ সব কথা হয় শোনাইতে।

তথাচ একবাক্যতোপবন্ধাৎ ৩।৪।২৪

দুইটি বাক্যে একটি কথাকে বোঝাতে যখন কয়
তখনই তাহাকে এক বাক্য বা বলিয়া উক্ত হয়
উপনিষদের আখ্যান যত
তাহারি মহিমা বুঝায় যেমত
সেই বিদ্যার মহিমা প্রচার দুয়েতে ব্যক্ত হয়
এক বাক্যতা এই কথাটির যথার্থতা সে রয়।

অতএব চ অগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ৩।৪।২৫

শঙ্কর কন বিদ্যা হইতে মোক্ষ লাভ যে হয়
যজ্ঞের তরে অগ্নি জ্বালার নাহি প্রয়োজন রয়
কোন কর্মের নাহি প্রয়োজন
ব্রহ্মজ্ঞানের হলে আহরণ
সেই বিদ্যায় সকল কর্ম হয় তার অবসান
বিদ্যা অর্থে জ্ঞানে আহরণ করো আরাধ্য ধন।

সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ ৩।৪।২৬

শঙ্কর কন সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্যালাভের তরে
কর্মের জেনো আছে প্রয়োজন এই কথা রেখো স্মরে
যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্ম লভয়
শ্রুতি বাক্যতে এই রূপ কয়

বেদ বাক্যতে ব্রাহ্মণ গণ জানিতেই তাহা চায়
যজ্ঞদান ও কেহ কেহ চায় অনেক তপস্যায়।
(৬।৪।২২) বৃহদারণ্যকে আছে এই শ্লোকে রথ টানিবার তরে
অশ্বের যথা রহে প্রয়োজন বলিবেই সব নরে
হাল চালনায় নাহি প্রয়োজন
সেরূপ ব্রহ্মে রত হলে মন
মোক্ষ লাভের জন্য নাহিক কর্মের প্রয়োজন
বিদ্যা উৎপত্তির পরে বৃথা সে আকিঞ্চন
যজ্ঞ দান ও তপস্যা জেনো দেহ পবিত্র করে
এসব কর্ম্ম জ্ঞান থাকিলেই মানুষ আপনি ক'রে।

শম দমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু তদ্বিধে তদঙ্গতয়া
তেষাম অবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ৩।৪।২৭

শঙ্কর কন বিদ্যালাভ সে সহজ কার্য্য নয়।
শম্ অর্থেতে মন হতে সব কামনা ত্যাজিতে হয়।
দম অর্থেতে ইন্দ্রিয় দমন
সহজ এ নয় মুখের কথন।
রামানুজ কন গৃহস্থ গণ যজ্ঞ কর্ম সহ।
শম দম তার সাথেতে করিবে সর্ব্বদা অহরহ।
চিত্ত যাহাতে বিক্ষেপ হয় এমন কার্য্য নয়
সংসারে থেকে নিষ্কাম কাজ করা জেন ঠিক হয়।

সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তাদর্শনাৎ ৩।৪।২৮

প্রাণ সংশয়ে সকল অন্ন গ্রহণ করিতে হয়
(১।১০।১) ছান্দোগ্যতে চক্রায়নের কাহিনীতে ইহা রয়
ব্রহ্মজ্ঞানী সে মাহুতের ঘরে
গলিত মাংস খান ত্বরা করে

এতে বলা হয় শাস্ত্র বিধান মানিতেই হবে জেনো
প্রাণ সংশয় যখন বা হয় তখন হয়েছে হেন।

অবাধাৎ চ ৩।৪।২৯

উপনিষদ সে ছান্দোগ্যতে এই কথা জেনো রয়
আহার শুদ্ধ হইলে বুদ্ধি শুদ্ধ জানিও হয়
ধ্রুব স্মৃতি হয় এতে নিশ্চয়
জীবনেতে এর প্রয়োজন রয়
ভোজন বিষয়ে মানিতে হইবে যাহা শাস্ত্রেতে রয়
অবাধাৎ মানে বিরোধিতা হলে ফল তার শুভ নয়

অপি চ স্মর্য্যতে ৩।৪।৩০

মনু বলেছেন প্রাণ সংশয়ে যেথা যাহা পাওয়া যায়
সেই অন্নই গ্রহণ করিবে ইহা জেনো নিশ্চয়।

শব্দাশ্চ অত অকামকারে ৩।৪।৩১

যেহেতু বলেছে যাকিছু আহার হয়েছে বর্জনীয়
ব্রাহ্মণগণ তাই সুরাপান করিবেনা জেনে নিও।
যজুর্বেদ সংহিতায় আছে এই কথা
কখন ইহার নহে অন্যথা

বিহিত্বাৎ চ আশ্রম কর্ম অপি ৩।৪।৩২

(৩।৪।২৬) এই সূত্রেতে বলা হইয়াছে আশ্রম কর্ম্ম করো
ব্রহ্মজ্ঞানে না হলে ইচ্ছা তবুও কর্ম্ম করো।

সহকারিত্বেন চ ৩।৪।৩৩

আশ্রম কাজ বিদ্যার জেনো সহায় হইয়া রয়
কর্ম্ম ও জেনো বিদ্যা অঙ্গ বিদ্যা ছাড়া সে নয়

সর্ব্বথা অপিতে এব উভয়লিঙ্গাৎ ৩।৪।৩৪

শ্রুতি ও স্মৃতিতে বলেছে উভয়ে কর্ম করিতে হবে
ব্রহ্মে লভিতে স্বর্গ লভিতে কর্ম সোপান রবে

অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ৩।৪।৩৫

শ্রুতি দেখায়েছে আশ্রম কাজ যাহারা জানিও করে
কাম ক্রোধ পাপ এ তিন রিপুর প্রভাবে কভু না পড়ে
যজ্ঞ আদি যা আশ্রমে হয়
বিদ্যা অঙ্গ জেন নিশ্চয়
কাম ক্রোধ পাপ সেই বিদ্যারে পরশ কভু না করে
পুণ্য কর্মে ধর্ম সহায় পাপ লাজে যায় মরে।

অন্তরা চ অপিতু তদ্দৃষ্টেঃ ৩।৪।৩৬

ব্রহ্মচর্য্য যার আশ্রমে বাস যারা নাহি করে
তাঁহারা জানিও লভেন ব্রহ্ম থেকে সব থেকে দূরে
ছান্দোগ্যতে রৈক্ক সে রয়
বৃহদারণ্যকে বাচক্নবী হয়
আশ্রম কাজে অধিকারী নাহি হয়েও ব্রহ্মজ্ঞ সে হয়
জপ দান নাম সঙ্কীর্ত্তনেতে ব্রহ্মরে লাভ হয়
সকলের নিজে রহে সেইজন সবার আড়ালে থেকে
সকলের আগে লভয়ে ব্রহ্ম সবা মাঝে তাঁরে দেখে।

অপি চ স্মর্য্যতেঃ ৩।৪।৩৭

ভীষ্ম এবং সংবর্ত্ত পুরানের ইতিহাসে ইহা রয়
মনুস্মৃতি তেও বলেছে আশ্রম ধর্ম যে না করয়
শুধু জপ করে সিদ্ধি যে পায়
জপের শক্তি ইহাতে বুঝায়

ব্রাহ্মণ শুধু জপের দ্বারায় লভয়ে কাম্য ধন
সবেতে মৈত্র দৃষ্টি যাহার ব্রহ্মনিষ্ঠ জন।

বিশেষানুগ্রহশ্চ ৩।৪।৩৮

জপ উপবাস দান প্রভৃতিতে বিশেষ লাভ যে হয়
প্রশ্নোপনিষদে এই কথা জেন বিশদ করিয়া কয়
তপস্যা শ্রদ্ধা বিদ্যার দ্বারা
ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া
আত্মার রূপে অনুসন্ধান ব্যর্থ তখন নয়
দেখিবে হৃদয় কমল উজলি সেই জন বিরজয়।

অতস্তু ইতরৎ জ্যায়ো লিঙ্গাৎ চ ৩।৪।৩৯

আশ্রম কাজ না করে যদি সে জপ উপবাস করে
ইতরৎ অর্থে আশ্রম ধর্ম যে কেহ পালন করে
শ্রুতি স্মৃতিতে এই কথা কয়
বৃহদারন্যকে বেদেতেও কয়
চিত্তশুদ্ধি হলে জ্ঞান হয় ব্রহ্মারে পাওয়া যায়
কোন আশ্রম অবলম্বন করিলে সহজ হয়।

তদ্ভূতস্য ন অতদ্ভাবঃ জৈমিনেঃ অপি নিয়মাৎ তদ্রূপাভাবেভ্য ৩।৪।৪০

জৈমিনী কন সন্ন্যাসীগণ সন্ন্যাস তেয়াগিয়া
গৃহী হতে জেনো নাহি পারে কভু দেখা নাহি যায় ইহা।

ন চ আধিকারিকম অপি পতনানুসানাৎ তদযোগাৎ ৩।৪।৪১

সন্ন্যাসী জনে নারী প্রলোভনে যদি সে পতন হয়
সেই পাপে তার প্রায়শ্চিত্ত কখনো কোথাও নয়।

উপপূর্ব্বম অপি তু একে ভাবম অশনবৎ তদুক্তম ৩।৪।৪২

কেহ কেহ বলে এই পাতকের প্রায়শ্চিত্ত রয়
উপ পাতক এ মহাপাতক বলে এতে আছে সংশয়
মদ ও মাংস করিলে ভোজন
প্রায়শ্চিত্ত যথা প্রয়োজন
ইহাতে জানিও অনেক অধিক অপরাধ নিশ্চয়
সন্ন্যাসী জনে জেনে রেখো মনে সাবধানী হতে হয়।
সাধুরূপ ধরি অসাধু আচার করে যদি কোন জন
বিশ্বাস তরে সেই রূপ ধরে করে যদি অঘটন
তাই অন্যায় জেনো বেশী হয়
এই অপরাধ সহজ ত নয়

বহিঃ তু উভয়থা অপিস্মৃতে আচারাৎ চ ৩।৪।৪৩

পতিত সন্ন্যাসী প্রায়শ্চিত্ত যদি কভু করে রয়
সাধুকূল হতে বাহির তাহারে করিতে শাস্ত্রে কয়
এত দুর্ব্বল এত লোভী মন
ব্রহ্মের আশা তার অকারণ

স্বামিন ফলশ্রুতে ইতি আত্রেয়ঃ ৩।৪।৪৪

যজ্ঞ অঙ্গ রূপে উপাসনা উপদেশ জেনো রয়
যজমানগণ পুরোহিত দ্বারা করিবেন ইহা কয়
কোন সে যজ্ঞ বৃষ্টি আশায়
এই কামনায় যজ্ঞ করায়
কন আত্রেয় তাঁহার মতেতে পূর্ব্ব পক্ষ এই
ব্রহ্মের প্রীতি তরে যাঁর পূজা অতুলনীয় যে সেই।

আত্বিজ্যাম ইতি ঔড়ুলোমিঃ তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ৩।৪।৪৫

ঔড়ুলোমি যে আচার্য্য কন তার এই মত হয়
পুরোহিত দ্বারা কাজ হইলেই যজমানই ফল পায়।

শ্রুতেশ্চঃ ৩।৪।৪৬

শ্রুতিতেও জেন বলেছে একথা
যজমানই ফল লভে সর্বদা।

সহকার্য্যন্তর বিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিত্যাদিব্য ৩।৪।৪৭

শঙ্কর কন বৃহদারণ্যকে এই কথা পাওয়া যায়
ব্রাহ্মণ যবে পণ্ডিত হয় বাল্যভাবেতে রয়
ইহার পরেতে হইয়া মৌনী
তবে সেই জন ব্রহ্মেতে জ্ঞানী
বেদেতে বলেছে মুনি হতে গেলে মননশীল যে হয়
চিন্তা জানিও সহায় হইয়া সহাকারী সে উপায়।
বেদ বলিছেন শ্রুতিও বলেছে মুনি ও ব্রহ্মজ্ঞানী
এইভাবে তারা উঠিবে সোপানে সাধনের এই বাণী।

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণা উপসংহারঃ ৩।৪।৪৮

শঙ্কর কন ছান্দোগ্য শেষে এই কথা জেনো রয়
ব্রহ্মচর্য্য অবসানে যবে গার্হস্থ ধর্ম লয়
তাহার পরেতে ব্রহ্মের জ্ঞান
মোক্ষ লভিয়া তবে অবসান
সন্ন্যাস বলি উল্লেখ নাই কেন সবে তাহা ভাবে
সংসার মাঝে শ্রমসাধ্য যা, সন্ন্যাসে সম্ভবে,
রামানুজ কন সব আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যা হয়
বিশ্বপ্রেমেতে উদ্ভব এর সুবিদিত নিশ্চয়।

মৌনবৎ ইতরেষাম অপি উপদেশাৎ ৩।৪।৪৯

মৌনও জেনো সন্ন্যাস আশ্রম, সমান জানিও হয়
ইতরেষাম অপি ও অর্থেতে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ সম রয়

শ্রুতি সম্মত জেনো এই কথা
উপদেশাৎ অর্থে রয়েছে বারতা
গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও জেনো ব্রহ্মজ্ঞ কত যে হয়
আশ্রম ধর্ম যতনে পালিলে ব্রহ্মই জেনো পায়।

অনাবিষ্কুর্বন অন্বয়াৎ ৩।৪।৫০

পণ্ডিত জন বালকের মত সরল জানিও হয়
অহঙ্কার রহিত হয়ে সেইজন শিশুসম হয়ে রয়
ভাবলে না হয় যা ইচ্ছা তাই
এখানে অর্থে নহে কভু তাই
যথেচ্ছ আহার বিহার জানিও জ্ঞানের অন্তরায়
আহার শুদ্ধ হইলেই তবে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।
(৭।২৬।২) ছান্দোগ্যের এই শ্লোকেতেই বিশদ ভাবেতে কয়
(১।৪।৪৭) উপনিষদের এই সূত্রেতে এই কথা জেনো রয়।

ঐহিবস অপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ৩।৪।৫১

শঙ্কর কন বিদ্যা সাধন কিরূপে তা বলা হল
সেই সাধনার ফল জিজ্ঞাসে ইহ জনমে কি পেলো ?
কেহ কয় হয় পরজনমেতে
বাধা নাহি রয় জেনো কোন মতে
প্রতিকূল পরিবেশেও জানিও সাধনা বিফল নয়
তদ্দর্শনাৎ অর্থে বেদেতে এই মত লেখা রয়।
বামদেব ঋষি গর্ভ থেকেই লভেন ব্রহ্ম জ্ঞান
এতে বোঝা যায় পূর্ব্ব জন্ম সাধনা বিদ্যমান।
প্রতিকূল বলে পরজনমেতে
সেই সাধনার পুনঃ ফল পেতে

ইহাতে বোঝায় সাধনা কখন বিফল কভু না হয়
ইহলোকে হোক পরলোকে হোক ফলপ্রসূ জেন হয়।

এবং মুক্তি ফলানিয়ম তদবস্থাবধৃতেঃ ৩।৪।৫২

শঙ্কর কন মুক্তিফলানিয়মঃ তারতম্য হতে পারে
মুক্তি কথার একই অর্থ শাস্ত্রে বলেছে তারে
অধ্যায় শেষ হইল বলিয়া
পুনরাবৃত্তি হল দুই দিয়া
ব্রহ্মবিদ্যা সাধন বিষয়ে যত উপদেশ হয়
তাহারই সাধনে ব্রহ্মবিদ্যা লভে সেই নিশ্চয়।
পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলেতে যদিবা বাধা তার উপজয়
পরজনমেতে ব্রহ্ম মোক্ষ নিশ্চয় সেই পায়
চিন্তা করাকে ধ্যান নাহি বলে
চিন্তা প্রবাহে সত্যরে মেলে
সেই ধ্যানে মিলে সেই চিন্তায় চিন্তামগ্ন যে জন
তারে স্মরো তাঁর আরাধনা করো করো তাঁর চিন্তন।

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পাদ

ইহার আগেতে ব্রহ্মবিদ্যা সাধনের কথা কয়
এই পাদে তার ফলবর্ণনা করা হয় নিশ্চয়
শঙ্কর মতে জীবন্মুক্ত অবস্থা ব্রহ্ম লভিয়া করে
কন রামানুজ মৃত্যুর পরে মুক্তি লাভ সে করে।

আবৃত্তি অসকৃত উপদেশাৎ ৪।১।১

শঙ্কর কন বৃহদারণ্যক বলিয়াছে এই কথা
আত্মাকে দেখো আত্মাকে শোন তার সাথে কহ কথা

ধ্যানের মাঝেতে তাঁহারে ধরিয়া নয় শুধু একবার
তাঁরি চিন্তায় হও নিমগন তুমি যে বারং বার।
এই উপদেশ বেদ মাঝে রয় রামানুজ ও তাই কন
তাঁরি ধ্যান করো করো দরশন তাঁহে সপি দাও মন,
অভ্যাসে শুধু মন বশ মানে সকল চিন্তা হতে
মনেরে সরায়ে সঁপি দাও মনে শুধু তাঁর চরণেতে।

লিঙ্গাৎ চ ৪।১।২

শঙ্কর কন উপনিষদেতে লিঙ্গ চিহ্ন কয়
বারে বারে মনে তাঁহারি চিন্তা করো হয়ে তন্ময়।
মোক্ষ লভিতে যা কিছু উপায়
ব্রহ্মে চাহিলে তবে পাওয়া যায়
লিঙ্গ অর্থে অনুমান পুণঃ স্মৃতি গ্রন্থতে কয়
রামানুজ কন বিষ্ণু পুরানে জেনো এই মত রয়।

আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ৪।১।৩

কন শঙ্কর আত্মা ব্রহ্ম জানি উপাসনা করো।
মুরতিরে তুমি বিষ্ণু ভাবিয়া যদিই বা পূজাকরো।
প্রতিমা সত্য কিছুই ত নয়
উপাসনা তরে ভাবিতে যা হয়
ব্রহ্ম কিন্তু আত্মা হইতে ভিন্ন কখন নন
আত্মার মাঝে ব্রহ্মে না পেলে হয় ভেদ দর্শন।
অভেদ দোঁহায় নিজেরে ব্রহ্ম বলি যেইজন জানে
শাস্ত্রের তার নাহি প্রয়োজন সার্থক সেই জ্ঞানে,
রামানুজ কন জীবসে হইল দেহের আত্মা জেনো
জীবের আত্মা ব্রহ্ম জানিয়া অন্তরে তাহা মেনো
(৫।৭।২২) বৃহদারণ্যকে জেনো এই শ্লোকে বলেছে তাঁহারি কথা

আত্মার মাঝে অবস্থিত সে অথচ পৃথক যথা,
আত্মার মাঝে রহিয়া যেজন
সংযমি তারে করেন চালন
ইনিই আত্মা অন্তরযামী অমৃত ময় সে হয়
(১।৬) শ্বেতাশ্বতরতে এই কথা পুনঃ ভিন্ন ভাবেতে রয় ॥

ন প্রতীকে ন হি সঃ ৪।১।৪

উপাসনা তরে প্রতীক ভাবিয়া উপাসনা কেহ করে
মন কে ব্রহ্ম ভাবি কত জন সেই ভাবে তাঁরে স্মরে।
বিরাট ভাবিতে ভাবিয়া আকাশ
সূর্য্যেতে দেখে তাঁরি পরকাশ
নানা ভাবে তাঁরে পূজিবার তরে উপাসনা সবে করে
উপাসক প্রতীকে আত্মা একথা যেন নাহি মনে করে।

ব্রহ্মদৃষ্টি উৎকর্ষাৎ ৪।১।৫

উপনিষদেতে যেখানে বলেছে সূর্য্যে ব্রহ্ম স্মরো
সেখানে জানিও ব্রহ্ম ভাবিতে সূর্য্যে না মনে করো
ব্রহ্ম দৃষ্টি হতে জেনো হয়
সূর্য্য ব্রহ্ম কখনই নয়
বড়কে কখনো ছোট ভাবিও না মর্য্যাদা হানি হয়
ব্রহ্মের মাঝে সূর্য্য রয়েছে সকলি ব্রহ্ম ময়।

আদিব্যাদি মতয়ঃ চ অঙ্গ উপপত্তেঃ ৪।১।৬

শঙ্কর কন ছান্দোগ্যতে এই কথা জেনো রয়
সূর্য্যের সাথে উদগীথ গাথা উপাসনা এক হয়
দুই জনে এক ভাবিতে হইবে
তবু মনে জেনো এই কথা রবে

সূর্য্যকে কভু উদগীথ বলে ভুল জেনো নাহি হয়
উদগীথ জেনো সূর্য্য রূপেতে উপাস্য যেন হয়।
রামানুজ ও কন উদগীথকেই আদিত্য বলে মেনো
উদগীথ চেয়ে সূর্য্যদেবেরে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জেনো।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ৪।১।৭

আসীন অর্থে উপবিষ্ট হয়ে উপাসনা করা হয়
"সম্ভবাৎ" উপবিষ্ট হলে তবে উপাসনা সম্ভব জেনো হয়
সমান রূপেতে হলে প্রত্যয়
ধারণা প্রবাহে উপাসনা হয়
দাঁড়িয়ে থাকিলে জানিও চিত্তে বিক্ষেপ তব হয়
শয়নে এ দেহ নিদ্রা কাতর উপাসনা নাহি হয়।

ধ্যানাৎ চ ৪।১।৮

উপাসনা আর ধ্যান দুটি কথা এক বলে মনে জেনো
স্থিরভাবে বসে পূজা না করিলে বৃথা বলি তাহা মেনো

অকলত্বং চ অপেক্ষ্য ৪।১।৯

পৃথিবীর এই অচলত্বকে লক্ষ্য করিয়া কয়
অপেক্ষাৎ এই কথাটি জানিও তাহাতে স্পষ্ট হয়
ধরনী যেমন ধ্যানে নিমগন
সেই রূপ ধ্যানে হইও মগন।

স্মরন্তি চ ৪।১।১০

(৬।১১) গীতায় বলেছে পবিত্র স্থানে আসন স্থাপিত ক'রে
স্থির মনে প্রাণে তবে একমনে আরাধনা যেন করে

বসিতে হইবে তাহা প্রয়োজন
সকলের আগে স্থির করো মন।

যত্র একাগ্রতা তত্র অবিশেষাৎ ৪।১।১১

কোনদিকে মুখ করিয়া বসিবে গুহার নদীর তীর
এমন কোন কি আছয়ে নিয়ম? যেথা মন হয় থির?
একাগ্রচিত যখনি হইবে
তখনই পূজাটি করিতে হইবে।

আপ্রায়াণাৎ তত্র অপি হি দৃষ্টম ৪।১।১২

শঙ্কর কন ব্রহ্মে আত্মা রূপেতে দরশ করে
সবাকার মাঝে ব্রহ্মে লভিয়া থাকো আনন্দ ভরে
উপাসনা করি ব্রহ্মকে জেনে
সার্থক চেনা যেই জন চেনে
সে সাধক জেনো সকল কর্ম্মে মুক্তি জানিও পায়
সারাটি জীবন যার যা কামনা মৃত্যুতে গতি পায়।
স্বরগ কামনা করে যেইজন তার সে মুক্তি নাই
স্বরগের তরে উপাসনা তার চলিবে সর্ব্বদাই।

তদধিগমে উত্তর পূর্ব্বাঘয়োঃ অশ্লেষ বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ৪।১।১৩

শঙ্কর কন ব্রহ্মে লভিলে যেখানে যা কিছু পাপ
বিনষ্ট হয় জেনো সমুদয় নাহি রয় তার তাপ
পূর্ব্বেও পরে যাহা কিছু হয়
জানিও তা শেষ হয় সমুদয়
(৪।১৪) ছন্দোগ্যতে কহেছে পদ্ম পাতাতে জল না লাগে

তেমনি জানিও ব্রহ্মে লভিলে পাপ তার নাহি থাকে।
(৫।২৪।৩) ছান্দোগ্যতে বলেছে তুলাতে অগ্নি যেমন দিলে
জ্বলে হয় শেষ তার অবশেষ তেমনি ব্রহ্মে পেলে।
(প্রকৃতি খণ্ড ২৬।৭০) ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরানেতে কয়
কোটি কল্পে যা ক্ষয় নাহি হয়
তেমনি পাপ সে নিমেষের মাঝে নিঃশেষে দূর হয়
ব্রহ্ম জ্ঞানেতে জানিও সকল কর্ম্মের হয় ক্ষয়।

ইতরস্য অপি এবম্ অসংশ্লেষ পাতেতু ৪।১।১৪

শঙ্কর কন পূর্বশ্লোকেতে কহিল পাপেরই ক্ষয়
এই শ্লোকে বলে পূণ্যের ফলও ব্রহ্মজ্ঞর নয়
(২।২৮) মুণ্ডকে বলেছে ব্রহ্ম দর্শন
হলে সাধকের শেষ বন্ধন
কর্মের সাথে শেষ হয় তার পাপ বা পুণ্য শেষ
পুর্ণময়ের মিলে দরশন নাহি রহে অবশেষ।

অনারব্ধ কার্য্যে এব তু তদবধেঃ ৪।১।১৫

পুর্ব্ব জনমে যাহা করিয়াছি কর্ম্ম সে সমুদয়
ব্রহ্মে লভিলে সকল ফলের নিঃশেষ জেনো হয়
শরীরের পাত না হয় যখন
মোক্ষ লভিতে দেরি ততখন
কর্ম্মের ফল কিছু কিছু জেনো ইহ জনমেই পায়
সেই ফল যাহা প্রারব্ধ ফল বলিয়া ইহারে কয়।
ব্রহ্মে লভিলে প্রারব্ধ ছাড়া সকলের শেষ হয়
মৃত্যু সময়ে মোক্ষে লভিয়া সবি হয় মধু ময়
(৬।১৪।২) ছান্দোগ্যের এই শ্লোকে কয়
ব্রহ্ম বিদ্যা যেজন লভয়

মৃত্যুর পর ব্রহ্ম ভাবেতে রহে যেই নিমগন
চির আনন্দে বক্ষে ধরিয়া আনন্দ ভরে রন।

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎ কার্য্যায় এব তদ্দর্শনাৎ ৪।১।১৬

শঙ্কর কন অগ্নি হোত্র নিত্য কর্ম যাহা
বৈদিক মতে হয় আচরণ জ্ঞানেতে মোক্ষ তাহা
বেদের মাঝেতে বর্ণিত আছে
স্বর্গ আদি যা বিষয় যা আছে
ব্রহ্মজ্ঞ সে ব্যক্তিকে তাহা পরশ কভু না করে
অগ্নিহোত্র পুণ্যের ফলেও ব্রহ্ম লভিবে নরে।
রামানুজ কন বিদ্যার রূপ ফল লাভ যাহা হয়
অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম অনুষ্ঠিত যা হয়
নিষ্কাম মনে করে সে কর্ম
ইহাই জানিও মানব ধর্ম
বিদ্যা লভিয়া মোক্ষ লভিয়া লভে সে কাম্য ধন
বিদ্যাও জ্ঞান সবারি কাম্য চিনিতে সে কোন জন

অতঃ অন্যা অপি হি একেষাম উভয়োঃ ৪।১।১৭

বেদের একটি শাখায় বলেছে মুক্ত জীব যা হন
তাঁর যা পূণ্য কর্ম জানিও নহে তাহা অকারণ
তাঁর প্রিয়জনে সে ফল লভয়
(১।১।৪) ছান্দোগ্যেতে এই কথা কয়
জৈমিনি ও বাদরায়ণ ও উভয়ে একথা বলে
এ সকল কাজ ফল আশে নয় জীব কল্যাণ তরে।

যৎ এব বিদ্যয়া ইতি হি ৪।১।১৮

শঙ্কর কন অগ্নিহোত্র ব্রহ্মবিদ্যা হয়
কর্মের ফল জানিয়া করিলে লভেসে সুনিশ্চয়

অর্থ না জেনে যদি কেউ করে
তবু জেনো সে পুণ্যেতে ভরে
(১।১।১০) ছান্দোগ্যের শ্লোকের মাঝেতে এই কথা দেখি রয়
বিদ্যা শ্রদ্ধা রহস্য জ্ঞান জেনে যা কর্ম হয়।
তাহার জানিও শকতি অধিক হইবেই নিশ্চয়
অর্থ না বুঝে ভালো করিলেও তারো মঙ্গল হয়।
রামানুজ কন মুক্ত পুরুষে যা কিছু কর্ম করে
তাঁরি প্রিয় সব বন্ধুরা জানি সেই ফল ভোগ করে
সাধুদের এই যজ্ঞ ও দান
জানিও সে শুধু জীব কল্যাণ—
তরে শুধু কাজ, শেখাতে অপরে আচরে ধর্ম সেই
সহজ একথা মহাজন পথ স্মরিয়া চলিবে তাই।

ভোগেন তু ইতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ৪।১।১৯

শঙ্কর কন কর্মের ফল আরব্ধ যাহা হয়
লভিলে ব্রহ্ম তবুও জানিও ফলভোগ তার হয়
ব্রহ্মে লভিয়া বাকি কর্মের
নাহি আর ভোগ কোন জনমের
ব্রহ্ম বিদ্যা প্রভাবে জনে জানিও সকলি নষ্ট হয়
মৃত্যুর পরে মোক্ষ পাইয়া সবি আনন্দ ময়।

চতুর্থ অধ্যায় প্রথম পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

কোন ভাবে জীব মৃত্যু সময়ে দেহ ত্যাগ জেন করে
এই পাদে তার বর্ণনা কারে রামানুজ ও শঙ্করে।

বাঙমনসি দর্শনাৎ শব্দাৎ চ ৪।২।১

কন শঙ্কর মৃত্যু কালেতে বাগেন্দ্রিয়ের বৃত্তি যত
মনের মাঝেতে হয়তা বিলীন রসনা বাক্য হত
দর্শনাৎ বলে তাইত বোঝায়
শ্রবণাৎ বেদে এই কথা কয়
রামানুজ কন বাক ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি মাত্র নহে
বাগেন্দ্রিয়ই মনেতে যুক্ত হইয়া জানিও রহে।

অতএব চ সর্ব্বাণি অণু ৪।২।২

বাক ইন্দ্রিয়র ন্যায়ই জানিও নয়ন শ্রবণদ্বয়
মনের মধ্যে হইয়া বিলীন হয়ে যায় মনো ময় ॥

তৎ মন প্রাণে উত্তরাৎ ৪।২।৩

ইন্দ্রিয় সব মনেতে যুক্ত মন প্রাণে মিশে যায়
উত্তরাৎ এই শ্রুতি বাক্যতে এইটুকু বোঝা যায়।

স অধ্যক্ষে তদুগমাধিভ্যঃ ৪।২।৪

বেদেতে বলেছে এই প্রাণ জেনো জীবে অবস্থান করে
প্রাণ বাহিরিলে তখন জীব সে দেহটি তেয়াগ করে।

ভুতেষু তৎ শ্রুতেঃ ৪।২।৫

মৃত্যু সময়ে ক্ষিতি অপতেজ পঞ্চভূতের মাঝে
এই জীব জেনো সবেতে মিশিয়া তাহার মধ্যে রাজে
বেদ বলেছেন প্রাণঃ তেজসি
(৬ ৮।৬) ছান্দোগ্য বলেছে প্রাণ অগ্নিবাসী
প্রানকে জানিও জীবের সহিত অবস্থান যে করে

জীবকে জানিও পঞ্চভূতের সাথেতে যে বাস করে।
বেদেতে বলেছে প্রাণ অগ্নিতে বাস করে ঠিক জেনো
যমুনা গঙ্গায় গঙ্গা সমুদ্রয় মিশেছে বলিয়া মেনো।
শেষে যমুনাত সাগরে মিশায়
মাঝেতে গঙ্গা দোঁহারে মিলয়
যদি বলা যায় যমুনা সাগরে সবশেষ মিশে যায়
যমুনা গঙ্গা, গঙ্গা হইতে সে সমুদ্রে মিশে যায়।

ন একস্মিন্ দর্শয়তঃ হি ৪।২।৬

প্রাণ তেজসিঃ যদিও বেদেতে এই কথা লেখা রয়
সূক্ষ্ম ভূতসে তেজবা অগ্নি একথার মানে নয়
প্রাণসহ জীব অগ্নিতে রয়
একথা জানিও ঠিক কভু নয়
ক্ষিতি অপতেজ•মরুৎ ও ব্যোম পঞ্চভূতের মাঝে
এদেরই গঠিত এই দেহ জেনো তাহাদেরই মাঝে রাজে।
"ন একস্মিন" কেবল একটি ভূত অগ্নিতেই শুধু নয়
দর্শয়তঃ হি অর্থে জীবসে পঞ্চ ভূতেতেই শুধু রয়
শ্রুতিও স্মৃতিতে বলেছে একথা
ধ্রুবও সত্য নাহি অন্যথা।

সমানা চ আসৃত্যুপক্রমাৎ অমৃত ত্বং চ অনুপোষ্য ৪।২।৭

শঙ্কর কন মৃত্যুর পর কেহ বা জনম লয়
পুণর্জ্জন্ম কেহ বা না লয়ে ব্রহ্মলোকেতে যায়
দুটি পথে তাঁরা করেন গমন
পিতৃযান ও নাম দেবযান
কিছু দুর পথ দুদল যাত্রী এক পথে জেনো যায়।
যতক্ষণ ও দেবযান এবং কর্মযান পৃথক হয়।

অমৃতত্বং চ অর্থে দেবযান পথে অমৃত লাভ যে হয়
শ্রুতিতে বলিছে আপেক্ষিক সে প্রকৃত মোক্ষ নয়
প্রকৃত মোক্ষ লভেন যেজন
ব্রহ্মলোকেতে করেন গমন
অন্যজীবের মত বার বার জনম সে কভু না লয়
মৃত্যুর মুখে পড়ে বারে বারে পতিত কভু সে নয়।
"অনুপোষ্য" কর্ম জনিত সংস্কার পোষণ তখনও করে
ব্রহ্ম জ্ঞানেতে সংস্কার সব দগ্ধ হইয়া ঝরে।
হৃদয়ের মাঝে কামনা বাসনা যখন হইবে লয়
তখনই ব্রহ্ম অমৃত লভিয়া সবি আনন্দ ময়
দেহ মাঝে দেহ বোধ নাহি রয়
ধ্যানের মাঝেতে ব্রহ্মে মিলয়
জীর্ণ হইলে দেহ পরিহার এই জনও জেন করে
দেহ বোধ তার তুচ্ছ সে ভাসে আনন্দ পারাপারে।

তৎ আপীতেঃ সংসার ব্যপ দেশাৎ ৪।২।৮

শঙ্কর কন বাক ইন্দ্রিয় মন মাঝে মিশে রয়
মন মেশে প্রানে প্রান সাথে জীব সূক্ষ্ম ভূতেতে যায়
শ্রুতিতে বলেছে ব্রহ্মেতে মেশে
তবুও কিছুটা প্রভেদ রয়েছে
জীব ও ব্রহ্ম সাথেতে প্রভেদ জীব পুনঃ ফিরে আসে
বেদ বলিয়াছে পুনরায় হায় ধরাতলে পরকাশে।
কিছু জীব জেন শরীর আশায় যোনিতে গমন করে
কেহ কেহ হায় জীব উদ্ভিত কত শত রূপ ধরে
যে,রূপ কর্ম বিদ্যা প্রকৃতি
তাহার যেরূপ হয় জেনো গতি

(৬।১৪।২) ছান্দোগ্যতে বলেছে যাহার দেহান্ত যবে হয়
ব্রহ্মজ্ঞ জন তবে তার পরে ব্রহ্মলোকেতে যায়,
দেহ মুক্তিতে ব্রহ্ম লভয়
অমৃত লোক সে আনন্দময়।

সূক্ষ্মং প্রমাণতঃ চ তথা উপলব্ধে ৪।২।৯

কন শঙ্কর যে সকল তেজ উপাদান আশ্রয়
করি জীবগণ তেয়াগায় দেহ সূক্ষ্ম সে অতিশয়
না হলে নাড়ীর মধ্য হইতে
পারিতনা সে যে বাহির হইতে
সূক্ষ্ম বলিয়া গমনেতে তার বাধা কভু নাহি পায়।
চারিপাশে তার যত প্রিয়জন কেহ না দেখিতে পায়।

ন উপমর্দেন অতঃ ৪।২।১০

শঙ্কর কন "উপমর্দেন" আগুণে দহণ হলে
স্থূল শরীরের হলেও বিনাশ সূক্ষ্ম শরীর থাকে
ইহ জীবনেতে অমৃতত্বর লাভ করে যেই জন
দেহ ও জীবের সম্বন্ধ তার নাহি রহে কদাচন।

অস্য এব চ উপপত্তেঃ এষ উষ্মা ৪।২।১১

জীবিত লোকের দেহে যেই তাপ সূক্ষ্ম শরীর হতে
স্থূল শরীরের নহেক তাহাই বলেছে "উপপত্তেঃ"
রামানুজ কন মৃত্যু সময়ে কোন কোন দেহে হয়
একটি জায়গায় উষ্ণ হইয়া কিছুক্ষণ সে রয়
বিচার করিয়া ইহা দেখা যায় যেজন মোক্ষ লভে
সূক্ষ্ম শরীর যায় না কোথাও যায় সে ব্রহ্মপদে।

প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ন শারীরাৎ ৪।২।১২

শঙ্কর কন এই সূত্রটি পূর্ব্ব পক্ষ হয়
(৪।৪।৭) বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে এই কথা জেনো রয়
ব্রহ্মে লভিয়া যে ব্রহ্মময়
তার প্রাণ জেনো ব্রহ্মে মিশয়
এর মানে নয় দেহ সে ত্যজেনা অমর হইয়া রয়
দেহ তেয়াগিলে সেই জীব জানি হইল ব্রহ্মময়।

স্পষ্টোহি একেষাম ৪।২।১৩

শঙ্কর কন এই সূত্রেতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে
পূর্ব্বের কথা নহে তাহা ঠিক প্রমাণ করিয়া দেছে
একেষাম অর্থে বেদের শাখায়
স্পষ্টই লেখা রয়েছে তাহায়
ব্রহ্মজ্ঞ জনের দেহত্যাগ জেনো কখনও নাহি হয়
(৩।২।১১) বৃহদাণ্যকে এই শ্লোক মাঝে স্পষ্ট লিখিত রয়।

স্মর্য্যতে চ ৪।২।১৪

শঙ্কর কন স্মৃতি গ্রন্থতে এই কথা লিখিয়াছে
মহাভারতেও উক্ত হয়েছে মিল তার সাথে আছে।
সবার মাঝেতে সম দিঠি যার
জেনো সেইজন জ্ঞান পারাবার
মৃত্যুর পর কোথা তিনি যান দেবতাও নাহি জানে
শুক যোগ বলে সূর্য্য মণ্ডলেতে যান এই সবে জানে।
সেইখানে গিয়া তেয়াগিল দেহ শাস্ত্রেতে ইহা কয়,
যাইবার কালে দেখেছে সকলে ইহাই শাস্ত্রে রয়।

তানি পরে তথাহি আহ ৪।২।১৫

শ্রুতিতে বলিয়াছে প্রাণ ইন্দ্রিয় পরব্রহ্মেতে মেশে
প্রশ্নোপনিষদে লেখা আছে তাহা মিশেছে ব্রহ্মে এসে,
ব্রহ্ম জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় মন
বুদ্ধি প্রভৃতি ষোড়শ যা হন
ব্রহ্মে লভিয়া ব্রহ্মের মাঝে তিনি যে অস্ত যান
ছান্দোগ্যতে লিখেছে ব্রহ্মে বিলীন মন ও প্রাণ।

অবিভাগো বচনাৎ ৪।২।১৬

শঙ্কর কন ব্রহ্মে জানিলে সূক্ষ্ম শরীর তাঁর
ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যায় প্রভেদ থাকেনা আর
অবিভাগঃ এই কথাতে বুঝায়
বচনাৎ মানে বেদে পাওয়া যায়
প্রশ্নোপনিষদে বলেছে যেজন ব্রহ্মরে জানিয়াছে
মুক্তি ঘটিলে নাম রূপ ত্যজি তাঁরি সাথে মিশিয়াছে।
(২।৬।১২) কঠোপনিষদে শ্লোকের মাঝেতে এই কথা পাওয়া যায়
হৃদয় হইতে একশত এক নাড়ী যে বাহির হয়
তাহার মাঝেতে মস্তকে যায়
সে নাড়ীতে যদি প্রাণ বাহিরায়
অমৃত হইয়া যায় সেইজন সেজন পুন্যবান
বিদ্বানগণ ব্রহ্মভজন করিয়া ধন্য হন।

তদোকঃ অগ্রজ্বলনং তৎ প্রকাশিত দ্বার বিদ্যা সামর্থ্যাৎ তৎশেষ
গত্য স্মৃতি যোগাৎ চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ৪।২।১৭

ব্রহ্মের জ্ঞান হয় নাই যার সগুণ ব্রহ্মে পূজে
তাহাতেই সে যে উর্দ্ধগতিতে উজ্জল হয়ে রাজে

(২।৬।১২) ছান্দোগ্যতে সেই কথা রয়
প্রকাশিত দ্বার উজলিত হয়
সেই আলোকেতে হৃদয়ের দ্বার আপনি খুলিয়া যায়
রামানুজ কন ব্রহ্মজ্ঞ ও বিদ্বান জন সেই পথে যায়।

রশ্ম্যনুসারী ৪।২।১৮

উপনিষদেতে লিখেছে মৃত্যু পরেতে সাধকজন
একশত এক নাড়ীতে ত্যাজিয়া দেহ, গত যিনি হন।
সূর্য্য রশ্মি অনুসরণেতে
যায় যেই জন মৃত্যু কালেতে
রাত্রে মৃত্যু হইলেও সেই রশ্মি মতই যায়
একথা নাহিক দিবসেই শুধু সূর্য্য রশ্মি পায়।

নিশিন ইতি চেৎন সম্বন্ধসৎ যাবদ্দেহ ভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ ৪।২।১৯

শঙ্কর কন যদি কেহ বলে রাত্রে মৃত্যু হলে
সেই জীব তরে সূর্য্য রশ্মি কখনই নাহি মেলে।
যতক্ষন এ দেহটি সে রয়
নাড়ী রশ্মির সাথে যোগ রয়
দর্শয়তি অর্থে শ্রুতিতে বলেছে একথা মিথ্যা নয়
(৫।৬।২) ছান্দোগ্যতে কহে সূর্য্য রশ্মি নাড়ী সাথে যোগ হয়।

অতশ্চ অয়ণে অপি দক্ষিণে ৪।২।২০

উত্তরায়নে মৃত্যু হইলে প্রশস্ত তাহা হয়
ব্রহ্মজ্ঞর জন্য জানিও এ সকল বিধি নয়
শঙ্কর কন শুন দিয়া মন
দেবযান পথ আছে বর্ণন

(৪।১৪।৫) ছান্দোগ্যের শ্লোকেতে রয়েছে মৃত্যুর পর জেনো
আত্মা প্রথমে শুক্ল পক্ষ আশ্রয়ে রয় জেনো।
সেইখান হতে যেই ছয়মাস উত্তরে সূর্য্য যায়
তারি সাথে সাথে উত্তরায়ন সেজন প্রাপ্ত হয়।
মহাভারতেতে ভীষ্ম যখন
প্রতীক্ষা করে উত্তরায়ন
ছয়মাস ধরি শর শয্যায় রয় সেই বীর বর
ইহাই তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু বিখ্যাত চরাচর।

যোগিন প্রতি চ স্মর্য্যেত স্মার্ত্তে চ এতে ৪।২।২১

(৮।২৩) শঙ্কর কন গীতায় বলেছে মৃত্যু যখন হয়
যোগীগণ সেই সময়ের মত পুনর্জ্জন্ম লয়
ভগবান কন শুন দিয়া মন
সাধারণ তরে রহে এ নিয়ম
রাত্রিকালে ও কৃষ্ণপক্ষে ও দক্ষিণায়ণে
হইলে মৃত্যু লভিবে জনম সে আবার এইখানে।
স্মৃতিতে লিখেছে সেই যোগীবরে ব্রহ্মের জ্ঞান হয়
তাঁহাদের তরে এ নিয়ম নয় জানিবেই নিশ্চয়
সে সময়ে জীব দেহান্ত হয়
ব্রহ্মে লভিয়া মোক্ষ সে পায়
রামানুজ কন অগ্নি ও জ্যোতি শুক্ল পক্ষ হয়
উত্তরায়ণ দিবসেতে জীব ব্রহ্ম জানিও পায়।
এ সব নিয়ম যোগীদের তরে সাধারণ তরে নয়
সাধক যেজন দিবস ও রাত্রি তাঁর কাছে সম হয়

চতুর্থ অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ

অর্চিরাদিনা তৎ প্রথিতেঃ ৪।৩।১

অর্চিরাদিনা অর্থে যাহারা ব্রহ্ম লোকেতে যায়,
অর্চ্চিঃ অর্থে অগ্নির পথে জানিও তাহারা যায়।
তৎপ্রথিতেঃ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি পথ বেদেও জানিও কয়
মৃত্যুর পর তিনটি পথেতে জীবগণ সবে যায়
ব্রহ্মে পূজিলে দেবযান পথে ব্রহ্মলোকেতে যায়
দীর্ঘকাল সে সেখানে থাকিয়া মুক্তি জানিও পায়
যাঁহারা পুণ্য লভেন, না করে ব্রহ্মের উপাসনা
পিতৃযান পথে চন্দ্রলোকেতে ক্ষণিকের সুখ নানা
ফুরালে পুনঃ সে ধরণীতে আসে
মানুষ বা পশু হয় অবশেষে
যাঁহারা আবার ব্রহ্মে না পূজে, পুণ্য ও নাহি করে
তাহারা জানিও মৃত্যুর পরে কীট পতঙ্গ হয় পরে।
এই পথটিকে দেবযান পথ বলিয়া সকলে কয়
সেই পথটিতে বিভিন্ন দেব সাথে সাথে জেন যায়।
কোথাও সূর্য্য কোথাও বা জ্যোতি
নানা দেবতার রয়েছে বসতি
ভিন্ন পথে সে নহেক কখনো পথ জেনো এক হয়
পথের সীমানা নানা দেবতার অধিকারে জেনো রয়।

বায়ুম অব্দাৎ অবিশেষ বিশেষাভ্যাম ৪।৩।২

শঙ্কর কন দেবযান পথে সংবৎসর পরে
বায়ুর অর্থে বায়ুকে জানিও সন্নিবেশ সে করে
বেদে দেবযান পথে বায়ু কয়
ঠিক নির্দ্দেশ সেথা নাহি রয়

বিশেষ ভাবেতে লেখা অন্যত্র দিবাকর বায়ু পরে
বায়ুলোক আর দেবলোক কেহ এক স্থান মনে করে।
ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক দেবযান পথে কয়
(১) অগ্নি (২) দিবস (৩) শুক্লপক্ষ (৪) উত্তরায়নরয়
(৫) বৎসর (৬) বায়ু (৭) আদিত্য আর
সব দেবতার সেথা অধিকার
ইহাদের সাথে মধ্য দিয়াই জীবগন সবে যায়
মৃত্যুর পর এই মত বিধি শাস্ত্র কারেরা কয়।

তড়িতোহধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ৪।৩।৩

তড়িতের পর বরুন, কারণ দোহার সম্বন্ধ রয়
বিদ্যুত পরে বৃষ্টি যেমন বরুণ জলদের হয়
দেবযান পথে সূর্য্যের পর
৮। চন্দ্র ৯। বিদ্যুৎ ১০। বরুন তারপর
১১। ইন্দ্র ১২। প্রজাপতি ১৩। ইহার পরেতে ব্রহ্ম জানিও রয়
এইভাবে আছে ইহাদের স্থিতি শাস্ত্র একথা কয়।

আতিবাহিকা তল্লিঙ্গাৎ ৪।৩।৪

শঙ্কর কন দেবযান পথে অগ্নি দিবস রয়
শুক্ল পক্ষ প্রভৃতি এঁদের অতিবাহিকাই কয়
মৃত ব্যক্তির আত্মাকে তাঁরা
বহন করেন বলিছেন তাঁরা
"তল্লিঙ্গাৎ" সেরূপ চিহ্ন জানিও বেদ মাঝে পাওয়া যায়
(৪।১৪।৫) ছান্দোগ্য উপনিষদেতে দেখি এই কথা লেখা রয়
চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ জেনো অমানব পুরুষ তিনি
জীবকে ব্রহ্মে সাথে নিয়ে যান আপনি স্বয়ং যিনি

ইহা হতে শুধু এই বোঝা যায়
অমানব পুরুষ বিদ্যুৎ হয়
অন্য যা কিছু অগ্নি দিবস শুক্ল পক্ষ কয়
মানব পুরুষ বলি তাহা জেনো এই মত জানা যায়

উভয় ব্যামোহৎ তৎসিদ্ধেঃ ৪।৩।৫

শঙ্কর কন উভয় ব্যামোহৎ অর্থাৎ এই কয়
মৃত্যু সময়ে জীবগণ জেনো অচেতন হয়ে রয়
অগ্নি দিবস কৃষ্ণ পক্ষ যাহা
এরা অচেতন মনে রেখো তাহা
তৎসিদ্ধে অর্থে জীবের যাহাতে গমন সিদ্ধ হয়
বেদেতে জানিও এদের লক্ষ্য করিয়া না কথা কয়।
ওসব বস্তুর সচেতন অধিষ্ঠাত্রী যে সব দেবতা গণ
তাহাই মৃতের জীবাত্মা জেনো বহন করিয়া লন
মৃত্যু সময় ইন্দ্রিয় চয়
বৃত্তি তাহার লোপ পেয়ে যায়
আপনি যাবার ক্ষমতা তাঁহার তখন নাহিক থাকে
দেবতারা তাঁরে ধরে লয়ে যান যেমন মূর্চ্ছিত কে।
অন্যলোকেরা বহে নিয়ে যায় তেমনিই যান তারা
জীবাত্মা বহে লয়ে যান জেন আপনি সে দেবতারা।

বৈদ্যুতেন এব ততঃ তচ্ছ্রুতেঃ ৪।৩।৬

বিদ্যুত পরে ব্রহ্মলোকের আগেতে যাহারা রয়
বরুণ ইন্দ্র প্রজাপতি সব উল্লেখ করি কয়
ইহারা জীবেরে না করে বহন
বিদ্যুৎ পুরুষ করে সে কারণ

বরুন ইন্দ্র বাধা নাহি দেন এই কথা লেখা রয়
বরং তাহারা করে সাহায্য শাস্ত্র কারেরা কয়।

কার্য্যং বাদরিঃ অস্য গত্যপপত্তেঃ ৪।৩।৭

শঙ্কর কন দেবযান পথ শেষে উল্লেখ রয়
বৈদ্যুৎ পুরুষ জীবগণে লয়ে ব্রহ্মা নিকটে যায়
আচার্য্য বাদরি বলেন বচন
এই ব্রহ্মা সে পরব্রহ্ম নন
সৃষ্ট চতুর্মুখ ব্রহ্মার কথা এই খানে বলা হয়
ব্রহ্ম সবেতে ব্যপ্ত রয়েছে নিকটে বা দূরে নয়।

বিশেষিতত্বাৎ চ ৪।৩।৮

শঙ্কর কন শ্রুতিতে বলেছে বিশেষ ভাবেতে রয়
(৬।২।১৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে একই কথা জেনো কয়
বৈদ্যুৎ পুরুষ জীবগণ লয়ে
ব্রহ্ম লোকেতে যান সাথে নিয়ে
হিরণ্য গর্ভের দীর্ঘ বৎসর বাস করে জীবগণ
ব্রহ্মলোকের বহু বচনেতে ব্রহ্মই হয় মন।
রামানুজ কন ব্রহ্মার জেনো উপাসনা যারা করে
চতুর্মুখ সে ব্রহ্মলোকেতে যান তাঁরা তার পরে

সামীপ্যাৎ তু তদব্যপদেশঃ ৪।৩।৯

শঙ্কর কন চতুর্মুখ ব্রহ্মা ব্রহ্ম সমীপে রন
এই কারনেই ব্রহ্ম শব্দে অভিহিত তিনি হন।

কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহ অতঃপরম অভিধানাৎ ৪।৩।১০

বেদেতে বলেছে দেবযান পথে গমন করেন যাঁরা
এই পৃথিবীতে জনম গ্রহণ করেন না কভু তাঁরা

ইহার অর্থ এই বোঝা যায়
তাহারা সকলে মোক্ষ লভয়
মহাপ্রলয়তে ব্রহ্মলোকও ধ্বংস জানিও হয়
দেবযান পথে ব্রহ্মলোকেও যুক্তিযুক্ত নয়
এই আশঙ্কা উত্তরে শ্লোকে জেনো এই কথা কয়
"কার্য্যাত্যয়ে" চতুর্ম্মুখ সে ব্রহ্ম যখন তিরোধান হয়
ব্রহ্মলোকের অধ্যক্ষ ব্রহ্মা
তাহার পরেতে বিষ্ণু পরম
তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদম লভয়ে যে সেই জন
বেদ বলিয়াছে দেবযান পথে ফিরে নাকো কোন জন।

স্মৃতেঃ চ ৪।৩।১১

স্মৃতি গ্রন্থতে এই কথা জেনো বিশেষ ভাবেতে রয়
আত্মজ্ঞান লভিয়া তাঁহারা যখন প্রলয় হয়
ব্রহ্মর সাথে পরম পদেতে
মিশিয়া মোক্ষ লভে সেই পথে।

পরঃ জৈমিনিঃ মুখ্যত্বাৎ ৪।৩।১২

শঙ্কর কন আচার্য্য জৈমিনিঃ তাঁর মত জেনো এই
ব্রহ্ম এখানে পরব্রহ্মই "মুখ্যত্বাৎ" কথাতেই
সহজ ভাবেতে একথা বোঝায়
ব্রহ্ম অর্থে পরব্রহ্ম হয়।

দর্শনাৎ চ ৪।৩।১৩

শঙ্কর কন বেদের মাঝেও এই কথা জেনো রয়
(৬।১৩) কঠোপনিষদে শ্লোকের মাঝেতে আছে এর নির্ণয়

হৃদয় হতে মাথার উপর
যেই নারী যায় মৃত্যুর পর
সেইখান দিয়ে বাহিরিলে প্রাণ মোক্ষ লাভ সে হয়
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার উৎপত্তি বিনাশ জেনো সেই সাথে হয়
তাঁহারে লভিতে অমৃতত্ব লাভ কভু নাহি জেনো হয়
পরব্রহ্মকেই·করিলে সে লাভ অমৃতের আশা রয়
দেবযান পথে করিলে গমন
ব্রহ্মের সাথে এভাবে মিলন।

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ৪।৩।১৪

সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মার কাছে কে বলো যাইতে চায়
শঙ্কর কন এই কথা তাই যুক্তিযুক্ত নয়
বাদরি বলেন দেবযান পথে
ব্রহ্মার লোকে হয় যে যাইতে
সূত্রকার সে কন বেদব্যাস বাদরিই ঠিক কয়
তাহার মতেতে জৈমিনি কথা যুক্তিযুক্ত নয়।
বেদেতে বলেছে সবিশেষে আর নির্বিবশেষে ব্রহ্ম রয়
বর্ণনা তাঁর নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং আর শান্ত সে মধুময়
জীব ব্রহ্মের অবয়ব নয়
কিংবা জানিও বিকার না হয়
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সেজন এই তিনটিই নয়
ত্রিবিধ ভাবনা জানিও কেবল দোষ যুক্তই হয়।
কর্ত্তৃত্ব অথবা ভোক্তৃত্ব যদি বা জীবের স্বভাবে রয়
প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার বোধ লোপ যদি নাহি পায়।
তবে নাহি পায় ব্রহ্ম রতন
যাঁরে পেলে কিছু নাহি চায় মন

দেবযান আর পিতৃক্ষণেতে পৃথক জ্ঞান না রয়
অবিদ্যাকৃত উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম পরব্রহ্ম হয়।

তৎক্রতুশ্চ ৪।৩।১৫

শঙ্কর কন সেই নির্গুণ পরব্রহ্মে যে চায়
মৃত্যুর পর গতি তার নয় সদ্য মোক্ষ পায়
ইহাদের মাঝে দুই শ্রেণী রয়
অপ্রতী কালম্বনান যারে কয়
মৃত্যুর পর বিদ্যুৎ পুরুষ ব্রহ্ম লোকেতে রন
নয়তি ইহাই আচার্য্য বাদরায়ন যে জন কন।
ব্যাসদেব কন ব্রহ্ম লোকেতে গতি তাহাদের নয়
অন্য লোকেতে গতি তাহাদের এই কথা জানা যায়
প্রতীক লইয়া পুজে যেই জন
সেই ভাবে তাঁরা তাঁহারে ত পান
বেদেতে বলেছে যে ভাবে যে পূজে তাহাই প্রাপ্ত হন
তন্ময় হয়ে একাগ্র চিতে করো তাঁর আরাধন ॥

বিশেষং চ দর্শয়তি ৪।৩।১৬

শঙ্কর কন বেদেতে বলেছে পার্থক্যও আছে
(৭।১।৬) ছান্দোগ্যের এই শ্লোকটিতে সেই কথা বলিয়াছে
নামকে ব্রহ্ম ভাবে যেই জন
নামে যত গতি প্রাপ্ত তা হন
নাম হতে জেনো বাক্য সে বড় বাক্য ব্রহ্ম জানি
করে উপাসনা যেই জন তার সেই মত গতি মানি।
প্রতীক ধরিলে সেই মত লাভ করে জেনো সেইজন
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল সেই লভে যে পুজে ব্রহ্ম ধন

রূপ মাঝে তারে বলা নাহি যায়
বর্ণিতে তাঁরে ভাষা না কুলায়
সব সাধকের বক্ষ জুড়ায় নিরাকার সেই জন
সবের মাঝেতে তাঁহারি প্রকাশ অপরূপ সে রতন

চতুর্থ অধ্যায় তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ

সম্পদ্য আবির্ভাব স্বেন শব্দাৎ ৪।৪।১

মোক্ষলাভের প্রসঙ্গে বেদ বলেছেন কথা এই
(৮।১২।৩) ছান্দোগ্যের এই শ্লোকটিতে বর্ণনা আছে সেই
এই ভাবে জীব এ শরীর হতে
পরব্রহ্মকে স্বরূপে পাইলে
আবির্ভূত সে হয়েন যখন, হতে পারে সংশয়
নতুন দেহ কি হয় সে প্রাপ্ত? এরো উত্তর রয়।
ব্রহ্মকে পেলে আবির্ভাব যে "স্বেন শব্দাৎ" মাঝে
বেদ "স্বেন" কথা ব্যবহার করি সহজেই বুঝায়েছে
নুতন দেহ সে কখনই নয়
ব্রহ্মের মাঝে হয়ে যায় লয়
আগন্তুক সে রূপ কভু নয় নব কলেবর নয়
পরব্রহ্মকে লভিয়া স্বরূপে আবির্ভূত যে হয়

মুক্ত প্রতিজ্ঞানাৎ ৪।৪।২

ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে যে নিজ স্বরূপে আবির্ভাব
সব বন্ধন হতে বিমুক্ত তাই প্রতিজ্ঞানাৎ

বেদে এবিষয়ে আছে প্রবচন
জীব দেহ সাথে যুক্ত যখন
তখনই তাহার দুখরাশি রয় নয়ন হারায়ে কেহ
কেহবা রোদন করে শোক তাপে কারো বা পীড়িত দেহ।
দেহ সম্বন্ধ বিমুক্ত যবে অকথিত সুখ হয়
সবাকার মাঝে নেহারে স্বরূপে দুঃখ নাহিক রয়
প্রিয় অপ্রিয় সবাই সমান
দেহাতীত হয়ে রহে মতিমান
(৮।১২।১) ছান্দোগ্যের এই শ্লোকটিতে বিশদ ভাবে তা কয়
(৮।১২।৩) শ্রুতিতে বলেছে নিজ স্বরূপেতে অমৃত মগন হয়।

আত্মা প্রকরণাৎ ৪।৪।৩

(৪।৪।১) শঙ্কর কন পূর্ব্ব সুত্রে উপনিষদেরই কথা
(৮।১২।৩) উদ্ধৃত হল ছান্দোগ্যের এই শ্লোক আছে যথা
এ শরীর হতে উত্থিত হয়ে
পরম জ্যোতি সে প্রাপ্ত হইয়ে
নিজ স্বরূপেতে বিরাজে তখন জ্যোতি সে আত্মা হয়
প্রকরণাৎ কারণ এখানে আত্মার প্রকরণ পাওয়া যায়।
ইহার পূর্ব্বে শ্রুতি বলেছেন ছান্দোগ্যতেই রয়
এই যে আত্মা পাপ বিমুক্ত জরা বা মৃত্যু নয়
জীবাত্মা মাঝে জ্ঞান আনন্দ
প্রকাশিত হয় মধুর ছন্দ
দেহ মাঝে জীব অন্যায় কাজ করে হায় কতশত
এ সকল গুণ তাহার মাঝেতে রয় জেন আবৃত।

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ৪।৪।৪

শঙ্কর কন জীব সে যখন পরমাত্মাকে পায়
তাহার সাথেতে থাকে কি তখন ভিন্ন ভাবেতে রয়

এখানেতে এই হয় সংশয়
মনের সাথেতে ইন্দ্রিয় চয়
থাকে কি থাকে না আচার্য্য বাদরি তাহার মতটি এই
শরীরের সাথে ইন্দ্রিয় যায় এতে কোন ভুল নেই।
শ্রুতি বলেছেন "আহহি এবম" যথা এই কথা হয়
মনের দ্বারা এ কামনা বস্তু দেখি আনন্দময়
শরীরেন্দ্রিয় যদিবা থাকিত
মনের দ্বারায় কেবা না দেখিত
শ্রুতির পাতায় যা রহে লিখিত ভুল তাহা কভু নয়
মনের দ্বারায় লাভ করে সেই যাহা আনন্দ ময়।

ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্পামননাৎ ৪।৪।১১

আচার্য্য সেই জৈমিনি কন মুক্ত অবস্থাতে
জীবের শরীর থাকে বা না থাকে সংশয় আসে তাতে
শ্রুতি বলেছেন যা ইচ্ছাহয়
নিমেষে সেরূপ মূরতি ধরয়
(৭।২৬।২) ছান্দোগ্যের এই শ্লোক মাঝে বিশদ করিয়া কয়
তিনি একরূপে তিনি তিনরূপে প্রকাশিত জেনো হয়।
আত্মা সে এক তিনটি মূরতি নাহি ধরে নিশ্চয়
আত্মার যাহা উপাধি তাহাই নব নব রূপ লয়।

দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধং বাদরায়নঃ অতঃ ৪।৪।১২

শঙ্কর কন শ্রুতির মাঝেতে দুইরূপ কথা রয়
মুক্ত জীবের শরীর লইয়া হয় নানা সংশয়
বাদরায়নের এই মত হয়
মুক্ত অথবা যুক্ত যে কয়

উভয় বিধং হতে পারে, দ্বাদশাহবৎ যজ্ঞ মত
এই যজ্ঞের কামনা "সম্পৎ" কখন "পুত্র" যত।

তন্বভাবে স্বপ্নবৎ উপপত্তেতে ৪।৪।১৩

কন শঙ্কর তনুর অভাবে স্বপ্নবৎ যাহা হয়
উপপদ্যতে এই কথাটিই যুক্তি যুক্ত হয়
স্বপনের মাঝে দেখায় যেমন
তেমনি এদেহ থাকেনা যখন
মুক্ত পুরুষ বিবিধ বস্তু উপলব্ধি সে করে
শঙ্কর কন তাঁহারই ভাষ্যে শাস্ত্রের কথা ঝরে।
রামানুজ কন সত্যেতে স্থিত আত্মজ্ঞ সেই জন
যখন যা কিছু করেন কামনা তাহাই দৃষ্ট হন।

ভাবে জাগ্রদ্বৎ ৪।৪।১৪

শঙ্কব কন যে ভাবে যখন মুক্ত পুরুষ হয়
তাঁহার শরীর জাগ্রদ্বৎ বাহ্য জগতে রয়।
এই জগতেতে বিবিধ যা রয়
তারি ইচ্ছায় উপলব্ধয়
রামানুজ কন জাগ্রত পুরুষ ও পিতৃ লোকেরি মত
উপকরণের সৃষ্টি করিয়া নিজে লীলা রসে রত।

প্রদীপবৎ আবেশঃ তথাহি দর্শয়তিঃ ৪।৪।১৫

(৪।৪।১১) শঙ্কর কন এই সূত্রেতে এই কথা জেনো কয়
মুক্ত পুরুষ অনেক শরীর গ্রহণ করিয়া রয়
আত্মা তহেলে কেমনে বা থাকে ?
কাঠের পুতুল প্রানহীন রাখে ?
এ বিষয় জেনো সিদ্ধান্তেতে এই কথা জেনো হয়
একটি প্রদীপে অনেক প্রদীপে জ্বালিত যেমন হয়।

"তথাহি দর্শয়তি শাস্ত্রে এই কথাই দেখানো রয়
মুক্ত পুরুষ কখন বা একরূপ ধরি হেথা রয়
কখনো বা জেনো তিনরূপ হয়
শ্রুতি বাক্যেতে উদ্ধৃত রয়
প্রদীপ আলোতে চারিপাশ তার আলোকিত যথা করে
মুক্ত আত্মা চৈতন্যর প্রভায় সে রূপ করে।

স্বাপ্যয় সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষং আবিষ্কৃতং হি ৪।৪।১৬

শঙ্কর কন "স্বাপ্যয়" অর্থে সুষুপ্তি যথা হয়
সম্পতি অর্থে মুক্তি জীবের ব্রহ্মভাব সম্পন্ন রয়
যে অবস্থায় সবি একাকার
কিছুই প্রভেদ থাকে নাকো আর
পিতৃলোক প্রভৃতি উৎপত্তির কথা মুক্ত জীবেতে নয়
সগুণ ব্রহ্মে উপাসনা করে যারা সুখভোগ লয়।
(৬৩।১১) বৃহদারণ্যক শ্লোকের মাঝেতে এই কথা জেনো রয়
রামনুজ কন বেদের মাঝেতে এই কথাইত রয়
ব্রহ্মের সাথে মিলিত হইয়া
বাহ্যও অন্তর যায় যে ভুলিয়া
আনন্দময় সেই সে জগৎ হেরি আরাধ্য ধন
তাহারে পাইলে কিছু নাহি বাকি তাহাই ব্রহ্মধন।
সুখ ও মৃত্যু এ দুই সময় কোন জ্ঞান নাহি রয়
সর্ব্বজ্ঞত্ব অর্জ্জন করে মুক্ত তপস্যায়।

জগদ্ব্যাপার বর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাৎ চ ৪।৪।১৭

শঙ্কর কন সগুণ ব্রহ্মে উপাসনা যেই করে
ঈশ্বরের সাজুয্য লভিয়া সে জন যুক্ত সে ঈশ্বরে

অনিমা লঘিমা শকতি তাহার
হয় আয়ত্ত শকতি অপার
শুধু জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি প্রলয় কালের তরে
যেই শক্তির প্রয়োজন তাহা সে জন কভু না পারে।
রামানুজ কন মুক্ত পুরুষ জগৎ সৃষ্টি তরে
যেই শক্তির হয় প্রয়োজন তাহা কভু নাহি ধরে
ব্রহ্মকে শুধু অনুভব করে
সেই শক্তিই সেই জন ধরে
বেদেতে যেখানে জগৎ সৃষ্টি বলিয়া যে কথা রয়
সেই কথা মাঝে মুক্ত পুরুষ উল্লেখ নাহি হয়।

প্রত্যক্ষোপপদেশাৎ ইতি চেৎন অধিকারি মণ্ডল স্থোক্তেঃ ৪।৪।১৮

শঙ্কর কন আপত্তি করি এই কথা কেহ কয়
বেদেতে বলেছে মুক্ত পুরুষে জগৎ সৃষ্টি হয়
(১।৬২) তৈত্তিরীয় উপনিষদেতে
এর উত্তর আছে জেনো তাতে
সূর্য্য মণ্ডলের মধ্যে যে জন পরমেশ্বর রয়
তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একথা মুক্ত পুরুষে নয়।

বিকারবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিম আহ ৪।৪।১৯

শঙ্কর কন "বিকারাবর্ত্তি চ" ঈশ্বর নভু নন
বিকারশীল এ জগতের রূপে শুধু তিনি নাহি রন
বেদের মাঝেতে লিখিত রয়েছে
ঈশ্বর হেথা দুই রূপে আছে
(৩।১২।৩৬) ছান্দোগ্যতে বলেছে জগতে যত কিছু প্রাণী হয়
একাংশ তার বাকি তৃতীয়াংশ অমৃত স্বরগে রয়।

রামানুজ কন জন্ম মৃত্যু যা কিছু বিকার ময়

তাহাদের মাঝে জন্মাদি বিকার হীন ব্রহ্ম নাহিক রয়

মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম বিভূতি

ব্রহ্ম চরণে স্থিত যাঁর মতি

অদৃশ্য সেই ব্রহ্মের মাঝে প্রতিষ্ঠা সেই পায়

সেই জন দেখে সকল জীবেতে ব্রহ্মই বিরাজয়।

দর্শয়তঃ চ এবং প্রত্যক্ষানুমানে ৪।৪।২০

শঙ্কর কন "প্রত্যক্ষানুমানে" শ্রুতি ও স্মৃতিতে কয়

("এবং দর্শয়ত চ") ব্রহ্ম জানিও বিকারের মাঝে আবদ্ধ নাহি হয়

শ্রুতিতে বলেছে বর্ণিতে তাঁরে

বলো কোন জন কি ভাষায় পারে

চন্দ্র সূর্য্য লাজে হার মানে উজলতম সেরয়

কাহার সাধ্য তাঁরে আলোকিতে যেজন আলোকময়।

(কঠোপনিষদ) সূর্য্য সেথায় জ্বালেনা আলোক জ্বলে না চন্দ্র তারা

অগ্নি সেথায় স্তব্ধ বিজলী আপনার জ্যোতি হারা

শুধু সেই খানে আপনা প্রকাশি

জ্ঞানী জন চিতে আপনি বিকশি

উজলে যেজন গগণ পবন আলোকে আলোক ময়

পরশতে তাঁর সকল আঁধার নিমেষেতে পায় লয়।

ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাৎ চ ৪।৪।২১

শঙ্কর কন সেই মূঢ় জন ব্রহ্মে না উপাসিয়া

বিকার মুক্তি করে উপাসনা ঈশ্বর ভোগে স্পৃহা

ইহা হতে এই সহজে বুঝায়

ঈশ্বর সম তারা কভু নয়

জগৎ সৃষ্টি করার শক্তি তাহারা কভু না ধরে
মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সাথে কাম্য যা ভোগ করে।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ৪।৪।২২

শঙ্কর কন অনাবৃত্তি দেবযান পথে যাঁরা
করেছে গমন এই পৃথিবীতে ফিরে আসেনাত তারা
শব্দাৎ অর্থে বেদেতে বলেছে
ব্রহ্মলোকেতে তাহারা গিয়াছে
বিবিধ ভোগের মধ্যে থাকিয়া ব্রহ্মলোকেতে রয়
মহা প্রলয়ের কালেতে ব্রহ্মে এক হয়ে তারা যায়।
ব্রহ্মজ্ঞান সে লভেছে যেজন তাহার মোক্ষ হয়
মৃত্যুর মাঝে অমৃতে লভিয়া তারা আনন্দময়
সব দোষ হতে মুক্ত যেজন
কল্যাণময় অশিব নাশন
তাঁহারে পাইলে সকল পাওয়ার অবসান জোনা হয়
আর চাহিবার কিছু নাহি থাকে পাইয়া পূর্ণময় ॥

চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ সমাপ্ত

ব্রহ্মসূত্র সমাপ্ত

ডঃ জনার্দন চক্রবর্তী

Late of the West Bengal Senior Educational Service (Retd.). Professor and Head of the Department of Bengali, Presidency College, and Burdwan University formerly. Member of the Senate, Calcutta University, Kamala Lecturer for 1969, Calcutta University.

পুষ্পাঞ্জলি সম্বন্ধে দুটি অভিমত

স্বধর্ম নিরতাসু! প্রথমেই গ্রন্থের বিদূষী পূতস্বভাবা লেখিকাকে সশ্রদ্ধ ও সুগভীর সমবেদনা জানাই। একদিনমাত্র সভাক্ষেত্রে সাধ্বী ও সনাথা বিদুষীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। অনুভূতির রাজ্যে "রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান" বিদ্যুৎ শিহরণের মত কাজ করে গিয়েছিল। সেদিন বধুব্রতচারিণী ও ব্রহ্মবাদিনীকে একস্থ দেখে ভারতের অধ্যাত্মশ্রী মৈত্রেয়ীকে নতুন করে উপলব্ধি করলাম। একা সদ্যোবদ্ধঃ অন্যা ব্রহ্মবাদিন্য শ্রুতি ঘেঁষা এই বাণীর সত্যতাও উপলব্ধি করেছিলাম। আজ স্বামিস্মৃতি-ভারনতা বিগতনাথা মাতৃমূর্তিকে মানসপ্রত্যক্ষ করে প্রাণটি আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু যাঁর জন্যে আমাদের এই শোক তিনি সত্যই অশোচনীয় ও দিব্যজীবনের পুণ্যশ্লোকপথযাত্রী। অনন্যসাধারণ বহুমুখী সারস্বত প্রতিভা গভীর মনন ও প্রজ্ঞাঘন আনন্দচেতনা কিভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ পরিহার করে এই নিষ্ঠুর প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ণ আত্মপ্রচারের যুগে সর্বপ্রীতিময় সর্বজনবরেণ্য আচার্য জীবনে অভিবক্ত হয়েছে আপনার হৃদয়ের দেবতা দেবচরিত্র শান্তনুকুমার তাঁর সর্বচিত্তহারী মূর্ত বিগ্রহ। "যত্রাকৃতিস্তত্রগুণা বসন্তি" তাঁরমধ্যে সার্থক হয়েছিল।

আপনার পিতৃকুল ও পতিকুল সমগ্র দেশ ও জাতির বন্দনীয়। আপনার পরমন্তপর পিতৃদেব ও পিতৃব্যদেবের স্বধর্মানুরাগী তেজস্বী ও সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম মূর্তি আজও মানসচক্ষ্যে উজ্জ্বলতর। আপনাদের ঝামাপুকুরের বাড়ীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যশস্বী গণিতাধ্যাপক ডঃ শ্যামদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুণ্যভবনে অনেকবার গিয়েছি। কালিদাস বর্ণিত গৃহবলিভুকদিগের আশ্রয় গ্রাম চৈত্যবৃক্ষের মতো সেই ভবন দরিদ্র পরীক্ষার্থীদের কোলাহলে মুখরিত হত। বহু দরিদ্র ছাত্রদের সেটি ছিল নিশ্চিন্ত আশ্রয়। পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গলাবন্ধ কোট পরে চিত্তপ্রসাদ বিকিরণ করতে করতে যখন যেতেন আসতেন তখন যন্ত্রচালিতবৎ তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে ধন্য হতাম। আপনার স্বামী আমার বয়ঃকনিষ্ঠ প্রিয়দর্শন "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" শান্তনুবাবুকে দেখতাম। পঁচিশ বছর পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে এসে সমানকর্মা ও সমানধর্মা রূপে তাঁকে স্বে মহেম্নি প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপকরূপে দেখলাম। তাঁর অন্তর ও বাহিরের সেই রূপটি আমাদের অবিদ্যার যুগে সত্যই নয়নমনোহর। আপনারা কালিদাসের বর্ণিত মনুষ্যমহিমার ঘনীভূত বিগ্রহ যুগলমূর্তি—সমানয়ং স্তুল্য গুণং বধুবরং চিরস্য বাক্যং ন গতঃ প্রজাপতিং। বয়সের অধিকারে আশীর্বাদ ও পুনরায় সশ্রদ্ধ সমবেদনা জানাই। ইতি—সততঃ শুভানুধ্যায়ী

জনার্দন চক্রবর্তী

॥ এই লেখিকার লেখা বই ॥

১। "পুণ্য কাহিণী" বাঁকুড়ার গৌরব সুকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর জীবনী সংকলন "কবিতায় শতশ্লোকী গীতা"—গীতার ১০৮টি শ্লোক কবিতায় অনুবাদ।

২। "উপনিষদ নির্মাল্য"—ঈশ কেন কঠোপনিষদের কবিতায় ভাবানুবাদ ও ব্যাখ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লীলা পুরস্কার প্রাপ্ত।
মূল্য ৬'০০

৩। "উপনিষদ নৈবেদ্য"—প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য তৈতেরীয়ো ও ঐতেরীয় উপনিষদের কাব্যানুবাদ ভাটপাড়া পণ্ডিত মণ্ডলী কর্তৃক সরস্বতী উপাধি ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা সরকার কর্তৃক ১০০০ টাকা লোক শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত হন। মূল্য ৩'০০

৪। "উপনিষদ অর্ঘ্য" শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য উপনিষদের কাব্যানুবাদ ও হিন্দু মিশনের পক্ষ হইতে শ্রুতি ভারতী উপাধি লাভ ও লোক শিক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক ২০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। মূল্য ৪'০০

৫। "উপনিষদ অঞ্জলি"—বৃহদারণ্যক উপনিষদ কাব্যানুবাদ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হইতে ৩০০০ টাকা ও লোকশিক্ষার জন্য মনোনীত। মূল্য ৪'০০

৬। অমৃত গীতা সমগ্র গীতা কবিতায় ব্যাখ্যা ও অনুবাদ ত্রিবর্ণচিত্রিত পার্থসারথীর প্রচ্ছদ পট সহ সরকারের আর্থিক সাহায্য লাভ ও লোকশিক্ষার জন্য মনোনীত। মূল্য ৭'০০

৭। পুষ্প পরাগ ধর্মহীন সমাজের কৌতুকচিত্র ছোট গল্প সমষ্টি। মূল্য ৩'৫০

৮। মুখর অতীত উপন্যাস। ২'৫০

৯। মুলেভুল উপন্যাস।

১০। পুষ্পাঞ্জলি দেবচরিত্র অধ্যাপক শান্তনু কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপম চরিত্র সংকলন।